উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮০,০৮০.৫৭ (-৭০৫.৯৭)
নিফটি : ২৪,৫০০.৯০ (-২১১.১৫)

বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের
বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। তাঁর কথায় সবকিছু জানা সত্ত্বেও কেন যাত্রা বন্ধ হল না। » ৭

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে
ভারত ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। আরনস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের একটি রিপোর্টে এমন দাবি করা হয়েছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩১°	২৬°	৩১°	২৬°	৩২°	২৬°	৩১°	২৬°

সুপ্রিম নির্দেশে পরীক্ষা নিয়ে সংশয়
বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসি শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগের পরীক্ষা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। » ৫

১২ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 29 August 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 102

উত্তরের খোঁজে

সব নেতার রিপোর্ট কার্ডে শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এই যে ছেলে, দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

গত চব্বিশ ঘণ্টায় অনেক 'ছাত্র' নেতার দৌড়োদৌড়ি, প্রচার নৃত্য দেখা গেল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জন্মদিনের সৌজন্যে। প্রচুর ছাত্র নেতা, অথচ তাঁরা ছাত্রই নন বহুদিন। একাধিক সন্তানের জনক। নেতাও নন। কলেজে কলেজে ছাত্র নির্বাচনই যখন উঠে গিয়েছে, তো কীসের নেতা?

এই ছাত্র ছাত্র আবহে শৈশবের শিক্ষকদের আদরের ডাক মনে পড়তে পারে অনেকের-- দ্যাখা দেখি তোর প্রগ্রেস রিপোর্ট!

প্রগ্রেস রিপোর্ট থেকে রিপোর্ট কার্ড হয়ে এখন ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। একটা কার্ড থেকে আপনি ছোটবেলার সব ক্লাসের রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।

'ছাত্রনেতা'দের, নেতাদের জন্য এমন কার্ড চালু করলে কেমন হয়?

স্কুল বা কলেজে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করার সময় ভালো মাস্টারমশাইদের চিন্তা হয় খুব। অনেক জটিল ব্যাপার, অনেক আবেগের প্রশ্ন, অনেক ভবিষ্যতেরও ভাবনা। একেই ভালো পড়ুয়া আর মেলে না, আমার একটু অসর্তকতা-অন্যমনস্কতার জন্য কোনও ছাত্রছাত্রী যেন এতটুকু বঞ্চিত না হয়! এখনও যাঁরা মনপ্রাণ দিয়ে শিক্ষকতা করেন, ফাঁকিবাজিতে বিশ্বাসী নন, তাঁদেরই চিন্তা।

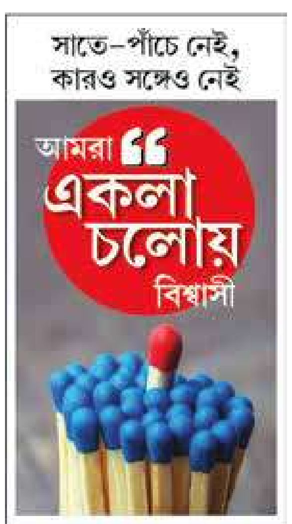

রাজনীতিকদের রিপোর্ট কার্ড বানাতে বসলে? আমাদের মতো ভোটারদের নো চিন্তা, নো ভাবনা। কেননা নেতারা কোনও কাজই করেননি। উত্তরবঙ্গের নেতাদের নম্বর দেওয়া আরও সোজা। যে ছাত্ররা পড়াশোনাই করেনি, চরম ফাঁকিবাজ, তাদের পরীক্ষার নম্বর দেওয়া যেমন সোজা। নম্বর দেওয়ার সময় কোনও বাড়তি আবেগ কাজ করে না। কেন কাজ করবে?

কোচবিহারের উদয়ন গুহ থেকে মালদার সাবিনা ইয়াসমিন বা তজমুল হোসেন এমন কোনও কাজ করেননি, যার জন্য পাশ মার্ক পাবেন। বরং এঁদের ছেলে, ভাই বা স্বামী এমন কিছু কাজকর্ম করে বেড়াচ্ছেন, তাতে মন্ত্রীদের মুখ পুড়ছে। *এরপর দশের পাতায়*

বাংলা ঘেঁষা বিহারে তিন জইশ জঙ্গি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী ও শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

শিলিগুড়ি ও কিশনগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : হাসনেন আলি, আদিল হুসেন এবং মহম্মদ উসমান- পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের তিন সদস্য নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে বিহারে ঢুকেছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের ওই সতর্কবার্তায় বিহারের পাশাপাশি চিকেন নেক জুড়ে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি। বিহারের সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে চিকেন নেক এলাকায় থাকা প্রতিটি সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর ছাউনিতে। নেপাল সীমান্ত লাগোয়া বাগডোগরা ও ভুটান সীমান্ত ঘেঁষা হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতেও তিন জঙ্গির বিস্তারিত তথ্য পাঠিয়ে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। প্রাথমিকভাবে পাওয়া তথ্যে কেন্দ্রীয়

চিকেন নেক নিয়ে সতর্ক কেন্দ্র

গোয়েন্দারা মনে করছেন, শিলিগুড়ি লাগোয়া বিহারের আরারিয়া হয়েই নেপাল থেকে বিহারে ঢুকেছে জঙ্গিরা। তবে জঙ্গিরা যে বাংলায় ঢোকেনি সেকথা জোর দিয়ে বলছেন না তাঁরা।

শিলিগুড়ির ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি ঘেঁষা জেলা আরারিয়া। নেপাল থেকে মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে ঢুকে হামেশাই চোরাকারবার চলে ওই এলাকায়। ফলে সেই পথে খুব সহজেই এরাজ্যে ঢুকে খড়িবাড়ি হয়ে সড়কপথে আরারিয়ায় যাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সতর্কবার্তার পর ওই এলাকায় বাড়তি নজরদারি শুরু করেছে এসএসবি। শুরু হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদও। গত কয়েকদিনে ওই এলাকা দিয়ে সন্দেহভাজনদের আনাগোনা লক্ষ করা গিয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই চোরাকারবারিদের চারজন পেডলারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন দুটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। ওই পেডলারদের দুজন সম্প্রতি বিহারে গিয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে পেডলাররা জঙ্গিদের রাস্তা চিনিয়ে দেওয়ার কাজ করতে পারে বলেও সন্দেহ করছেন গোয়েন্দারা।

গোয়েন্দাদের তথ্য অনুসারে, হাসনেনের বাড়ি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে। আদিল এবং উসমান উমরকোট ও বহওয়ালপুরের বাসিন্দা। তিনজনই বহওয়ালপুরের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। *এরপর দশের পাতায়*

সন্দেহভাজন তিন পাক জঙ্গি।

টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার হচ্ছে না

টাকা নেই, উন্নয়ন থমকে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : একশো দিনের কাজ বন্ধ থাকায় জেলায় এমনিতেই উন্নয়নের গতি অনেকটা শিথিল অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় চলতি বছরে অগাস্ট মাস পার হতে চললেও এখন পর্যন্ত ফিফটিন্থ ফিন্যান্সের টাকা না আসায় জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত- এই তিন স্তরেই উন্নয়নমূলক কাজ কার্যত স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, এই তিনটি স্তরে হাজারেরও বেশি কাজের দরপত্র প্রসেসিং হয়ে রয়েছে। কিন্তু ফিফটিন্থ ফিন্যান্সের টাকা না ঢোকায় সেগুলির কোনওটির ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা যাচ্ছে না। টাকা কবে আসবে বা আদৌ আর আসবে কি না, সেটাও কেউ কিছু জানাতে পারছেন না। ফলে কাজগুলি শেষপর্যন্ত আদৌ করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এখন বিশবাঁও জলে। কোচবিহার জেলা পরিষদের অতিরিক্ত এগজিকিউটিভ অফিসার তথা অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত বলেন, 'টাকা এলে টেন্ডারগুলির ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা করা হবে।'

হলদিবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শৈলবালা রায় বলেন, 'ফিফটিন্থ ফিন্যান্সে আমরা প্রতিবছর এক কোটি টাকার মতো পাই। এই টাকা দিয়ে এলাকার বিভিন্ন রাস্তা, পানীয় জল, নর্দমা, শৌচাগার তৈরির মতো ছোটখাটো বিভিন্ন কাজ করা হয়। প্রতিবছর মে থেকে জুলাই মাসের মধ্যে এই টাকা ঢুকে যায়। কিন্তু এবছর এখনও টাকা পাইনি। ফলে আমাদের প্রচুর টেন্ডার আটকে রয়েছে। টাকার অভাবে সেগুলির ওয়ার্ক অর্ডার জারি করতে পারছি না।'

জেলা প্রশাসন ও পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলায় প্রতি বছর ফিফটিন্থ ফিন্যান্স থেকে প্রায় ৯০ থেকে ১০০ কোটি টাকা আসে। এর মধ্যে জেলা পরিষদ পায় প্রায় ২২ থেকে ২৩ কোটি টাকা। পঞ্চায়েত সমিতিগুলি এক থেকে দেড় কোটি টাকা করে পায়।

প্রভাব তিন স্তরে

- কোচবিহার জেলায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ প্রায় ৯০ থেকে ১০০ কোটি টাকা আসে
- এই টাকা দিয়ে রাস্তা, নর্দমা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচালয় তৈরি সহ বিভিন্ন কাজ করা হয়
- টাকা না আসায় ওয়ার্ক অর্ডার হচ্ছে না, স্বাভাবিকভাবে জেলায় উন্নয়ন অনেকটা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে

কোচবিহারে মোট ১২টি পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। সেই হিসাবে কোচবিহার জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলি সবমিলিয়ে ১৪-১৫ কোটি টাকা পায়। অপরদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আয়তন অনুযায়ী ৩০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত পায়। কোচবিহার জেলায় মোট *এরপর দশের পাতায়*

সুপ্রিম নির্দেশ

অযোগ্যদের নাম প্রকাশে ৭ দিন সময়

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বটে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। কিন্তু জটিলতা পিছু ছাড়ছে না। শীর্ষ আদালতে চিহ্নিত শিক্ষক পদে নিযুক্ত একজন অযোগ্যও পরীক্ষায় বসলে পরিণতি ভয়ংকর হবে বলে বৃহস্পতিবার সতর্ক করেছে দুই বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর নিয়োগ বাতিল হওয়ার পর নতুন করে যে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অযোগ্যদের অনেকে আবেদন করেছেন বলে অভিযোগ।

সেই সংক্রান্ত অভিযোগের শুনানিতে বৃহস্পতিবার সাতদিনের মধ্যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করতে এসএসসি-কে নির্দেশ দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, 'নতুন নিয়োগ পরীক্ষার প্রতিটি ধাপের ওপর আমাদের কড়া নজর থাকবে। সামান্য গাফিলতি ধরা পড়লেই ফল ভুগতে হবে। প্রয়োজনে আবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে।'

বিচারপতিরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনওভাবেই অযোগ্যদের ঢোকানো চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, 'হাইকোর্ট অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিল। আমরা সেই নির্দেশে হস্তক্ষেপ করিনি।' এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'এত কিছুর পরেও কি আপনারা নিজেদের 'ব্লু আইড বয়'দের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?'

মামলাকারীদের অন্যতম আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ সত্ত্বেও খুব আশাবাদী নন। সিপিএমের এই রাজ্যসভা সাংসদের যুক্তি, 'আগেই সুপ্রিম কোর্ট বললেও তৃণমূল সরকার করেনি। আজ আদালত সাতদিন সময় দিল। আমি আপনাদের বলতে পারি, ওরা এখনও সততার সঙ্গে ওই তালিকা প্রকাশ করবে না।' বিকাশের কটাক্ষ, *এরপর দশের পাতায়*

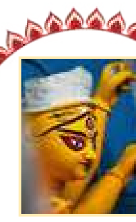

মা আসছেন

৩০

দিন পর

ভোটার সমীক্ষায় তথ্য নয়, সতর্কতা মমতার

'কমিশনের আয়ু তিন মাস'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রকারান্তরে সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে অসহযোগিতার ডাক। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) উদ্দেশে যাঁরা বাড়ি বাড়ি তথ্য সংগ্রহে যাবেন, তাঁরা আদতে রাজ্য সরকারেরই কর্মচারী। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সব তথ্য না দেওয়ার জন্য সতর্ক করলেন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভায় বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার নামে আপনার সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য নিয়ে গিয়ে দেখবেন আপনার নাম বাদ দিয়ে দেবে।'

যদিও মমতার অভিযোগ, সারা ভারত থেকে বিজেপির ৫০০টি দল এসে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করছে কারও কারও নাম বাদ দেওয়ার জন্য। তাঁদেরও তথ্য না দেওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে সরকারি কর্মচারীদেরও নির্বাচন কমিশনের কথা মতো চললে পরিণতি খারাপ হতে পারে বলে প্রকারান্তরে সতর্ক করলেন। তিনি বলেন, 'বিডিও, এসডিও, ডিএম, পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। বলছে, চাকরি খেয়ে নেবে, জেলে ঢুকিয়ে দেবে। কিন্তু মনে রাখবেন, ইলেকশন কমিশন আসে যায়, ওদের আয়ু তিন মাস।'

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী না চলে রাজ্য সরকারের কথায় তাল মিলিয়ে চলার জন্য এভাবে মমতা বার্তা দিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কেউ নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারেন কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবেই যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন করতে দিতে চান না, *এরপর দশের পাতায়*

টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায়।

বাংলাদেশিকে পদ্ম বিধায়কের শংসাপত্র

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৮ অগাস্ট : বিজেপির নেতারা যখন দাবি করছেন এই রাজ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার লিস্টে ঢুকিয়ে ভোটব্যাংক বাড়িয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, তখনই ঠিক তার উলটো চিত্র দেখা গেল শীতলকুচি ব্লকে নগর লালবাজার গ্রামের সুখানদিঘি এলাকায়। এই গ্রামে বসবাসকারী বাংলাদেশের এক বাসিন্দাকে ভারতে বসবাসের শংসাপত্র দিয়েছেন খোদ বিজেপি বিধায়ক।

শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনের দাবি, 'ওই বাসিন্দা আমাকে আধার কার্ড দেখিয়েছিলেন। তার ভিত্তিতে আমি শংসাপত্র দিয়েছি। তিনি বাংলাদেশি কি না তা পুলিশ ও প্রশাসন দেখবে। যদি বাংলাদেশি হন তাহলে কী করে আধার কার্ড বানিয়েছেন তা তদন্ত করুক পুলিশ। তাছাড়া ধর্মের ভিত্তিতে যাঁরা এদেশে পালিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের নাগরিকত্ব দেবে।' বিজেপি বিধায়ক বিষয়টিতে তেমন গুরুত্ব না দিলেও তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ দাবি করেছেন, 'বিজেপি নেতারা নিজেরাই যে অনুপ্রবেশকারীদের মদত দেন, তা স্পষ্ট এই ঘটনায়।'

বাংলাদেশের ওই বাসিন্দার পাসপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তাঁর ভারতে থাকার মেয়াদ ছিল। পাসপোর্ট নিয়ে এদেশে আসা একজন বাংলাদেশিকে শুধুমাত্র আধার কার্ডের ভিত্তিতে শংসাপত্র দিয়েছেন বিধায়ক। শংসাপত্রে আবার লেখা রয়েছে, ২০১৪ সাল থেকে তিনি ভারতে আছেন এবং কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় তিনি যুক্ত নন। তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, বিধায়কের উচিত ছিল, এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে তথ্য যাচাই করে নেওয়া। তাছাড়াও তো ওই গ্রামে বিজেপি কর্মীরাও রয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমেও পরিবারটি ভারতীয় কি না, তা তিনি যাচাই করতে পারতেন। আসলে বিধায়ক সব কিছু জেনেই এই শংসাপত্র দিয়েছেন। ঘটনাটি প্রকাশ্য আসায় ধামাচাপা দিতে চাইছেন তিনি।

বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানার নোওদাবাস এলাকার বাসিন্দা ধনেশ্বর রায় সপরিবারে পাসপোর্ট বানিয়ে এদেশে আসেন। তারপর তাঁরা আর ফিরে যাননি। পরবর্তীতে তাঁর তিন ছেলে পরিচয় গোপন রেখে এদেশের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্র বানিয়ে নেন। তাঁদের মধ্যে রিদয় বর্মনকে ভারতীয় বলে শংসাপত্র দিয়েছেন শীতলকুচির বিজেপি বিধায়ক।

ধনেশ্বর স্বীকার করেছেন, পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে এসেছিলেন তাঁরা। পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হলেও তাঁরা বাংলাদেশে ফিরে যাননি। বাংলাদেশের বাসিন্দা হয়েও নিজের পরিচয় লুকিয়ে ভারতে *এরপর দশের পাতায়*

প্রশ্ন যেখানে

- বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র
- তিনি এখন শীতলকুচি ব্লকে সুখানদিঘি এলাকায় থাকছেন
- পাসপোর্ট নিয়ে ২০১৮ সালে ভারতে আসেন
- বিধায়ক লিখেছেন, ২০১৪ সাল থেকে তিনি ভারতে আছেন

পড়ুয়াদের সাড়া নেই, ভর্তি কম কলেজে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : স্নাতক স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর অধ্যক্ষদের অনেকেই ভেবেছিলেন পড়ুয়াদের ভিড় অনেকটাই বাড়বে কলেজগুলিতে। কিন্তু সে গুড়ে বালি! তথ্য বলছে, প্রথম কাউন্সেলিংয়ে আশানুরূপ ভর্তিই হয়নি জেলার অধিকাংশ কলেজে। শিক্ষাবিদদের অনেকেই জানিয়েছেন, অধিকাংশ কলেজেই আবেদন গত বছরের তুলনায় কম হওয়ায় ভর্তি কমেছে কলেজগুলিতে। এদিকে, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মেনে শুক্রবার থেকেই ক্লাস শুরু হচ্ছে কলেজগুলিতে। সেকথা মাথায় রেখে কিছু কলেজে ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষরা বৈঠকও সেরেছেন।

কোচবিহারের অন্যতম এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, দিনহাটা কলেজ, মাথাভাঙ্গা কলেজে প্রথম দফায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের সংখ্যা মোটামুটি ঠিক থাকলেও গ্রামীণ কলেজগুলিতে তা আশানুরূপ নয়। গ্রামীণ এলাকার বক্সিরহাট কলেজে ২৭০০টি আসন থাকলেও প্রথম কাউন্সেলিংয়ে সেখানে ২৮৫ জন পড়ুয়াকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে মাত্র ১৫৯

চাকরিমুখী কোর্স চালুর ভাবনা

জন ভর্তি হয়েছে। গতবছর এই কলেজে প্রথম কাউন্সেলিংয়ে ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা অনেকটাই বেশি ছিল। পড়ুয়া সংখ্যা কম হওয়ায় হতাশার সুর কলেজের টিআইসি কার্তিক সাহার গলায়। তাঁর কথায়, 'মেধাতালিকা প্রকাশের পর কলেজগুলিতে ভিড় বাড়বে বলে আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু আবেদনে সাড়া তুলনামূলক অনেকটাই কম। ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হওয়ায় কিছু ছেলেমেয়ে প্রাইভেট কলেজেও চলে গিয়েছে।'

ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে প্রথম পর্যায়ে ৫১৪ জন পড়ুয়াকে ভর্তির জন্য ডাকা হলেও মাত্র ২৪৬ জন ভর্তি হয়েছে। একই চিত্র বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়েও। সেখানে ১১০০টি আসন থাকলেও প্রথম কাউন্সেলিংয়ে ৬৪৯ জনকে ডাকা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩৬১ জন ভর্তি হয়েছে। এদিকে, মেখলিগঞ্জ কলেজে ৭০৯ জনকে ভর্তির জন্য ডাকা হলেও সেখানে মাত্র ৩১৬ জন ভর্তি হয়েছে। একই পরিস্থিতি ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইভনিং কলেজেও। সেখানে প্রথম পর্যায়ে ৯০০ জনের মধ্যে ৪৪৭ জন ভর্তি হলেও এদিন দুপুর পর্যন্ত ৪৩৫ জন 'ফিজিকাল ভেরিফিকেশন' করেছে।

তবে দিনহাটা কলেজে ভালো সাড়া মিলেছে। এই কলেজে প্রথম দফায় ২০০১ জনকে ডাকা হলেও তার মধ্যে ১৭৯৮ জন পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে। মাথাভাঙ্গা কলেজে ২২০০ জনের মধ্যে ১২৯০ জন প্রথম দফায় ভর্তি হয়েছে। এদিকে, কোচবিহার কলেজে প্রথম পর্যায়ে ২১২৫ জনকে *এরপর দশের পাতায়*

ভর্তি চলাকালীন ভিড় নেই কলেজে। কোচবিহারে।

বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াইসিইই-পিএস-এমএলজি-এইচকিউ-৫৭-২৫-২৬, তারিখ : ২৩-০৮-২০২৫। [illegible] খুলবে ০৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত https://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও/এইচকিউ
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

শ্রমমন্ত্রীর দ্বারস্থ হচ্ছে সিসিপিএ

নাগরাকাটা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অ্যাডভাইজারি মোতাবেক ২০ শতাংশের বোনাসের হার থেকে আর্থিকভাবে দুর্বল চা বাগানগুলিকে ছাড় অথবা কিস্তিতে বোনাস মেটানোর সুযোগ দিতে শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল মালিকদের সংগঠন কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)। বোনাস ইস্যুতে বৃহস্পতিবার কলকাতায় বৈঠকে বসেছিল সিসিপিএ। ওই বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী সপ্তাহে সিসিপিএ'র প্রতিনিধিরা শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে সমস্যা থাকা বাগানগুলি যাতে সহকারী শ্রম কমিশনারদের কাছে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান, সিসিপিএ'র তরফে টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (টিপা) চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলেন, 'বহু বাগান আর্থিক সমস্যায় রয়েছে। ২০ শতাংশ হারে সবাইকে বোনাস দিতে হলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প আরও সংকটের মধ্যে পড়বে।' গত বছর বোনাস ছিল ১৬ শতাংশ। তা থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছিল ৫২টি বাগানকে।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিশ নং. ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং ১১৫ তারিখ : ২১.০৮.২০২৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : (১) টেন্ডার নং : ১০৭-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহিবগঞ্জ-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,৮৪,৪০,৫০৪.৪৩ টাকা; (২) টেন্ডার নং : ১০৮-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-I-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৮২,৮২,৯৩৫.১০ টাকা; (৩) টেন্ডার নং : ১০৯-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ভাগলপুর-II-এর অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৪,৮৮,৯৬০.৫২ টাকা; (৪) টেন্ডার নং : ১১০-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-I/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৬,৯৫,৩৪০.০২ টাকা; (৫) টেন্ডার নং : ১১১-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে-II/জামালপুরের অধীনে ইয়ার্ডের উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের পরিপ্রেক্ষিতে পি.ওয়ে কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,২১,০৬,০১৩.৫৯ টাকা; (৬) টেন্ডার নং : ১১২-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে এইএন/মালদা টাউন-এর অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/মালদা টাউন শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন এবং ইয়ার্ডের আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ২,৪১,৮৭,৩৮৯.৩৩ টাকা; (৭) টেন্ডার নং : ১১৩-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পিডব্লুআই/জঙ্গীপুরের শাখাতে এসএসই/পি. ওয়ে/জেআরএলইই-র শাখায় ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,১০,৯৪,৯৭৬.৩৮ টাকা; (৮) টেন্ডার নং : ১১৪-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/নিউ ফারাক্কার শাখা ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,০৯,১৬,১৮৪.৯৫ টাকা; (৯) টেন্ডার নং : ১১৫-এমএলডিটি-২৫-২৬; কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/I/পূর্ব রেলওয়ে মালদার আওতাধীনে এইএন/নিউ ফারাক্কার অধীনে এসএসই/পি. ওয়ে/বারহারওয়া-র শাখাতে ইয়ার্ডগুলির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৫৫,০৬,৬৯৫.১৫ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : সকল টেন্ডারের জন্য ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩ টে ৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড www.ireps.gov.in /ডিআরএম অফিস /মালদা।

(MLD-159/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মালদা টাউন স্টেশনে চারটি ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম নম্বর পরিবর্তন

নন ইন্টারলকিং কাজের জন্য ৩১.০৮.২০২৫, ০১.০৯.২০২৫, ০২.০৯.২০২৫ ও ০৩.০৯.২০২৫ তারিখে মালদা টাউন স্টেশনে ২২৩০১ হাওড়া - নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৪-এ এবং ২২৩০২ নিউ জলপাইগুড়ি - হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ও ১৫৭৩৪ / ১৫৭৪৪ ভাটিণ্ডা জং. - বালুরঘাট ফারাক্কা এক্সপ্রেস প্ল্যাটফর্ম নং ১-এর পরিবর্তে প্ল্যাটফর্ম নং ৩-এ পৌঁছবে/থেকে ছাড়বে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কুচবিহার

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), একটি সংস্থা/ট্রাস্ট যা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০ অনুযায়ী নিবন্ধিত এবং যার প্রধান কার্যালয় মুম্বইয়ে অবস্থিত, ব্যাংকের জন্য বরাদ্দ ৫১টি লিড জেলায় অবস্থিত ৪৬টি RSETI এবং ৪৮টি FLCC কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ যুবসমাজকে স্বনিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও আর্থিক সাক্ষরতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিযুক্ত।
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া সামাজিক উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সংস্থান (CBI-SUAPS), যা সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা স্পনসরকৃত একটি সংস্থা/ট্রাস্ট, বার্ষিক চুক্তিভিত্তিতে ফ্যাকাল্টি/অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাটেন্ডার পদের জন্য প্রার্থীদের নিয়োগের উদ্দেশ্যে আবেদন আহ্বান করছে।
আবেদনের ফরম্যাট, বেতন, বয়স, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইট https://www.centralbankofindia.co.in-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখুন।
আবেদনপত্র ব্যাংকের উপরে উল্লেখিত ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।
আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ১৫/০৯/২০২৫।
ক্ষেত্রীয় প্রধান/সহ-সভাপতি (DLRAC)
কোচবিহার
২৭/০৮/২০২৫

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দীপাবলী ও ছট–এর সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, **০৩১২৯/০৩১৩০ কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল ট্রেন (সাপ্তাহিক)** নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলবেঃ

কলকাতা–নিউ জলপাইগুড়ি স্পেশাল			(০৩১২৯) (০৩১৩০) স্টেশন	নিউ জলপাইগুড়ি–কলকাতা স্পেশাল		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	–	২৩.৪০	কলকাতা	০০.৪০	–	মঙ্গল
সোম	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	সোম
	০৩.৩০	০৩.৩৫	আজিমগঞ্জ	১৯.৩০	১৯.৩৫	
	০৬.২০	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.২০	
	১০.৪৫	–	নিউ জলপাইগুড়ি	–	১২.৪৫	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে নৈহাটি, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ী রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখঃ কলকাতা থেকেঃ ০৩১২৯ঃ** ২৮/০৯/২০২৫, ০৫/১০, ১২/১০, ১৯/১০, ২৬/১০/২০২৫, ০২/১১, ০৯/১১, ১৬/১১, ২৩/১১ ও ৩০/১১/২০২৫ (রবিবার) = ১০ ট্রিপ এবং **নিউ জলপাইগুড়ি থেকেঃ ০৩১৩০ঃ** ২৯/০৯/২০২৫, ০৬/১০, ১৩/১০, ২০/১০, ২৭/১০/২০২৫, ০৩/১১, ১০/১১, ১৭/১১, ২৪/১১/২০২৫ ও ০১/১২/২০২৫ (সোমবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠনঃ** এসি ৩-টিয়ার–৪, স্লিপার শ্রেণী–১০, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস)–৬ এবং এসএলআরডি–২= ২২ কোচ। **ক্যাটেগরিঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কিছু ট্রেনের বিভিন্ন স্টেশনে স্টপেজ পুনর্বহাল

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির স্টপেজ সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে উল্লেখিত সময়সূচী অনুযায়ী পুনর্বহাল করা হবে :

ট্রেনের নম্বর ও নাম	স্টেশন	পৌঁছবে	ছাড়বে	যে তারিখ থেকে থামবে
৬৮০৬১ আদ্রা-আসানসোল এমইএমইউ (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	রামকানালি জংশন	০৩.৩৭	০৩.৩৮	০১.০৯.২০২৫
	মধুকুণ্ডা	০৩.৫১	০৩.৫২	০১.০৯.২০২৫
	জয়চণ্ডী পাহাড়	০৩.২৩	০৩.২৪	০১.০৯.২০২৫
	বেরো	০৩.২৯	০৩.৩০	০১.০৯.২০২৫
২২৬৪৪ পাটনা-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	জলেশ্বর	০২.১৫	০২.১৬	০৫.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২০.৪৭	২০.৪৮	০৪.০৯.২০২৫
২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১২.১০	১২.১১	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৫০ পাটনা-পুরী এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১৫.০৯	১৫.১০	০৩.০৯.২০২৫
১৮৪৪৯ পুরী-পাটনা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০১.২০	০১.২১	০২.০৯.২০২৫
১৫৯৩০ নিউ তিনসুকিয়া-তাম্বরম এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০২.০৯.২০২৫
১৫৯২৯ তাম্বরম-নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬৩০ শিলঘাট টাউন-তাম্বরম এক্সপ্রেস) (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	১০.৩৪	১০.৩৫	০৬.০৯.২০২৫
১৫৬২৯ তাম্বরম-শিলঘাট টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	বার্নপুর	০২.২৭	০২.২৮	০৩.০৯.২০২৫
১৩৪১৭ দীঘা-মালদা টাউন এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৪.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	তমলুক	০০.৪৪	০০.৪৫	০৫.০৯.২০২৫
	পাঁশকুড়া	০১.০৬	০১.০৭	০৫.০৯.২০২৫
	কাঁথি এফ.এস.	০০.০৩	০০.০৪	০৫.০৯.২০২৫
১৩২৮৮ আরা-দুর্গ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কান্দ্রা	০৬.৪৩	০৬.৪৪	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	০৩.৪৯	০৩.৫০	০১.০৯.২০২৫
১৩২৮৭ দুর্গ-আরা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর)	কান্দ্রা	১৯.১০	১৯.২০	০১.০৯.২০২৫
	বার্নপুর	২৩.০০	২৩.০১	০১.০৯.২০২৫

উপরের ট্রেনগুলির যাত্রাপথের অন্যান্য সকল স্টেশনগুলিতে থামার সময় কোন পরিবর্তন হবেনা।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এলএইচএস -এর ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার নোটিশ নং. : ৭৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২২-০৮-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ২৭-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের আওতাধীন সংযোগকারী সড়কের সাথে এসকে-১৩৩-এর পরিবর্তে হাসিমারা-হ্যামিল্টনগঞ্জের মধ্যে কেএম-১৪১/৭-৮-তে এলএইচএসের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৬,৫৬,০০,১৩০.২৯/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৭৮,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১২-০৯-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১; তারিখঃ ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার নং. মেক-এপিডিজে-২০২৫-০১। কাজের নামঃ ৩ বছর সময়ের জন্য আলিপুরদুয়ার জংশন এবং নিউ কোচবিহার স্টেশনে দ্রুত জলের ব্যবস্থার পরিচালনা এবং ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (এএমওসি)। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,৪৮,২৬,৭৩৫.৫৬ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৪,১০০.০০ টাকা; ই-টেন্ডার ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ১২-০৯-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিভিশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

I, Nasima Khatun, W/o Md. Sabir Haque on 28/08/2025 by Affidavit at J.M. court Siliguri it is declared that Nasima Khatun and Nasima Begum is same and one identical person. (C/118027)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender(NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for supply of (1) Seed Cleaning cum Grading Machine (2)125 KVA DG Set and (3) supply and fabrication of Temperature Controlled Seed Storage unit. For details please visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Registrar(Actg.)

ANANDA CHANDRA TRAINING COLLEGE
(A Pioneer Govt. Sponsored Post Graduate Teachers' Training College)
RECOGNISED BY NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION & AFFILIATED TO B.S.A.E.U.
Nayabasti, Jalpaiguri, West Bengal-735101 / Phone : 03561-230244 (O), 231659 (R)
e-mail ID : actrainingcollege@gmail.com, Website : www.actrainingcollege.org

B.Ed. Admission Notification

Online Application Forms will be available from the College Website : www.actrainingcollege.org/online_admission on and from 02/09/2025 to 16/09/2025 for 2 years B.Ed. Course (Session 2025 to 2027). The filled in Application Forms must be submitted online along with mark sheets, admit card (for age proof) and other relevant documents.

Principal
A. C. Training College, Jalpaiguri

Note : For details of Online Admission Procedure please visit our website : www.actrainingcollege.org/online_admission

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০০৬/২৫-২৬, তারিখ : ২১-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫১৬৮;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ৬ মাস সময়ের জন্য ডিজেল লোকো শেড শিলিগুড়ির ৩ ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভে আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারির সিস্টেমের ব্যবস্থা। কনসাইনি : এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ৪১টি। দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ARMY PUBLIC SCHOOL, BENGDUBI
PO : BENGDUBI, DIST : DARJEELING (WB)
PHONE NO : 2480238, MOB NO : 8207070238

HEADMASTER/HEADMISTRESS OF PRIMARY WING REQUIRED ON REGULAR BASIS

Army Public School, Bengdubi invites applications from dynamic, experienced candidates having good inter personal communication & IT skills.
Eligibility Criteria :- (a) Graduation in any specialization with minimum 50% marks in each an overall aggregate. (b) B.Ed. M.Ed/ B.El.Ed/ two years diploma in elementary education. (c) Minimum 08 years of teaching experience with at least of 05years as PRT in a CBSE recognized school. (d) Age- Maximum 55 years and 57 years for ESM/teachers from the same school. (e) Qualified in CTET and OST. (f) IT/Computer literate. (g) Teachers from the same school who fulfill the minimum QR as laid down above would be preferred.
Pay & allowances :- As per School norms.
How to Apply Interested candidates may download application form available on school website **'apsbengdubi.org'** and submit the same duly completed along with passport size photograph, photocopies of all testimonials/ certificates in a sealed envelopes duly marked **"Application for the post of Headmaster/Headmistress"** by Registered Post/Speed Post / **by hand to APS Bengdubi latest by 25 Sep 2025** Incomplete applications and application received after due date will be rejected.
Selection Process :- Through Panel Interview (Only candidates shortlisted, based on qualification, experience and other criteria as may be considered by the Management. will be called for interview. Those who have applied earlier may apply afresh.
Note :- The decision of school management shall be final and binding in candidate selection.

Sd/- Principal

REQUIRED VICE PRINCIPAL FOR APS BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School located at	Upto Class	Application be forwarded to
Bengdubi Military Station PO : Bengdubi Dist : Darjeeling (WB) PIN : 734424	12th	Chairman, Army Public School, Bengdubi E-mail - apsbengdubi@gmail.com

1. Educational Qualification & Experience :
(a) Should have Masters Degree with B.Ed.
(b) Should have been a PGT in recognized school for 03 years in the last 10 years.
(c) Total teaching not less than 09 years.
(d) Should have computer literate.
2. Age : Maximum age 55 years.
3. Pay & Allowances : Negotiable, along with other perks as per CBSE/AWES guidelines.
4. Selection Process : Through Panel Interview **(Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview.**
5. Interested candidates are requested to apply on plain paper along with Bio-data affixed with photograph mentioning the year/School/ Appointment wise experience duly supported with experience certificates /testimonials, E-mail Id, mobile No and postal address by **25 Sep 2025.**
6. For further information contact School Office 0353-2480238, 8207070238, Army No through Military Exchange Extn 6375.

(No TA/DA admissible)

Sd/- Principal

অ্যাফিডেভিট

জন্ম শংসাপত্রে আমার এবং আমার কন্যার নাম ভুল থাকায় গত ২৭/০৮/২০২৫ তারিখে J.M কোর্ট 1st Class, মেখলিগঞ্জ হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ekramul Hoque Sarkar এবং Ekramul Haque Sarkar কন্যা Rokeya Pervin Sarkar এবং Rokeya Parvin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117459)

•

ভোটার I.D. কার্ড নং WB/01/005/159057 আমার নাম ভুল থাকায় গত 26.10.2021, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ganesh Ray এবং Ganesh Basuniya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আরাতগুড়ি, চন্দনচোড়া, পুণ্ডিবাড়ি কোচবিহার। (C/117176)

E-NIT Notice

The Chairman, Mal Municipality invited e-tender within Mal Municipality.
MM/C/PWD/01/2025-26
TENDER ID : 2025_MAD_895874_1
1.Last date of bidding(On line) dated: 19/9/2025 at 18.00 hrs. 2. Date of opening (On line) dated: 22/9/2025 at 11.00 hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
(Utpal Bhadury)
Chairman
Mal Municipality

ভর্তি

Diploma in Pharmacy(D. Pharma): 3rd batch admission going on (2025-27): Alipurduar Ashutosh College of Pharmacy & Allied Health Care Research: Vill: Khatopara, PO: Bindipara(Salsalabari), Dist: Alipurduar, Pin: 736208, West Bengal: Website: www.alipurduarashutoshcollegeofpharmacy.net, Email: aapharmacollege@gmail.com, Phone: 9563370702/9832564077 1/7477873788. (C/117071)

অ্যাফিডেভিট

বাবার মৃত্যু সার্টিফিকেট রেজিস্টশন নং D-2020 : 19-00 381-000036 এবং রেজিস্টার্ড ডিড নং 1-3799-এ বাবার নাম ভুল থাকায় গত 26.8.25, সদর, কোচবিহার J.M 1st court-এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Baktar Miah এবং Babu Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। বাবার প্রকৃত, পুরো এবং শুভ নাম Babu Miah-র পরিবর্তে Baktar Miah নামে প্রতিষ্ঠিত হলো। হাড়িভাঙ্গা, কোতোয়ালি, কোচবিহার, W.B (India) -আফজাল হোসেন। (C/117175)

•

আমার ভোটার আই কার্ড নং WB/01/008/042104 এবং জমির খতিয়ান নং 2531, মৌজা- খাপাইডাঙ্গা, জেলা- কোচবিহার, আমার নাম ভুল থাকায় গত 27-8-25 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Chhamchul Haque এবং Chhamchul Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খাপাইডাঙ্গা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117177)

ডাল্টন পাওয়ার হাউসে ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৪-২০২৪-২৫-আরটি তারিখ: ২২-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলে-ডাল্টন পাওয়ার হাউসে ২ টি ২.৫ এমভিএ ট্রান্সফর্মারের প্রতিস্থাপন এবং বিজি-III খণ্ডে এলটিএইচটি ওএইচ ও উপ স্টেশনের পুনঃ শক্তিশালীকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,০৯,১৬,৪৫৭.৮২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৪,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৫-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

সেবক রোড-এ নাইট-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, বয়স : ২৫-৫০, বেতন- 10,500/-. M- 9933119446. (C/118023)

অ্যাফিডেভিট

আমি Mostak Hossain, আমার পিতা Faijul Rahaman. আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স WB 6120160033094 এ আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 27.08.2025 তারিখ নোটারি পাবলিক গঙ্গারামপুর সাব ডিভিশনাল কোর্ট অ্যাট বুনিয়াদপুর, অ্যাফিডেভিট দ্বারা Faijul Rahaman ও Faijul Rahamqan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি ঘোষণা করছি। (C/118020)

•

I, Krishna Debgupta Mitra W/o Ajay Debgupta, Anandanagar Maynaguri, Jalpaiguri on last 26.8.25, in the court of Executive Magistrate, Jalpaiguri by Affidavit (No 17574) Krishna Debgupta Mitra and Krishna Debgupta one and same identical person. (S/C)

আজ ও কাল
ফালাকাটা
৩১/০১ আলিপুরদুয়ার
২,৯ মালবাজার
৩-৫ জলপাইগুড়ি
গ্রহের দোষ কাটিন
৩৫০ বছরের বংশ পরম্পরায় জ্যোতিষী ও পণ্ডিতদের
শ্রীদেবাচার্য্য
যোঃ 9434317391/9163667741

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Param Sundari
(Hindi)
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 12:30 & 6:30 P.M.
ধূমকেতু
Time : 3.30 P.M., A.C./Dolby Digital

Now Showing at
BISWADEEP
Param Sundari
*ing : Sidharth Malhotra, Janhvi Kapoor
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M.

আজ টিভিতে

জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বকুল প্রিয়া, দুপুর ১.০০ ছোট বউ, বিকেল ৪.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.১৫ শিবা
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ডিজে (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.৩০ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড, বিকেল ৪.১৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ জানেমন, রাত ১০.১৫ রক্তবন্ধন
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আজকের সন্তান, বেলা ১১.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ২.০০ সুখ দুঃখের সংসার, রাত ১১.০০ থাই কারি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দীপ জ্বেলে যাই
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মহান
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মশাল
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ দিল হ্যায় তুমহারা, বিকেল ৩.০০ কি, ৫.০০ স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার-টু, রাত ৮.০০ গজনা, ১০.৩০ অ্যাঞ্জেল
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ কৃশ-থ্রি, বিকেল ৩.৪৪ ভালাত্তি, ৫.৩৬ দবং, রাত ৮.০০ এস-থ্রি, ১০.৩৬ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৪ হাফ গার্লফ্রেন্ড, দুপুর ১.৫৪ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৪.৪১ ঘুমর, সন্ধে ৬.৫৯ জওয়ানি জানেমন, রাত ৯.০০ নাম শবানা, ১১.৩৩ দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার
জি ক্লাসিক : দুপুর ১২.৪৫ খোল দে মেরি জুবান, বিকেল ৩.৪১ কালা ধন্দা গোরে লোগ, সন্ধে ৭.০০ মেহবুবা, রাত ৯.৫৭ কয়ামত

সাদা তিলের কোফতাকারি তৈরি শেখাবেন রুমা দাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে বড়কর্তার সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে সম্পত্তি প্রাপ্তির যোগ। উচ্চশিক্ষায় বাবার হস্তক্ষেপে আর্থিক বাধা কাটবে। মিথুন : গোপন কোনও কথা প্রকাশ্যে আসায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। অনাবশ্যক ব্যয় এড়িয়ে সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা নতুন চাকরির সন্ধান পেতে পারেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। সিংহ : জমি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে পারলে লাভবান হবেন। কন্যা : পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। অচেনা কোনও ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় যাবেন না। তুলা : কল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সমাজে প্রশংসিত হবেন। পরিবারে কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে খরচ বাড়বে। বৃশ্চিক : মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন। মশালাদার খাবারে পেটে সংক্রমণ হতে পারে। ধনু : কর্মক্ষেত্রে কঠিন পরিশ্রমের পুরস্কার পাবেন। ঈশ্বরের আরাধনায় মানসিক চঞ্চলতা দূর হবে। মকর : ভাইবোনেদের সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি। অপ্রত্যাশিত কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। কুম্ভ : অপরিচিত কোনও ব্যক্তির আর্থিক প্রলোভনে পড়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। মীন : ব্যবসায়ীরা শুল্ক সংক্রান্ত ঝামেলায় পড়তে পারেন। স্বনিযুক্ত প্রকল্পের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৭ ভাদ্র, ২৯ অগাস্ট ২০২৫, ১২ ভাদ, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২১, অঃ ৫।৫৭। শুক্রবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৬।৬। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১০।৫৫। ব্রহ্মযোগ দিবা ২।৪০। তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৬।৬ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৫৫ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ১০।৫৫ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, সন্ধ্যা ৬।৬ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩৯ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৪৮ গতে ১০।১৩ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১০।৫৫ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা নববস্ত্রপরিধান ধান্যবৃদ্ধিদান পুণ্যাহ, দিবা ৮।৩০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নামকরণ নিষ্ক্রমণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্ম্মাণ ও চালন, দিবা ১১।৩৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয়। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। জাতীয় ক্রিড়া দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৫।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ক্লাস বন্ধ করে শিবির। বৃহস্পতিবার কালপানি নতুন প্রাথমিক স্কুলে।

স্কুলে শিবির বসায় হল না ক্লাস, ক্ষোভ

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান শিবিরের জন্য ক্লাস বন্ধ রাখা হল স্কুলে। পড়াশোনার পাশাপাশি পড়ুয়ারা বঞ্চিত থাকল মিড-ডে মিল থেকেও। বৃহস্পতিবার কালপানি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। তাঁদের বক্তব্য, শিবির অন্য কোথাও করা যেতে পারত, কিন্তু স্কুলের এভাবে পড়াশোনা বন্ধ রেখে এই কর্মসূচির কোনও যৌক্তিকতা নেই। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক জানিয়েছেন, স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের সর্বত্রই চলছে প্রশাসনিক এই শিবির। এদিন কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালপানিতে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। কালপানি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একমাত্র ভবনে বসেছিল 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবির। উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে সকাল থেকে বিভিন্ন সমস্যা নথিভুক্ত করতে হাজির হন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, দু'দিন আগে প্রশাসনের তরফে মৌখিকভাবে শিবিরের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল এদিনের জন্য। সেই অনুযায়ী পড়ুয়াদের এদিন ক্লাস হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই পড়ুয়ারা আসেনি। তবে সরকারিভাবে ঘোষিত ছুটি না থাকায় শিক্ষকরা এসেছিলেন। পড়ুয়ারা না আসায় তাঁরা ফিরে যান।

প্রশাসনের তরফে অবশ্য স্কুলে এদিন পঠনপাঠন বন্ধ রাখার জন্য লিখিত অনুমতি চাওয়া হয়নি। সেকথা জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক রঞ্জিতকুমার দাস। তাহলে কীসের ভিত্তিতে স্কুল বন্ধ থাকল? তাঁর জবাব, 'ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা স্কুলে এসে মৌখিকভাবে স্কুল ব্যবহারের অনুমতি চান, সেই মোতাবেক বন্ধ রেখেছি।' এভাবে বন্ধ রাখা যায়? সদুত্তর মেলেনি।

আর স্কুলে পঠনপাঠন বন্ধ রাখার বিষয়টি ভালোভাবে নেননি স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিভাবক সহিদুল আলির বক্তব্য, 'শিবির করার জন্য অনেক জায়গা ছিল। মাঠেও প্যান্ডেল করা যেত। এভাবে স্কুলে পড়াশোনা বন্ধ রাখা মানা যায় না।' একই বক্তব্য অন্য অভিভাবকদেরও। সরব হয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান যোগেশ বর্মনের মন্তব্য, 'এটা প্রশাসনিক ব্যাপার। তবে অন্য জায়গায় শিবিরের আয়োজন করলে ভালো হত।'

এনিয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) যুগল বালার বক্তব্য, 'স্কুল ও শিবির দুটোই একসঙ্গে চলার কথা। কেন পঠনপাঠন বন্ধ থাকল খোঁজ নিয়ে দেখব। স্কুলের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বৃহস্পতিবার কোচবিহার-২ ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, 'বিদ্যালয় বন্ধ রাখার কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বিদ্যালয় কেন বন্ধ থাকল সেটা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। তবে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হবে।'

প্রশ্ন উঠছে

- প্রধান শিক্ষক জানান, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা স্কুলে এসে মৌখিকভাবে স্কুল ব্যবহারের অনুমতি চান
- তাই এদিন পঠনপাঠন বন্ধ রাখা হয়
- এভাবে বন্ধ রাখা যায়? সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি
- স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক

জাপানের ফেস্টিভালে 'বিজয়ার পরে'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : শিলিগুড়ির ছেলে অভিজিৎ শ্রীদাস পরিচালিত 'বিজয়ার পরে' ছবিটি জায়গা করে নিল জাপানের ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভালে। মঙ্গল ও বুধবার দুইদিন ছবিটি আকিরা কুরোসাওয়ার দেশে প্রদর্শিত হবে। শুক্রবারই জাপানের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছেন অভিজিৎ। ছবির প্রযোজক সুজিত রাহাও শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা। ২০২৪ সালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি মুক্তি পায়। মমতাশংকর, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, মীর আফসার আলির মতো বাংলা সিনেমার বিশিষ্ট অভিনেতারা ছবিটিতে অভিনয় করেন। অভিজিতের কথায়, 'প্রথম ভারতীয় বাংলা ছবি হিসাবে বিজয়ার পরে ওসাকা ফিল্ম ফেস্টিভালে নির্বাচিত হল। সবার পরিশ্রমের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। খুবই ভালো লাগছে।'

'বিজয়ার পরে' ছবিটি ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভালে পুরস্কৃত হয়েছে। ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং ২২তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকের পছন্দের বিচারে সেরা ছবির পুরস্কার অর্জন করার পাশাপাশি ২০তম থার্ড আই এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল ও তেলেঙ্গানা-বাংলা চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পুরস্কৃত হয়েছে। ছবিটি বৃদ্ধ দম্পতির একাকিত্বের যন্ত্রণার গল্প বলে। এটাই অভিজিৎ পরিচালিত প্রথম ছবি।

চলতি বছর ২৯ অগাস্ট থেকে ওসাকা এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু হচ্ছে। চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ওই ফিল্ম ফেস্টিভালে 'বিজয়ার পরে' ছবিটি একদিকে যেমন দেখানো হবে, সেরকমই পরিচালক অভিজিৎ ও প্রযোজক সুজিত ছবিটি নির্মাণের নানা অভিজ্ঞতাও তুলে ধরবেন। যাকে সিনেপ্রেমীরা বলে থাকেন 'বিহাইন্ড দ্য সিনস'। অর্থাৎ, ছবি তৈরির গল্প।

অভিজিতের আশা, ছবিটি প্রদর্শিত হলে জাপান ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের এক নয়া অধ্যায় রচিত হবে।

কাংড়াতলি মোড়ে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের। -সংবাদচিত্র

স্কুলে সাপের আতঙ্ক, অবরোধ পড়ুয়াদের

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : প্রায় দেড় মাস ধরে সাপের উপদ্রবে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ৯৪ ফুলকাডাবরি এপি সরকারি প্রাথমিক স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা অতিষ্ঠ। ক্লাস চলাকালীন সেখানে সাপ ঢুকে পড়ছে বলে অভিযোগ। শুধু ক্লাসরুম নয়, অফিস রুম থেকে মিড-ডে মিলের রান্নাঘরেও হঠাৎ হঠাৎ সাপ দেখা যাচ্ছে। আতঙ্কে বহুদিন ধরে খোলা আকাশের নীচেই ক্লাস চলছে। শিক্ষকরা নিজেদের উদ্যোগে চারপাশের জঙ্গল পরিষ্কার ও কার্বলিক অ্যাসিড ছিটিয়েও সমস্যার সমাধান করতে পারেননি। ফলে পড়াশোনার পরিবেশ একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তার কারণে বহু অভিভাবক সন্তানদের স্কুলে পাঠাতেও ভয় পাচ্ছেন।

পড়ুয়া সুব্রত বর্মন বলল, 'দেড় মাস ধরে বাইরে ক্লাস করছি। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক। আমরা ক্লাসরুমের ভিতরেই পড়তে চাই।' ছাত্রী দেবাঙ্গনা সরকার বলে, 'এইভাবে স্কুলে আসতে খুব ভয় হয়। বাড়ি থেকেও বারণ করছে। তবুও ঝুঁকি নিয়ে স্কুলে আসি।' ক্ষোভ প্রকাশ করে খুদে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবকরা বৃহস্পতিবার সকালে ধাপড়াহাট-মেখলিগঞ্জ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন। ঘণ্টা দুয়েকের এই অবরোধের জেরে রাস্তাটিতে যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায়ের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিভাবক ও পড়ুয়াদের আশ্বস্ত করলে অবরোধ ওঠে।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিঠুনদেব দাস বলেন, 'আমরা নিজেদের চেষ্টায় সাপ তাড়ানোর চেষ্টা করেছি। সমস্যা মেটেনি। একটি ভাঙা ঘর রয়েছে, সম্ভবত সেখানেই সাপের আস্তানা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।' মেখলিগঞ্জ অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (দক্ষিণ চক্র) বরুণ বিশ্বাস বললেন, 'বিষয়টি ডিআই ও ডিপিএসসি অফিসে জানানো হয়েছে। বন দপ্তরকেও অবহিত করা হয়েছে। আজকেই আবার লিখিতভাবে জানিয়েছি। বন দপ্তরের কর্মীরা আগে এসেও সাপ দেখেছেন, তবে স্থায়ী সমাধান হয়নি।'

ভস্মীভূত চায়ের দোকান।

সিলিন্ডার ফেটে দোকান ছাই

হলদিবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দাউদাউ করে জ্বলে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি চায়ের দোকান। উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেঁতুলতলার ঘটনা। বুধবার মাঝরাতে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। উৎসস্থলের খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন, বৃষ্টির মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলছে হলদিবাড়ি-জলপাইগুড়ি রাজ্য সড়কের পাশে থাকা একটি চায়ের দোকান। স্থানীয়রাই জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। পুরো দোকানটি পুড়ে যায়।

রাতের অন্ধকারে বন্ধ দোকানে আগুন লাগার কারণ নিয়ে সন্দিহান দোকানের মালিক বিকাশ সরকার। গ্যাস সিলিন্ডারে কী করে আগুন পৌঁছাল, বুঝতে পারছেন না তিনি। এদিকে, উপার্জনের একমাত্র অবলম্বন ভস্মীভূত হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে তাঁর।

দুই কৃতী

কালচিনি, ২৮ অগাস্ট : চলতি বছরের সর্বভারতীয় নিটে উত্তীর্ণ হয়েছেন কালচিনি ব্লকের চুয়াপাড়া চা বাগানের প্রতিবেশী দুই কৃতী পড়ুয়া অরূপ ওরাওঁ ও গুড্ডি ওরাওঁ। তাঁরা নাগরাকাটার দুটি পৃথক স্কুলের পড়ুয়া ছিলেন। দুজনেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সন্তান। তাঁদের এমন কৃতিত্বের জন্য বুধবার রাতে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা, আদিবাসী ছাত্র সংগঠন আবাসা'র রাজ্য সংযোজক হরিহর নাগবংশী প্রমুখ। ওই দুই কৃতী পড়ুয়া চিকিৎসক হয়ে চা বাগানে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে চান।

জ্বর নিয়ে মেডিকেলে মৃত্যু

লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস এ-র উপসর্গ ছিল

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : লেপ্টোস্পাইরোসিস ও হেপাটাইটিস এ-র উপসর্গ ও জ্বর নিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি গিরানগছের এক কিশোরের মৃত্যু হল বৃহস্পতিবার। হাসপাতাল এবং পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আবদুল রেজ্জাক আলি (১৭) নামে ওই কিশোরের সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ মৃত্যু হয়। সে সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে লেপ্টোস্পাইরোসিস এবং হেপাটাইটিস এ-তে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে আবদুলের। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তর দাবি করেছে, আবদুলের লেপ্টোস্পাইরোসিসের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তবে হেপাটাইটিস এ রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল কি না, তা বলতে পারেননি জলপাইগুড়ির স্বাস্থ্যকর্তারা।

প্রায় এক মাস আগে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে সন্ন্যাসীকাটার চেকরমারি গ্রামের শ্যামলী দাস নামে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। গত ১৫ দিন ধরে রাজগঞ্জের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ১৫টি গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আবদুল রেজ্জাক আলির বাড়িতে গিয়ে দেখা যায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রামের মানুষ। সবার মুখে একটাই কথা, কী যে রোগ এল গ্রামে, তরতাজা একটি কিশোরের প্রাণ কেড়ে নিল। আবদুলের বাবা আজগর আলি বলেন, 'সোমবার ছেলের জ্বর আসে। কালীতলা স্বাস্থ্য শিবিরে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাই। ওখান থেকে ওষুধ দেয়। সেই ওষুধ খাওয়ার পরেও জ্বর না কমায় মঙ্গলবার রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করি। সেখান থেকে মঙ্গলবার রেফার করে দেওয়া হয় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। বুধবার সেখানে বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করে রিপোর্ট ডাক্তারবাবুদের এনে দিই। এরপর সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ দেখতে পাই আমার ছেলের পেট ফুলে গেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আজকে সকালে আমার ছেলে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। আমি আর বাঁচতে চাই না।'

কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনরা।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন আবদুলের কাকা আবু বক্কর সিদ্দিকী। তিনি বলেন, 'রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে রেফার করার পর মঙ্গলবার তিনটে নাগাদ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আমার ভাইপোকে ভর্তি করি। পরের দিন বুধবার সেখান থেকে পিঠের এবং বুকের কিছু টেস্ট করতে দেন ডাক্তারবাবুরা। এরপর ওই টেস্টগুলি করিয়ে আমরা যখন ডাক্তারবাবুদের দেখাতে যাই তখন আমাদের জানানো হয়, আমাদের টেস্টের রিপোর্ট ভুল। প্লেটগুলো ভুল দেওয়া হয়েছে। আমরা টেস্ট করেছি বুকের এবং পিঠের। কিন্তু আমাদের প্লেট দেওয়া হয়েছে পায়ের।' তিনি দাবি করেন, 'আমার ভাইপোর লেপ্টোস্পাইরোসিস রিপোর্ট পজিটিভ ছিল। জন্ডিসও হয়েছিল ভাইপোর।'

জলপাইগুড়ির ডেপুটি সিএমএইচ-১ ত্রিদিব দাস বলেন, 'ওই রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে লেপ্টোস্পাইরোসিস পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। আমি যতদূর জানি ওই ছেলেটির হেপাটাইটিস এ পরীক্ষা করা হয়নি।' মেডিকেল কলেজ থেকে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যে রিপোর্ট এসেছে তা কিন্তু আলাদা। তিনি বলেন, 'রিপোর্টে বলা হয়েছে, অ্যাকিউট ইনটেস্টাইনাল অবস্ট্রাকশন (অন্ত্রের তীব্র বাধা)-র জন্যই রোগীর মৃত্যু হয়েছে।'

আবদুল রেজ্জাক আলির বাবা

জলপাইগুড়ি

আজগর আলি তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি। তাঁর ছেলের মৃত্যুর খবর শোনার পর সেখানে যান সন্ন্যাসীকাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রৌশন হাবিব এবং প্রধান রুবা খানম। আসেন সন্ন্যাসীকাটা হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। রৌশন হাবিব বলেন, এই মৃত্যু মর্মান্তিক। সামনেই উচ্চমাধ্যমিকের সিমেস্টারের পরীক্ষা রয়েছে। কীভাবে পরিবারকে সান্ত্বনা দেব তার ভাষা নেই।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারও সন্ন্যাসীকাটার বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরে ৪৫০ জন মানুষ জ্বর নিয়ে আসেন। তাঁদের স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৩৮ জনের সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেদিনও চেকরমারি গ্রাম থেকে তিনজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী কিশোরী

শীতলকুচি, ২৮ অগাস্ট : শীতলকুচি ব্লকের পেটলা নেপড়া গ্রামে বৃহস্পতিবার এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম মন্দিরা বর্মন (১৪)। পরিবারের দাবি, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে মন্দিরা আত্মহত্যা করেছে। মন্দিরার ঘর থেকে পুলিশ এদিন একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে। শীতলকুচি থানার পুলিশ জানিয়েছে, দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতার পরিবার পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করেনি।

মন্দিরা দশম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। এদিন ঘর থেকে তার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতদেহের সঙ্গে উদ্ধার হওয়া সুইসাইড নোটে মন্দিরা তার প্রেমিকের নাম উল্লেখ করলেও, ঠিকানা লেখেনি। ওই সুইসাইড নোটে মৃতা তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে তার প্রেমিককে দায়ী করেছে। সুইসাইড নোটে তাদের দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক থাকলেও, মেয়েটির বাড়ির আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় ছেলেটি সম্পর্ক ভেঙে দেয়। যদিও মেয়ের প্রেমের সম্পর্কের কিছুই জানতেন না বলে পরিবারের দাবি। মৃতার বাবা বলেন, 'অন্যের কৃষিজমিতে শ্রমিকের কাজ করি। এদিন কাজে যাবার সময় মেয়েকে আনমনা লাগছিল। ২ ঘণ্টা মাঠে কাজ করে বাড়ি ফিরে দেখি মেয়ের ঝুলন্ত দেহ। মেয়ে কেন এমন করল কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কী দাবি

- সুইসাইড নোটে মৃতা তার মৃত্যুর কারণ হিসেবে তার প্রেমিককে দায়ী করেছে
- মেয়েটির বাড়ির আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণে ছেলেটি সম্পর্ক ভেঙে দেয়

পেটলা নেপরা গ্রামে মৃতার বাড়ির সামনে স্থানীয়দের জটলা।

বিড়ি শ্রমিকদের স্মারকলিপি

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : ১৫ দিন আগে বিড়ি শ্রমিকদের পুজোর বোনাস, পরিচয়পত্র, ঘর তৈরির টাকা, পেনশন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে কোচবিহার জেলা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন বৃহস্পতিবার আন্দোলন করে। জেলা শ্রম দপ্তর, জেলা ওয়েলফেয়ার অফিসের মোবাইল মেডিকেল ইউনিট ও বিড়ি মালিক সমিতির অফিসে তারা দাবিপত্র জমা করে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, গত কয়েকদিন থেকেই এই সব দাবি তোলা হচ্ছে। দাবিগুলি না মেটালে ভবিষ্যতে বড় আন্দলনে নামবে তাঁরা।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গৌরাঙ্গ আদিত্য বলেন, 'অবিলম্বে আমাদের দাবিপূরণ না হলে আমরা বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে গোটা জেলা অবরোধের ডাক দেব।'

৫ দোকানে চুরি

শীতলকুচি, ২৮ অগাস্ট : শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফক্করেরহাট বাজারে পাঁচটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাতে চুরির ঘটনাগুলি ঘটলেও তা বৃহস্পতিবার সকলের নজরে আসে। কয়েক মাস আগেও এই বাজারে চুরি হয়েছিল। ব্যবসায়ী রতন পাল বলেন, 'বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে যাই। সকালে জানতে পারি দোকানে চুরি হয়েছে। ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে। থানায় অভিযোগ জানাব। পুলিশ দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করুক।'

যে বাজারগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, দুষ্কৃতীরা সেগুলিকেই টার্গেট করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মাশানকুড়া বাজার কমিটির সেক্রেটারি তথা ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান পরীক্ষিত বর্মন বলেন, 'এলাকায় চুরির প্রবণতা বাড়ছে। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা নিক।'

জীবিকার টানে।। কোচবিহার সাত মাইল সড়কে বৃহস্পতিবার অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : হলদিবাড়ির যুগ্ম বিডিওর হস্তক্ষেপে এবার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ বেহাল পাকা রাস্তা সংস্কার হবে, এমন আশায় রয়েছেন হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। হুদুমডাঙ্গা বিওপি থেকে নিমাই মোড় পর্যন্ত মাত্র ৫০০ মিটার রাস্তাটি দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে বেহাল। এর দুই প্রান্তে ঝাঁ চকচকে সংযোগকারী পাকা রাস্তা থাকলেও মাত্র ৫০০ মিটার রাস্তা তাঁদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন টোটোচালকরা। তাই মাঝেমধ্যেই এলাকার টোটোচালকদের নেতৃত্বে ওই রাস্তা সংস্কারে আন্দোলন গড়ে তোলা হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও রাস্তাটি অবরোধ করা হয়। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন হলদিবাড়ি যুগ্ম বিডিও আলোকরঞ্জন বসাক। তিনি আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করার পরামর্শ দেন। এরপর বিক্ষোভকারীরা পথ অবরোধ তুলে নেন।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট রাস্তাটি সিপিডব্লিউডির অধীন, এই অজুহাতে সংস্কারে গরজ দেখায় না প্রশাসন। অথচ ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ হলদিবাড়ি শহরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ওই রাস্তার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এদিন বিক্ষোভে শামিল টোটোচালক মোস্তাকিন সরকার, আবদুল হামিদ প্রামাণিকদের অভিযোগ, রাস্তার বিভিন্ন অংশ থেকে পিচের আস্তরণ উঠে গিয়েছে। এতে শুখা মরশুমে ধুলোবালি ওড়ে। বর্ষাকালে টোটো নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। টোটোর যন্ত্রপাতি নষ্ট হচ্ছে। প্রায়শ যাত্রী সহ টোটো উলটে যাচ্ছে। এলাকার টোটো ইউনিয়নের তরফে সিদুর রায়ের বক্তব্য, 'আমরা বেশ কয়েকবার বিডিওর কাছে আবেদন জানিয়েছি। কাজ না হওয়ায় এর আগে জানুয়ারি মাসে অবরোধ করা হয়েছে। সেবার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তারপর পথটি পরিদর্শন করে সংস্কারের আশ্বাস দেন হলদিবাড়ির বিডিও রেনজি লামু শেরপা। তাতেও কাজ না হওয়ায় এদিন পুনরায় অবরোধ করা হয়।'

কাদামাটিকে রূপ দিয়েই জীবন চলে বৃদ্ধ দম্পতির

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৮ অগাস্ট : বয়স একটা সংখ্যা মাত্র! প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও একথা শুনতে পাওয়া যায়। এবার নয়ারহাটে এমন এক বৃদ্ধ দম্পতির খোঁজ পাওয়া গেল যাঁরা এই প্রবাদবাক্যের সত্যতাকেই প্রতিষ্ঠা করলেন বলা যায়। ৭০ বছর বয়সি টুংকু বর্মন ও ৬০ বছরের সুনীতি বর্মন নিঃসন্তান। সে কারণে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন লড়াই করছেন এই মৃৎশিল্পী দম্পতি। দলা পাকানো কাদামাটিকে বিভিন্ন দেবদেবী রূপে ফুটিয়ে তুলেই সংসার চলে বৃদ্ধ দম্পতির। নয়ারহাট বাজারে একটি ঘরে বছরভর প্রতিমা তৈরি করেন তাঁরা। তবে তাঁদের জীবনে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম। বৃহস্পতিবার তাঁদের প্রতিমা তৈরির কারখানায় গিয়ে দেখা গেল দুজনেই ব্যস্ত রয়েছেন বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরিতে। প্রবল ব্যস্ততার মাঝেই টুংকু বললেন, 'বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে ২৫টি মূর্তি তৈরি করেছি। সবক'টিই বিক্রি হয়ে যাবে। হাতে কিছু টাকা আসবে। সেই টাকায় পুজোর দিনগুলিতে দুজনের ভালোই কাটবে।'

ওই দম্পতি জানালেন, প্রতিমাসে হাজার টাকা করে বার্ধক্য ভাতা পান। তবে সেই টাকায় সংসার চলে না। সেই কারণেই বছরভর বিভিন্ন ছোট মূর্তি তৈরি করেন তাঁরা। টুংকু ছোট থেকেই মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সুনীতি অবশ্য বিয়ের পর থেকে স্বামীকে মূর্তি গড়ার কাজে সহযোগিতা করতে শুরু করেন। তবে বর্তমানে তিনি স্বামীর বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠেছেন। সকাল থেকেই দুজনে কাজে লেগে পড়েন।

টুংকু জানালেন, বছরের বিভিন্ন সময়ে পুজো উপলক্ষ্যে মনসা, হরি, রাধাকৃষ্ণ সহ নানান দেবদেবীর মূর্তি তৈরির বরাত পান। বিশ্বকর্মা ও কালী প্রতিমা তৈরিরও বরাত পান। তবে অনেক বছর হল দুর্গা প্রতিমা তৈরির বরাত নেন না। বয়সের কারণে বড় প্রতিমা তৈরির ঝক্কি নিতে পারেন না আর।

জীবনভর মাটির মূর্তি গড়েও আর্থিক সচ্ছলতা ফেরেনি এই দম্পতির। টুংকুর কথায়, 'এখন আর আগের মতো শরীর সায় দেয় না। তবু পেটের টান তো! কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে।' তবে এই কাজ করতে তাঁদের মানসিকভাবে যে কোনও সমস্যা হয় না সে কথাও জানালেন মৃৎশিল্পী দম্পতি। বিশ্বকর্মার মূর্তিতে মাটি লেপতে লেপতেই টুংকু বলে উঠলেন, 'ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করছি। ঠাকুরও আমাদের সহায় হয়েছে। এই কাজ করে দুজনে খেয়েপরে বেঁচে তো রয়েছি।' এলাকার বাসিন্দারাও জানালেন, বৃদ্ধ দম্পতির তৈরি মূর্তি যেমন এলাকায় সর্বজনবিদিত, ঠিক তেমনই তাঁদের জীবন কাহিনীও অনেককে অনুপ্রাণিত করে।

মূর্তি তৈরিতে মগ্ন বৃদ্ধ দম্পতি। নয়ারহাটে।

> বিশ্বকর্মাপুজো উপলক্ষ্যে ২৫টি মূর্তি তৈরি করেছি। সবক'টিই বিক্রি হয়ে যাবে। হাতে কিছু টাকা আসবে। সেই টাকায় পুজোর দিনগুলিতে দুজনের ভালোই কাটবে।
>
> **টুংকু বর্মন** মৃৎশিল্পী

টুকরো খবর

কমিটি গঠন

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার নতুন প্রফেসর ইউনিট এবং ওয়েবকুপার স্যাক্ট ইউনিট গঠিত হল। প্রফেসর ইউনিটে নির্মাল্য বর্মনকে কনভেনার ও নিরঞ্জন দাসকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১০ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ওয়েবকুপার স্যাক্ট ইউনিটের তরফে নুর আলম হককে কনভেনার এবং অলক সাহাকে সাধারণ সম্পাদক করে মোট ১৬ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের ওয়েবকুপার নতুন প্রফেসর ইউনিট এবং ওয়েবকুপার স্যাক্ট ইউনিট গঠন করা হয়েছে। প্রফেসর ইউনিটে সুপম বিশ্বাসকে সভাপতি এবং উজ্জ্বল মাহাতোকে ওয়েবকুপার ইউনিট কনভেনার করা হয়েছে। এছাড়া ওয়েবকুপার স্যাক্ট ইউনিটের তরফে শুভময় দাসকে সভাপতি এবং মৃন্ময় কার্জিকে কনভেনার করে মোট ২৪ জনের ইউনিট গঠিত হয়েছে।

প্রস্তুতি সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অগাস্ট : চ্যাংরাবান্ধা বাইপাস এলাকায় বৃহস্পতিবার বারো রবিউল আউয়াল উদযাপন কমিটির তরফ থেকে নবি দিবস উদযাপন নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নবিউল ইসলাম বলেন, 'আগামী ৬ সেপ্টেম্বর আমাদের সংস্থার তরফ থেকে নবি দিবস উদযাপন হবে। সেই উপলক্ষ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা ও বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা হবে পথের দিশা ক্লাব ময়দানে।'

ধৃত ১

চৌধুরীহাট, ২৮ অগাস্ট : ফের গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গোবড়াছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবপ্রসাদ মুস্তাফি এলাকা থেকে ৫৩ কেজি ৯০ গ্রাম গাঁজা সহ ১ জনকে গ্রেপ্তার করল নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। খারিজা বানিয়াদহ এলাকার বাসিন্দা মিঠুন দাসের কাছ থেকে উদ্ধার হয় গাঁজা। এদিন দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিওর উপস্থিতিতে ওই গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল কি না, সমস্ত বিষয় দেখছে পুলিশ।

গোরু উদ্ধার

হলদিবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে পাচারের আগে একসঙ্গে ২১টি গোরু উদ্ধার করল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিস্তা নদীর ৪ নম্বর স্পার সংলগ্ন চর থেকে ওই গোরুগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

আলো ছায়া।। *সেবকে ছবিটি তুলেছেন অরিন্দম দাস।*

জেলায় ছয়শো বাড়তি বুথ

কমিটি গঠন নিয়ে সমস্যায় বিজেপি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলায় প্রায় ছয়শো বুথ বাড়তে চলেছে বিজেপির। কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা হিসাবে বর্তমানে তাঁদের মোট বুথ রয়েছে ২৫৩৭টি। নতুন হিসাবে সেই সংখ্যাটা হওয়ার কথা ৩১১৯ বলে দলীয় সূত্রে খবর। যদিও মেখলিগঞ্জ বিধানসভাকে বিজেপি সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলার মধ্যে ধরে না। সেটিকে জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে ধরা হয়। সেই হিসাবে কোচবিহার জেলায় এই মুহূর্তে বিজেপির বুথ সংখ্যা ২২৯৮। তাতেও নতুন হিসাবে বুথের সংখ্যা হবে ২৮১৯। অর্থাৎ বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৫২০টি বেশি।

এদিকে, বর্তমানে ২২৯৮টি বুথের মধ্যে বিজেপি দুই শতাধিক বুথে এখনও বুথ কমিটি গঠন করতে পারেনি। ফলে বুথসংখ্যা বাড়ার ফলে ওই সংখ্যাটা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেক্ষেত্রে বিজেপির সমস্যা বাড়তে পারে বলে প্রশ্ন উঠেছে। যদিও সমস্যা নয়, বুথসংখ্যা বাড়লে তাদের অনেক সুবিধা হবে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে। আবার এসআইআর চালু হলে বুথসংখ্যা বাড়া-কমার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিজেপি বুথ বাড়া-কমায় কোনও মাথাব্যথা নেই তৃণমূলের বলছেন দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন।

তিনি বলেন, 'আমাদের একটাই লক্ষ্য জেলায় ৯-এ ৯ করা।'

সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যেসব বুথে ১২০০ বা তার বেশি ভোটার রয়েছেন সেই সমস্ত বুথগুলিকে দুটো ভাগে ভাগ করতে হবে। সেই নিয়ম মেনে বিজেপি সাংগঠনিকভাবে যে সমস্ত বুথে ১১৭০ বা তার বেশি ভোটার রয়েছেন সেগুলোকে দুটো করে ভাগ করছে। বিজেপির যুক্তি, নির্বাচন এখনও কয়েকমাস দেরি রয়েছে। ফলে এই সময়ের মধ্যে বুথে ভোটারের সংখ্যা আরও ৩০ বাড়তে পারে। সেই হিসাব ধরেই তারা ১১৭০-কে লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, সাংগঠনিকভাবে কোচবিহার জেলায় বিজেপির বুথের সংখ্যা আগের তুলনায় প্রায় ৫২০ বেড়ে যাচ্ছে। মেখলিগঞ্জকে ধরলে সেই সংখ্যা বেড়ে হচ্ছে ৫৮২টি।

বিষয়টি নিয়ে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, 'বুথ বাড়লে সমস্যা নয়, বরং আমাদের অনেক বেশি সুবিধা হবে। এর ফলে বুথগুলিতে নতুন করে আমরা অনেক লোককে দায়িত্ব দিতে পারব। কাজে লাগাতে পারব। এছাড়া নির্বাচনের সময় বুথগুলিতে ভোটার সংখ্যা কম হওয়ায় বুথে জ্যাম কম হবে। ভোট তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে। এতে বুথের দায়িত্বে আমাদের যেসব কর্মীরা থাকবে তাদেরও সুবিধা হবে।'

কোচবিহারে নতুন অঙ্ক

- শীতলকুচি বিধানসভায় ৩১০টি থেকে বুথ বেড়ে হচ্ছে ৩৯৯টি
- সিতাইতে ৩০০-র পরিবর্তে হচ্ছে ৩৮৪টি
- দিনহাটায় ৩১৮-এর জায়গায় ৭৫টি বেড়ে ৩৯৩টি
- মাথাভাঙ্গায় ৫০টি বেড়ে হচ্ছে ৩২৬টি
- কোচবিহার উত্তরে ৭০টি বেড়ে ৩৭৭টি
- কোচবিহার দক্ষিণে ৪৭টি বেড়ে ৩০৫টি
- নাটাবাড়ি বিধানসভায় ২৭৪টি থেকে বুথ বেড়ে ৩২২টি
- তুফানগঞ্জ বিধানসভায় ২৫৫টির জায়গায় ৩১৩টি
- মেখলিগঞ্জ বিধানসভায় ২৩৯টি বুথ থেকে ৬১টি বেড়ে ৩০০টি বুথ হওয়ার কথা

গোলকিপারের লাথিতে বিপত্তি

ফুটবল মাঠে মৃত স্ট্রাইকার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ২৮ অগাস্ট : গ্রাম্য ফুটবল টুর্নামেন্টে ঘটে গেল অঘটন। গোলকিপারের পা বুকে লেগে মৃত্যু হল এক তরুণ ফুটবলারের। বৃহস্পতিবার বিকেলে এমনই ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় ইংরেজবাজারের নরহাট্টা অঞ্চলের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে। মৃতের নাম মণিরুল আলি। সে স্থানীয় বুধিয়া হাই মাদ্রাসার দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার বাড়ি ওই এলাকারই দুর্গাপুর গ্রামে।

বৃহস্পতিবার থেকে ইংরেজবাজারের বুধিয়া হাই মাদ্রাসার মাঠে শুরু হয়েছে ২৪ দলের গ্রামীণ ফুটবল টুর্নামেন্ট। মণিরুল খেলছিল দুর্গাপুর গ্রামের হয়ে। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীঘাটের সঙ্গে দুর্গাপুরের খেলা ছিল। এই গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষক কাজি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, 'খেলা চলাকালীন মণিরুল গোল করতে যায়। সেই সময় বিপক্ষ দলের গোলকিপারের পা লেগে যায় মণিরুলের বুকে। মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে সে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। মাঝপথেই মারা যায় মণিরুল।'

গ্রামের অপর বাসিন্দা সাকিরুল ইসলাম বলেন, 'আজ থেকে আমাদের গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। ২৪ দলের খেলা ছিল। আগামী রবিবার ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথে এমন অঘটন যে ঘটে যাবে তা কল্পনাতীত।' ছেলের মৃত্যুর ঘটনা শুনতে পেয়ে বাবা হাসান আলি নিজেকে ঠিক রাখতে পারছেন না। তিনি পেশায় সাধারণ দিনমজুর। তাঁর কথায়, 'ছেলে ফুটবল খেলতে ভালোবাসত, তাই কোনওদিন বাধা দিইনি। কিন্তু ছেলেকে যে এভাবে অকালে হারাতে হবে, তা ভাবতে পারছি না।'

বিভিন্ন সময় উৎসব মরশুমে মালদার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় এমন ধরনের ফুটবল কিংবা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হয়। ঠিক সেই ধরনেরই প্রতিযোগিতা বসেছিল বুধিয়ায়। কিন্তু এগুলির ক্ষেত্রে জেলা ক্রীড়া সংস্থার কোনও অনুমতি থাকে না। এ প্রসঙ্গে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর মন্তব্য, 'বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে এটা ইচ্ছাকৃত নয়, দুর্ঘটনা। অনেক সময় দেখা যায় কারও

নরহাট্টা অঞ্চল

পা ভেঙে যায়, কারও বা হাত ভেঙে যায়। দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের আরও সচেতন হওয়া উচিত। খেলার সময় মাঠে মেডিকেল টিম রাখা এবং জেলা ক্রীড়া সংস্থাকে এই ধরনের টুর্নামেন্টের ব্যাপারে জানানো জরুরি।'

মালদা ডিএসএ-র প্রাক্তন সম্পাদক শুভাশিস সরকারের মন্তব্য, 'এখন আইন হয়ে গিয়েছে, কোনও টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুল্যান্স মাঠে থাকতে হবে। ওই মাঠ থেকে মালদা মেডিকেল কলেজের দূরত্ব খুব একটা নয়। ছেলেটি যদি সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা পেত বা তাকে মেডিকেলে নিয়ে আসা যেত তাহলে প্রাণে বেঁচে যেত। আশা করব, উদ্যোক্তারা খেলোয়াড়দের সুরক্ষার কথা ভাববেন।' ইংরেজবাজার থানার এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কোচবিহারের ভারতে অন্তর্ভুক্তি দিবস

কোচবিহার ব্যুরো

২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সকালে নিশিগঞ্জ পান্থনিবাসের সামনে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি চুক্তি দিবস পালিত হল। ২৮ অগাস্ট ১৯৪৯ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুরের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি 'কোচবিহার রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তি' নামে পরিচিত। চুক্তি মোতাবেক ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে কোচবিহার রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এদিন নিশিগঞ্জে জিসিপিএ-র পতাকা উত্তোলনের পর দিনটির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন স্থানীয় গ্রেটার নেতৃত্ব। এদিকে, বৃহস্পতিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের বংশীবদন বর্মনের সমর্থিত নেতা ও কর্মীদের উদ্যোগে ঐতিহাসিক ২৮ অগাস্ট ভারতভুক্তি চুক্তি দিবস পালিত হয়। এদিন পতাকা উত্তোলন করে দিনটি পালিত হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জিসিপিএ-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নারায়ণ বর্মন, অঞ্চল সম্পাদক যামিনী বর্মন, সভাপতি বালিয়া দেবসিংহ প্রমুখ। এদিকে, সিতাই ব্লক গ্রেটার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের (বংশীবদন পন্থী) আয়োজনে বৃহস্পতিবার ঐতিহাসিক চুক্তি দিবস পালন করা হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

গোপালপুর, ২৮ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাসপাতালহাট এলাকায় বৃহস্পতিবার এক পড়ুয়া বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। গায়ত্রী বর্মন নামে নবম শ্রেণির পড়ুয়া এদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ফ্যানের সুইচ অন করার সময় ঘটনাটি ঘটে। বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে সে চিকিৎসাধীন।

৩ কিমি রাস্তা গর্তে ভরা

গোপালপুর, ২৮ অগাস্ট : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট কেশরীবাড়ি এলাকার কৈমারি প্রাথমিক স্কুল থেকে ঢোড়ারবাসা পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশায় বিপর্যস্ত এলাকাবাসী। রাস্তার মাঝখানে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত। একটু বৃষ্টিতেই জমছে জল। গ্রামবাসীরা জানান এই সমস্যা অনেকদিনের। জনপ্রতিনিধিরা আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। অনেকদিন ধরে স্থানীয়রা পাকা রাস্তার দাবি করে আসছেন। কিন্তু সেই কাজ না হওয়ায় এলাকার মানুষের মনে ক্ষোভ জন্মেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাবিত্রী বর্মন বলেন, 'এলাকার একাধিক রাস্তা পাকা করার কাজ চলছে। এই রাস্তাও দ্রুত পাকা করা হবে।'

গ্রামবাসী অনিলচন্দ্র বর্মন অভিযোগের করে বলেন, 'গ্রামের প্রায় ৩০০টি পরিবার এই রাস্তার ওপর নির্ভরশীল। শুখা মরশুমে যাতায়াত করা গেলেও বৃষ্টি হলেই এই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে।' স্থানীয় বাসিন্দা লক্ষ্মী বর্মন এই অভিযোগের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অপর গ্রামবাসী বিকাশ বর্মন বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে বাইক, সাইকেল, টোটো নিয়ে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর।' বৃষ্টিতে জল জমে গেলে এই রাস্তা পেরিয়ে স্কুলে যেতে ভোগান্তির শিকার হতে হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

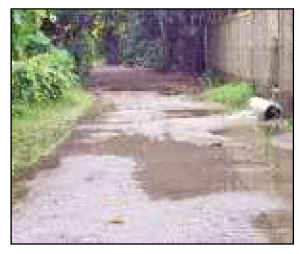

বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ২৮ অগাস্ট : জয়গাঁ থেকে প্রচুর সিডেটিভ ড্রাগস সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জয়গাঁ থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে এদিন বিকেলে জয়গাঁর জিএসটি মোড় এলাকায় একটি বেসরকারি বাস আটক করে পুলিশ। সেই বাসে তল্লাশি চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার ব্যাগ থেকে মাদক মিলেছে।

হঠাৎ বৃষ্টিতে।। *বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের কাছে মহেশপুর গ্রামে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।*

স্থায়ী মুড়িহাটের জোরালো দাবি

তুফানগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তুফানগঞ্জ পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দুধবাজার সংলগ্ন হাটের মুড়ি ব্যবসায়ীরা খোলা আকাশের নীচে ব্যবসা করছেন। রোদ, বৃষ্টি বা কনকনে শীতেও তাঁদের জন্য কোনও ছাউনির ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি পাশে সর্বমঙ্গলা মন্দির তৈরি হওয়ায় কিছুটা সরে গিয়ে বাজার রোডের ওপর তাঁরা বসছেন। তবে এভাবে কতদিন চলবে, সেকথা ভেবে তাঁরা সকলে চিন্তিত। প্রতি সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার হাট বসলেও, দুর্গাপুজোর আগে তাঁরা এখানে প্রতিদিনই আসেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি, শহরের যে কোনও জায়গায় একটি স্থায়ী মুড়িহাট তৈরি হোক। এবিষয়ে তুফানগঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তনু সেন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'মুড়ি ব্যবসায়ীরা কোনও আবেদন করলে সাধ্যমতো ব্যবস্থা করব।'

দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে এই ব্যবসায়ীরা সরব হয়েছেন। ব্যবসায়ী যমুনা সরকার বলেন, '৩৫ বছর ধরে আমি এখানে চিঁড়ে, মুড়ি বিক্রি করছি। কিন্তু কোনও ছাউনি না থাকায়, হঠাৎ বৃষ্টি এলে মুড়ি ভিজে যায়। দৌড়ে কোনও দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নিতে হয়। প্রশাসন স্থায়ী ছাউনি দেওয়া মুড়িহাটের ব্যবস্থা করলে সবারই সুবিধা।'

সংস্কারের ঠেলায় ধুলোয় ঢেকেছে রাস্তা

শুভদীপ চক্রবর্তী

চৌধুরীহাট, ২৮ অগাস্ট : দূর থেকে দেখে মনে হবে চারদিকে কুয়াশা পড়েছে। কিন্তু কাছে যেতেই ভুল ভাঙল। কুয়াশা নয় রাস্তার ধুলোয় চারপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বর্তমানে এই পরিস্থিতি দিনহাটা-১ ব্লকের বড় ফকিরতকেয়া থেকে দিনহাটা-২ ব্লকের কুর্শারহাট পর্যন্ত রাস্তার। দীর্ঘ ১৭ কিলোমিটার রাস্তাটির সংস্কারের কাজ চলছে। আর সেই কাজ চলার ফলে গোটা রাস্তায় ধুলোর ঝড় বইছে। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

যদিও পূর্ত দপ্তরের কোচবিহার ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ বলেন, 'আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাস্তার প্রাইমার কোটিং দিয়ে দেওয়া হবে। এতে ধুলোর সমস্যা মিটে যাবে। যদি আবহাওয়া ঠিক থাকে তাহলে পুজোর আগেই বিটুমিনাস করে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করা হবে।'

দিনহাটা থেকে সীমান্তবর্তী গ্রাম নয়ারহাট, কুর্শারহাট, নটকোবাড়ি, ধাপড়ারহাট যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এটি। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় ছিল। মাসখানেক আগে সেই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেও বর্তমানে রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলে বেগ পেতে হয় সাধারণ মানুষকে। জানা গিয়েছে, পূর্ত দপ্তর থেকে ওই রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করে দেওয়ার কাজ শুরু হয় গত মে মাস থেকে। প্রায় ২৭.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করে সেই রাস্তা তৈরির কাজ করা হচ্ছে। তবে সেই রাস্তা তৈরির কাজ অনেকটাই ধীরগতিতে হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। গোবরাছড়া নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মহেশ বর্মন বলেন, 'রাস্তায় যে পরিমাণ জল দেওয়া হচ্ছে সেই জল দেওয়ার পরিমাণ বাড়ানো দরকার। বর্তমানে যে ধুলোয় চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। খুব তাড়াতাড়ি রাস্তাটি তৈরি করে দেওয়া দরকার।'

> আগামী কিছুদিনের মধ্যে রাস্তার প্রাইমার কোটিং দিয়ে দেওয়া হবে। এতে ধুলোর সমস্যা মিটে যাবে। যদি আবহাওয়া ঠিক থাকে তাহলে পুজোর আগেই বিটুমিনাস করে রাস্তা তৈরির কাজ শেষ করা হবে।
>
> **মৃন্ময় দেবনাথ** এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ত দপ্তর

এলাকার বাসিন্দা বিকাশ দেবনাথ বলেন, 'সকালে বাজারে যাওয়ার পথে ধুলো মেখে বাজারে যেতে হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় একাধিক যানবাহন চলাচল করে। ফলে সেখানে যদি জল দেওয়ার পরিমাণ বাড়ানো হয় তাহলে অনেকটাই সুবিধা হবে।' একই কথা বলেন বাইক আরোহী মাসুদ রহমান। তাঁর কথায়, 'বাইক নিয়ে চলাচল করতে খুব অসুবিধা হয়। দূর থেকে দেখে মনে হয় কুয়াশার পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরও কতদিন এভাবে চলাচল করতে হবে জানি না।'

কুর্শারহাট যাওয়ার রাস্তা ধুলোয় ঢেকেছে।

পুলিশের অতি সক্রিয়তায় ক্ষোভ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৮ অগাস্ট : চুরির ঘটনাকে ঘিরে স্থানীয় একটি ক্লাবে বসে নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করছিলেন গ্রামবাসীরা। অভিযোগ, আলোচনার মাঝেই আচমকা বক্সিরহাট থানার পুলিশ সেই ক্লাব ঘরে ঢুকে অভিযুক্ত তরুণকে থানায় তুলে নিয়ে যায়। ক্লাবের সদস্য থেকে গ্রামবাসীরা সকলে বাধা দিলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। ঘটনায় গুরুতর চোট পান ক্লাবের এক সদস্য। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার হরিপুর-কামাখ্যাগুড়ি রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হন ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তল্লিগুড়ি চৌপথি এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এরপর আহত ক্লাব সদস্যকে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করার ব্যবস্থা করে পুলিশ।

বিক্ষোভকারী দীপা রায় বলেন, 'টাকা চুরির ঘটনায় আমরা নিজেরা বসে মিটমাট করে নিচ্ছিলাম। আমরা কেউ পুলিশকে অভিযোগ জানাইনি। অথচ পুলিশ অতি সক্রিয়তা দেখিয়ে ক্লাব ঘরে ঢুকে অভিযুক্তকে থানায় তুলে নিয়ে যায়। ক্লাবের দরজা ভেঙে গিয়েছে। ক্লাব ঘর সংস্কার ও আক্রান্ত ক্লাব সদস্যের চিকিৎসার দাবিতে আমরা অবরোধে শামিল হয়েছি।'

পুলিশ জানিয়েছে, চুরির ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর আইন কেউ হাতে তুলে নিতে পারে না। বুধবার সন্ধ্যায় তল্লিগুড়ির বাসিন্দা বিনয় ব্যাপারীর বাড়ি থেকে নগদ কয়েক হাজার টাকা খোয়া যায় বলে অভিযোগ। সন্দেহের তির যায় প্রতিবেশী অনুপ ডাকুয়ার বিরুদ্ধে। টাকা চুরির ঘটনায় এদিন সকালে অনুপের বাড়িতে জড়ো হন এলাকাবাসীরা। টাকা চুরির অভিযোগ স্বীকার করে নিলে মীমাংসার জন্য স্থানীয় একটি ক্লাবে নিয়ে আসা হয় তাকে। দুই পরিবারের উপস্থিতিতে মীমাংসা চলাকালীন আচমকাই সেখানে হাজির হয় পুলিশ। অভিযুক্ত তরুণকে থানায় নিয়ে যাওয়ার সময় ধস্তাধস্তিতে মহেশ বর্মন নামে স্থানীয় ক্লাব সদস্য আহত হন।

রাজ্য সড়ক অবরোধ।

বিনয়ের কথায়, 'আমি রাজমিস্ত্রি ঠিকাদার। বাড়িতেই কয়েকজন লেবার নিয়ে বুধবার কাজ করছিলাম। সিমেন্ট ও লোহার রডের বকেয়া মেটানোর জন্য বাড়িতেই ৫০ হাজার টাকা রেখেছিলাম। সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসে অনুপ। গল্পের ফাঁকে ঘরে ঢুকে সে টাকাটা চুরি করে। অবরোধের পর পুলিশের তরফে থানায় অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছে।'

আজও দেবী চৌধুরানির প্রতি আস্থা অটুট

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : সময়ের সঙ্গে পালটে গিয়েছে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। কিন্তু দেবী চৌধুরানির নামোচ্চারণে আজও করতোয়াপাড়ের বাসিন্দাদের দুই হাত কপালে ওঠে, দেবীকে প্রণাম জানাতে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরানি' প্রকাশকাল ১৪১ বছরের হলেও, জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের আনাচেকানাচে দেবী চৌধুরানি 'মিথ' প্রায় তিনশো বছর ধরে। বাংলাদেশের রংপুরের মন্থনা এস্টেটের জমিদার পরিবারের বধূ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানিকে রাজগঞ্জের মানুষ আজও দেবী দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেন। তাই দুর্গামণ্ডপের কাছাকাছি আলাদা মন্দিরে তাঁর পুজো হয়।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে কালিয়াগঞ্জ হয়ে রংধামালীকে ডানদিকে রেখে বাঁদিকে বেলাকোবার দিকে এগোলেই মন্থনী হাটের মধ্যে মন্থনীমাতার মন্দির। মন্থনা এস্টেটের জমিদার পরিবারের প্রজা-পরায়ন জয়দুর্গাই বঙ্কিমচন্দ্রের তৈরি করা দেবী চৌধুরানি হয়ে আজও মন্থনীমাতা মন্দিরে পূজিত হয়ে আসছেন। দেবী মন্থনীমাতার পুজো আষাঢ় মাসেই ঘটা করে করেন এলাকাবাসী।

দুই দশক আগেও মন্থনীমাতার বিগ্রহের পাশেই দেবী দুর্গার প্রতিমা রেখে আলাদাভাবে আলাদা পুজো করা হত। এখন মন্থনীমাতার মন্দিরের পাশেই আলাদা মণ্ডপে দুর্গার বিগ্রহ এনে পুজো করা হচ্ছে। মন্থনীমাতা মন্দিরের পুরোহিত সোদরু রায় বলছেন, 'মা মন্থনী হলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। তিনি বলির পাঁঠা নেন না। তাই পাঁঠা কেটে ১২ থান থেকে পাঁঠার মাংসকে দুধ ও চাল দিয়ে পায়েসের মতো করে পাঁঠার পায়েস তৈরি করে ভোগ আকারে দেওয়া হয়। দুর্গাপুজোয় আগে দেবী মন্থনীর পুজো হবে, তারপর দেবী দুর্গার পুজো।'

দু'বছর আগেও দুর্গাপুজোর সময় মন্থনীমাতার মৃন্ময়ী মূর্তির বিসর্জন দিয়ে নতুন মৃন্ময়ী মূর্তি এনে পুজো করা হত। এখন সেখানে পাথরের মন্থনীমাতার অধিষ্ঠান। সমাজ গবেষক দিলীপ বর্মার কথায়, '১৭৭৬ সালের বাংলার মন্বন্তরে ইংরেজ প্রশাসক ও তাদের ইজারাদারদের হাতে বাংলার নিরীহ মানুষ অত্যাচারিত হয়েছিলেন। এমন অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন ভবানী পাঠকের মতো সন্ন্যাসীরা।

এই সন্ন্যাসী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি। সেই দেবী চৌধুরানি আজও দেবীর আসনে পূজিত হচ্ছেন জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এলাকায়।' গবেষক উমেশ শর্মা মনে করেন, 'বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের রাজা দর্পদেবকে সঙ্গে নিয়েই বিদ্রোহ শুরু করেছিলেন দেবী চৌধুরানি। যে কারণে রংপুর থেকে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছিল। যার পুরোভাগে গ্রামবাসীদের সঙ্গে ছিলেন দেবী চৌধুরানি। তাই আজও বংশপরম্পরায় তিনি বৈকুণ্ঠপুর এলাকায় দেবী হিসেবে পূজিত।'

গ্রামবাংলার এক তরুণীর মতো দেখতে মন্থনীমাতার পরনে লাল পাড়ের সাদা শাড়ি। মন্থনীহাটের মন্দিরে দেবীর এমন রূপ দেখে সকলেই মোহিত হয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দা জয়ন্ত রায় বলছেন, 'প্রতি বছর দুর্গাপুজোর সময় দর্শনার্থীরা আগে মন্থনীমাতাকে প্রণাম করেন, তারপর দুর্গামণ্ডপে যান।' এবছরও মন্থনীমাতার মন্দিরের কাছে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। গ্রামের মানুষের বিশ্বাস, যে কোনও বিপদের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করবেন মন্থনীমাতা দেবী চৌধুরানি।

মন্থনী হাটের মন্থনীমাতা মন্দিরের পাশে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ তৈরি চলছে।

অর্থ সাহায্য

সল্টলেকে পুড়ে মৃত্যু হওয়া ডেলিভারি বয়ের বাড়িতে পৌঁছোল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। অভিষেকের নির্দেশে তাঁর বাবার হাতে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়।।

কংগ্রেসের তোপ

ছাত্র পরিষদের ৭২তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মহাজাতি সদন থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কটাক্ষ করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। বললেন, 'কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

হাতির মৃত্যু

বৃহস্পতিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির জঙ্গল থেকে এক হস্তীশাবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান বন দপ্তরের কর্তারা। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ভিডিও ভাইরাল

মোবাইল সারাতে গিয়ে বিপাকে পড়লেন তরুণী। তাঁর ব্যক্তিগত ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দোকানির বিরুদ্ধে। জাতীয় মহিলা কমিশনকে জানানো হয়েছে।

মামলায় নিয়োগে জট : মমতা

কর্মসংস্থান, চাকরিহারাদের দিশা নেই টিএমসিপি'র সভায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : চাকরিহারাদের কাজে ফেরানো নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ থেকে কোনও সুনির্দিষ্ট বার্তা দিতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং চাকরি যাওয়ার জন্য মামলাকারীদের ওপরেই দায় ছেড়ে দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার কলকাতার মেয়ো রোডের সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুললেন। এদিন মমতা বলেন, '২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। জয়েন্টের ফল প্রকাশেও দেরি হয়েছে।' চাকরি বাতিল এবং জয়েন্টের ফল নিয়ে যা ঘটেছে, তার জন্য বিরোধীদের ঘাড়ে সম্পূর্ণ দায় ছেড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'তৃণমূল সরকারের এখানে কিছু করার ছিল না। বারবার মামলা করে জটিলতা আরও বাড়ানো হয়েছে। যারা নিয়োগে বাধা দেয়, যারা কোর্টে কেস করে, তারা দু'নম্বরি। ওরা ব্যাকডোর দিয়ে লড়াই করে নিয়োগ আটকে রেখেছে।'

এর আগে কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে মমতা বলেছিলেন, 'আপনাদের চাকরি যাবে না। আমার প্ল্যান-এ, প্ল্যান-বি রেডি আছে।' এদিন অবশ্য সেই নিশ্চয়তা দেননি মুখ্যমন্ত্রী। বরং আদালতের নির্দেশ মেনেই যে সরকার চলবে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন একযোগে বিজেপি এবং সিপিএমকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয় না। যত শক্তি আছে, সবার সঙ্গে লড়াই করতে হয়।' আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে মমতা বলেন, 'বামপন্থীরা নির্লজ্জ। তাই বিজেপির কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছে।' ভিনরাজ্যে বাঙালি হেনস্তা নিয়ে মমতা বলেন, 'ভিনরাজ্যে আক্রান্ত বাঙালিদের পাশে আমরা আছি। কিন্তু যখন আমাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নির্যাতন হয়, তখন কিন্তু বাম-বিজেপি কোনও কথা বলে না। বাংলায় অন্য রাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় কোটি পরিযায়ী শ্রমিক আছেন। কিন্তু কই আমরা তো তাঁদের নির্যাতন করি না। ভালোবাসি। এটাই বাংলা। যাঁরা আমাদের মানুষদের ওপর অত্যাচার করছে, আপনারা দেখবেন নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির চাপ তত বাড়বে। আগে এই সংস্থাগুলি কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। আমি অনেক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলাম। আমি বহু প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছি।' প্রধানমন্ত্রীদের নিয়ে তিনি যে বই লিখতে চলেছেন, সেখানে মোদির প্রসঙ্গও থাকবে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কোন প্রধানমন্ত্রী কেমন ছিলেন, তা নিয়ে আমি একটা বই লিখব। আগামী বইমেলায় সেটা প্রকাশিত হবে।'

নবীন-প্রবীণের মঞ্চ। টিএমসিপি'র প্রতিষ্ঠা দিবসে। বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

এদিনের সমাবেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের কোনও নির্দিষ্ট দিশাও মুখ্যমন্ত্রী দেখাননি। তথ্য তুলে ধরে শুধু বলেন, 'আমরা ৪১ লক্ষ মানুষকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিয়েছি। তাঁদের মধ্যে ১০ লক্ষ চাকরি পেয়েছেন। আমরা নিয়মিত চাকরির মেলা করি। রিয়েল এস্টেটে দু-বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আদায় হয়েছে।'

বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'আমাদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে। আর বিজেপির আছে দুর্নীতির ভাণ্ডার। মোদিজি সারাক্ষণ দুর্নীতি বলে চিৎকার করেন। অথচ সারা দেশে যেখানে যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় আছে, সেখানে দুর্নীতি, সন্ত্রাস গুজরাট মডেলই আদর্শ চিত্র। মনে রাখবেন, আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডার খুলে দেব, ফাঁস করে দেব। আমরা মিষ্টিমি করি, দুষ্টুমি করি না।' কয়েকদিন আগেই 'দ্য বেঙ্গল ফাইলস' ছবি নিয়ে চরম বিতর্ক হয়েছে। ওই ইস্যুতেও মুখ খুলে কারোর নাম না করে মমতা বলেন, 'বাংলার অপমান করার জন্য এবং বদনাম করার জন্য টাকা দিয়ে সিনেমা বানাচ্ছে বিজেপি।'

মমতার কথার প্রতিক্রিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ৬ লক্ষ সরকারি স্থায়ী পদ তুলে দিয়েছেন। আর শ্রমশ্রী করে ৫ হাজার টাকা দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে কাজ করতে বলছেন। এটাই তো ওঁর কর্মসংস্থানের দিশা। এই সরকারের চাকরি মানে তো অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক। শিক্ষক থেকে সরকারি কর্মচারী প্রত্যেকেই প্রতারিত হচ্ছেন। কেন্দ্র অষ্টম বেতন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে। অথচ, রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশন এখনও কার্যকর হল না।

বিশেষভাবে সক্ষম মহিলা অ্যাথলিটদের সমর্থনে ওয়াক ফর প্যারালিম্পিক্স। ছবি : রাজীব মণ্ডল

স্বাধীনচেতার জয়, মন্তব্য উপাচার্যের

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'যৌক্তিক স্বাধীনচেতার জয় হয়েছে', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষে মুখে চওড়া হাসি নিয়ে মন্তব্য করলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্ত। দীর্ঘ চিঠি চালাচালি, আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ, সিন্ডিকেট বৈঠকের পর বাধা পেরিয়ে স্নায়ুযুদ্ধে জয়ী হলেন তিনি। তাই সংবাদমাধ্যমের কাছে জানালেন, এদিনের ঘটনার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে মেয়ো রোডে মেগা ইভেন্ট। তাই যানজটের আশঙ্কায় এদিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফেও চিঠি পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন উপাচার্য। শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা স্থগিত রেখেছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও। কিন্তু নির্ধারিত দিনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানালেন উপাচার্য। শাসক দলের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'অন্যায়ের সঙ্গে আপস করিনি। অনেক দূর যেতে হয়েছে। ৯৬ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে যেন শাসক দল এমন অনুরোধ না করে।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৩০ হাজার পরীক্ষার্থীর পরীক্ষায় বসার কথা। আগেই পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়। শেষ মুহূর্তে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ও পরীক্ষা স্থগিত রাখে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। পরীক্ষা মেটার পর উপাচার্যর মন্তব্য, ১৬৮ বছরের পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বতন্ত্রতা কোনও একটা বইয়ের পাতায় থেকে যাবে, তা হতে পারে? শাসক দলের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আজ মঞ্চ থেকে পার্টির সুপ্রিমো হিসেবে ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা বলা হচ্ছিল। তাঁদের আদর্শ মেনে চলার কথা বলা দরকার ছিল। কেন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজে এই ঘটনা ঘটবে? কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে উপাচার্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হবে? সেই বার্তা কেন দেওয়া হল না? আমি থাকি বা না থাকি এটা স্বাধীনতা চিন্তার জয়।'

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ২৭ অগাস্ট নোটিশ দিয়ে জানানো হয়, অনিবার্য কারণবশত এদিন পরীক্ষা হবে না। তবে কবে পরীক্ষা হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এদিন বাংলা ও কমিউনিটি এনগেজমেন্টের মৌখিক ছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শংকরকুমার নাথ জানান, ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছিল তাঁদের যাতায়াতের সমস্যা হবে। তা মাথায় রেখে পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিন তৃণমূলের সমাবেশ চলাকালীনই ৮০টিরও বেশি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলে।

কোনও কোনও কলেজের বাইরে স্লোগান দিতে থাকেন ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা। সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ চত্বরে দাঁড়িয়ে খোদ অধ্যক্ষ জাফর আলি আখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যদের পোশাক বিতরণ করেন। তিনি নিজেও 'জয় বাংলা' লেখা হলুদ পাঞ্জাবি পরেছিলেন। অধ্যক্ষ জানান, এই কলেজে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ মেনে তিনি এই পোশাক বিতরণ করছেন।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজে পরীক্ষা দিতে ঢুকছেন পরীক্ষার্থীরা।

একাধিক জায়গা থেকে মিছিল মেয়ো রোডে আসে। ফলে এজরা স্ট্রিট, ব্রেবোর্ন রোড, ক্যানিং স্ট্রিট, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সহ একাধিক রাস্তায় যানজট হতে পারে বলে আগেই পুলিশের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়। মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতায় যানজটও তৈরি হয়। সাধারণ মানুষকে বিপাকে পড়তে হয়েছে। তবে বিকল্প রাস্তা ধরে যানবাহন চলাচল করে। প্রয়োজনমতো বিভিন্ন রাস্তায় যানজট নিয়ন্ত্রণ করেছে পুলিশ।

যোগ্য-অযোগ্য বিতর্কে পারস্পরিক দোষারোপ শাসক-বিরোধীর

পরীক্ষা নিয়ে সংশয় সুপ্রিম নির্দেশে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রাজ্যে এসএসসির শিক্ষক পদে নতুন নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে নবান্নের সরকারি মহলে। আশঙ্কা রীতিমতো চেপে বসেছে এসএসসিতেও। এদিন প্রায় হুঁশিয়ারির সুরে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৭ দিনের মধ্যে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা সরাসরি ওয়েবসাইটে এসএসসিকে প্রকাশ করতে হবে। কোনও অযোগ্য দাগি প্রার্থী যাতে নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে না পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে এসএসসিকেই। তারপরেও যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তবে সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপ করবে। আর তার ফল ভালো হবে না এসএসসি'র পক্ষে, এমনই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে।

এই 'সুপ্রিম' নির্দেশের খবর নবান্নে এদিন পৌঁছোনোর পর রীতিমতো ব্যস্ততা শুরু হয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে। এসএসসির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর একপ্রস্থ কথা হওয়ার পর তা বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জানা গিয়েছে, রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর এসএসসির নির্ধারিত নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিন্তে করা যাবে কি না, তা নিয়ে রীতিমতো সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

নবান্নে প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা এদিন বলেন, এই যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা বাছাই নিয়ে তো মূল প্রশ্ন। আর এই প্রশ্নেই ২৬ হাজার চাকরিপ্রার্থীর চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্ট চাইলেও দাগি অযোগ্যদের তালিকা এখনও আদালতের হাতে তুলে দিতে পারেনি এসএসসি ও রাজ্য সরকার। এজন্য এদিন সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে এসএসসি'র অন্যতম আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

এখনও আশার আলো নেই চাকরিহারাদের। -ফাইল চিত্র

প্রশাসন সূত্রের খবর, কীভাবে আগামী ৭ দিনের মধ্যে এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন) দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে, সরকারের সংশয়ের শুরু এখানেই। সরকারের আশঙ্কা, এই নিয়ে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হলে তা ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন শিক্ষক নিয়োগের নির্ধারিত পরীক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? এছাড়া অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা এসএসসি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার পর তা যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের কাছে নতুন করে তাঁদের চাকরির দাবি আদায়ে অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে না তো? এইসব প্রশ্নেই এদিন জেরবার নবান্নের সরকারি মহল ও এসএসসি। সবচেয়ে বেশি আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে দাগি অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ। এই তালিকা প্রকাশ হলে নতুন জটিলতায় নতুন শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নির্ধারিত দিনে নেওয়া সম্ভব হবে কি? এই ব্যাপারে এসএসসি'র চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার এদিন দফায় দফায় কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবশ্য এই নিয়ে মিলবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদনের পরই। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথাও হচ্ছে শিক্ষামন্ত্রীর। এদিন প্রশাসনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, সুপ্রিম কোর্টের এদিনের এই রায়ের বিরুদ্ধে এসএসসি ও রাজ্য সরকার কোনও আপিল করতে পারে কি না, সে বিষয়েও আইনজীবীদের পরামর্শ নিচ্ছে নবান্ন।

সর্বদল বৈঠকে তালিকা ঠিক হোক : শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে যোগ্যদের বিষয়ে নতুন পদক্ষেপ করুক সরকার। সেক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করবে বিজেপি। যোগ্য-অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ ইস্যুতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা সূত্রে খবর, ১ সেপ্টেম্বর থেকে বসছে স্বল্প মেয়াদের বিশেষ অধিবেশন। বাংলা ভাষা ও ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর নিগ্রহের ইস্যুতে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।

শুভেন্দুর দাবি, তালিকা প্রকাশের পর অযোগ্যদের চাকরি দেওয়ার দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করুন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন করে জনমত নিক সরকার। ২০১৬ সালের টেট পরীক্ষা মামলায় এদিন সুপ্রিম কোর্ট ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে অযোগ্য তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যকে। কিন্তু সুপ্রিম এই নির্দেশে খুশি নন যোগ্যরাও। তাঁদের মতে, ১০ বছর পরে নতুন পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হওয়া সহজ নয়। এদিন তাঁদের দাবিই শোনা গেল বিরোধী দলনেতার মুখে। শুভেন্দু বলেন, অযোগ্যরা বাদ যাওয়ার পর বাকি যোগ্যদের ১০ বছর পরে চাকরি পেতে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে? প্রয়োজনে এই বিষয়ে নতুন করে উদ্যোগ নিক রাজ্য। তাঁর প্রস্তাব, যোগ্যদের তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর প্রয়োজনে বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক করে তা পাশ করিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বা সাংবিধানিক কোনও সংস্থার কাছে বিবেচনার দাবি জানাক রাজ্য। সেক্ষেত্রে রাজ্যের এই উদ্যোগকে সমর্থন করবে বিজেপি।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্য অযোগ্যদের তালিকা দিলে এটাই প্রমাণ হবে, রাজ্য সরকার অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে কীসের বিনিময়ে তারা অযোগ্যদের চাকরি দিয়েছিল? তাতেই সবটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।' এদিন শুভেন্দু আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে অযোগ্যদের তালিকা দিলেই এই সরকারের পদত্যাগ দাবি করব। কারণ এটা শুধু পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা জীবনকৃষ্ণর মতো দু-একজনের কাজ নয়। এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রীসভার। তাই এই অনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আমরা পদত্যাগ দাবি করব।'

তবে এরপরেও শেষমেশ ২ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম নির্দেশ রাজ্য মানবে কি না তা নিয়ে নিশ্চিত নন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু সহ বিরোধীদের আশঙ্কা ডিএ নির্দেশের মতোই এক্ষেত্রেও রাজ্য বিষয়টি নিয়ে আইনি পথে সময় নষ্ট করতে পারে। তবে, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত জট না কাটলে তাতে রাজনৈতিকভাবে লাভ বিরোধীদেরই।

চাকরি বিক্রির টাকা লগ্নির তথ্য প্রকাশ্যে

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : নিয়োগ দুর্নীতির টাকা সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপির মাধ্যমে লগ্নি করতেন তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। জেরায় তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তিনি টাকা তুলতেন। সেই টাকা অল্প সময়ে বাড়িয়ে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে তা সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহার করতেন বলে মনে করছেন ইডি আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বিধায়কের পিসি অর্থাৎ বীরভূমের সাঁইথিয়ার তৃণমূল কাউন্সিলার মায়ারানি সাহা কলকাতায় ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন। সন্ধে নাগাদ তিনি সেখান থেকে বের হন। তবে বিধায়কের সঙ্গে তাঁর আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তিনি।

বিধায়কের বাবা, স্ত্রী, এজেন্টরা যে বয়ান দিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই লিখিত বয়ানগুলি বিচার প্রক্রিয়ায় ইডির কাছে অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠতে চলেছে। বিধায়কের বাবা তাঁর বিরুদ্ধে সম্পত্তি দখলের অভিযোগ করেছেন। তাঁর স্ত্রীও জানিয়েছেন, তাঁর অ্যাকাউন্টে থাকা টাকা রেখেছিলেন বিধায়কই। তবে টাকার উৎস সম্পর্কে তিনি জানেন না। শনিবার ইডি হেপাজত শেষে বিধায়ককে আদালতে তোলা হবে। তখন এই বিষয়গুলি বিচারকের সামনে তুলে ধরতে পারেন তদন্তকারীরা। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উঠে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁর শ্যালকের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে এসআইপির মাধ্যমে বিনিয়োগ করেছেন বিধায়ক। ২০১৯ সালে এগুলি করা হয়েছে। এক চাকরিপ্রার্থীর থেকে ওই বছর জানুয়ারি মাসে নগদ ৩ লক্ষ টাকা তিনি নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার ২ লক্ষ টাকা তাঁর শ্যালককে দিতে বলা হয়েছিল। ওই টাকা লগ্নি করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসের সেই এসআইপির নথি ইডির হাতে এসেছে। ওই চাকরিপ্রার্থীর থেকে পরে আরও সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা নেন তিনি। তা তাঁর বাবার অ্যাকাউন্টে জমা করে তুলেও নিয়েছিলেন। তদন্তকারীরা এখন এই নথিগুলি পেতে বিধায়ক ও তাঁর আত্মীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেনে নজর দিচ্ছেন। তদন্তকারীরা মনে করছেন, লগ্নির মাধ্যমে এই টাকা বাড়িয়ে সম্পত্তি কিনতেন বিধায়ক। নগদে পাওয়া টাকা জমি কেনার কাজেও ব্যবহার করেছিলেন। এদিন ইডি দপ্তরে হাজিরা দেন তাঁর পিসি মায়ারানি সাহা। সেখানে ঢোকার আগে তিনি বলেন, 'কোনও দুর্নীতির টাকা আমার অ্যাকাউন্টে নেই। জোর গলায় বলছি, কোনও দুর্নীতি আমি করিনি।' ইডি দপ্তর থেকে বেরোনোর পরেও তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কোনও লেনদেন হয়নি। ইডি যা নথিপত্র চেয়েছিল তা দিয়েছি। যেগুলি দিতে পারিনি সেগুলিও দেব। আবার কবে ডাকা হবে তা জানানো হয়নি। তবে বয়ান লিপিবদ্ধ করেছে।' জানা গিয়েছে, জীবনকৃষ্ণ সাহার বাবা ছেলের সঙ্গে বোনের কুকীর্তির কথা তুলে ধরেছিলেন। তার প্রেক্ষিতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতে উত্তরবঙ্গ যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : পুজোর পর জেলা সফরের গতি বাড়াবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি জেলায় গিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করার কথা তাঁর। সেপ্টেম্বরের ওই সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আরও একবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা। এই ব্যাপারে তাঁর সবুজ সংকেত মিললেই তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরসূচি চূড়ান্ত করতে প্রস্তুত নবান্নে তাঁর সচিবালয়। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে সচিবালয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রতি ভোটেই উত্তরবঙ্গের ওপর বিশেষ নজর থাকা সত্ত্বেও শাসকদল তৃণমূল আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। তবু এবারও উত্তরবঙ্গের ওপর মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রহে কোনও ভাঁটা পড়েনি। এদিন কলকাতায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশের পর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের দু-একজন দলের নেতার সঙ্গে পাহাড় ও সমতলের পরিস্থিতি নিয়ে খোঁজখবর করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কয়েকজন ছাত্র নেতার অল্পক্ষণ হলেও কথা হয়। তৃণমূল সূত্রের খবর, সেখান থেকেই আগামী সেপ্টেম্বরে মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের আভাস মিলেছে। দলের এক শীর্ষ নেতাও জানান, পুজোর আগে সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী একবার আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন। জেলা প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়াও দলের নেতা ও কর্মীদের নিয়ে সভা করবেন।

বুথ চূড়ান্ত করতে বৈঠক কমিশনের

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে রাজ্যস্তরে ৮টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে শুক্রবার বৈঠকে বসছে কমিশন। এসআইআরের আবহে এই বৈঠক যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। যদিও রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর ঘোষণা না হওয়ায় শুক্রবারের বৈঠকে সরাসরি এসআইআর নিয়ে আলোচনা হওয়া কিছুটা অনিশ্চিত।

রাজ্যের অতিরিক্ত ১৪ হাজার বুথ নিয়ে সর্বদল বৈঠকের আগে ভোটার তালিকা সংশোধনে নির্বাচনি নিবন্ধন আধিকারিক ও সহ আধিকারিকদের প্রকৃত যোগ্যতায় নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগে চার সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করার পর ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে নতুন করে কোনও অভিযোগ উঠুক, তা চাইছে না রাজ্য প্রশাসন। তবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে কমিশনের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল বজায় রাখতে চায় বিজেপি। এদিনও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, 'রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার ১৮১ নম্বর বুথে ৬৫ জন মৃত ও ৮৯ জন বহিরাগত ভোটার এখনও রয়েছেন বহালতবিয়তে। বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকা থেকে সমস্ত মৃত ও ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতেই হবে কমিশনকে। তার জন্যে আমরা কমিশনের কাছে লাগাতার দাবি জানাতে থাকব।' বিষয়টি নিয়ে সর্বদল বৈঠকে সরব হতে চায় বিজেপি।

রাজ্যের একাধিক বিধানসভায় ভোটার সংখ্যা ও জনসংখ্যা অনুপাতের মধ্যে বিরাট ফারাক। এই বিষয়টি নিয়েও সর্বদল বৈঠকে অভিযোগ জানাবে বিজেপি।

ওবিসি ইস্যুতে বিধানসভা ঘেরাওয়ের ডাক আজ

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চনা ও মুসলিম তোষণের প্রতিবাদে শুক্রবার বিধানসভা ঘেরাও অভিযানের ডাক দিল বিজেপি প্রভাবিত 'পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার মঞ্চ'। বৃহস্পতিবার মঞ্চের তরফে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো বলেন, 'রাজ্য সরকারকে ওবিসি তালিকা অবিলম্বে বাতিল করে সামাজিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করতে হবে। ওবিসি তালিকার নামে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করার কৌশল ছাড়তে হবে রাজ্যকে। এর প্রতিবাদে ওবিসিরা রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তুলতে চায়।

রাজ্যের ওবিসি তালিকা হাইকোর্ট বাতিল করে দেওয়ার পরেও তাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। বিজেপির অভিযোগ, ৭৭টি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। যদিও রাজ্যের এই সিদ্ধান্তকে হাইকোর্ট খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও সামাজিক অনগ্রসরতার নামে সমীক্ষা করে বেছে বেছে ৭৭টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তালিকায় ঢোকাতে চাইছে তারা। এর ফলে হিন্দু ওবিসিরা বঞ্চিত হবে। আদালতের গেরোয় ওবিসি সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে সরকারি দপ্তরের একাধিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় ঝুলে রয়েছে। বাধ্য হয়ে শিক্ষিত তরুণদের ভিনরাজ্যে চলে যেতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের ওপরে চাপ বাড়াতে ওবিসি স্বার্থরক্ষার নামে জোরদার আন্দোলন করতে চায় বিজেপি।

শুক্রবারের এই কর্মসূচিতে এখনও পর্যন্ত পুলিশি অনুমতি নেই। আন্দোলনকারীদের ঘোষণা অনুযায়ী কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে তাঁদের বিধানসভায় আসার কথা। সেক্ষেত্রে আদৌ সেই মিছিল বিধানসভা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে কি না তা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এদিন মাহাতো বলেছেন, 'পুলিশের অনুমতি বড় কথা নয়। আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার আমাদের রয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০২ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ ভাদ্র ১৪৩২

মর্যাদার লড়াই

পূর্বঘোষণা মতো বুধবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা ৩১ মিনিটে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আমেরিকা ঘোষিত নয়া বাণিজ্য শুল্ক। ৫০ শতাংশ শুল্ক (২৫ শতাংশ শুল্ক ও বারণ সত্ত্বেও রুশ তেল কেনার জন্য ২৫ শতাংশ জরিমানা) কার্যকর হতেই ভারতের শেয়ার বাজারে ধস নামে। টালমাটাল অবস্থা হয় ভারতীয় অর্থনীতির। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সোনারুপোর গয়না ও হিরে, চর্মজাত দ্রব্য ও জুতো, বস্ত্র, কার্পেট এবং গাড়ির যন্ত্রাংশের শিল্পক্ষেত্র।

নিশ্চিতভাবে এই ক্ষতির আঁচ পড়বে সুরাট, মুম্বই, জয়পুর, বেঙ্গালুরু, লুধিয়ানা, নয়ডা-গুরুগ্রাম, শ্রীনগর, আগ্রা ও কানপুরে। কাজ হারাবেন ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ মানুষ। ভারতীয় পণ্যের আমেরিকায় রপ্তানির বার্ষিক ৬০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি একধাক্কায় বর্ধিত শুল্কের আওতায় চলে এল। ভারত ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু করেছে বলে দাবি করছে। জার্মান সংবাদপত্রের খবর, সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট চারবার ফোন করেছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু মোদি ফোনই ধরেননি।

ওয়াশিংটন অবশ্য এই খবরের সত্যতা স্বীকার বা অস্বীকার কোনওটাই করেনি। কিছুদিন আগেও ট্রাম্পকে 'প্রিয় বন্ধু' সম্বোধন করতেন মোদি। গত জানুয়ারি থেকে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলেছে ভারতের। নয়াদিল্লির আশা ছিল, বাণিজ্য চুক্তি মাস কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষমেশ কিছুই হয়নি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের।

যেখানে মার্কিন শুল্কের হার কানাডার পণ্যের জন্য ৩৫, চিনের জন্য ৩৫, মেক্সিকোর ওপর ২৫, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে ২০, ইন্দোনেশিয়ার পণ্যে ১৯, জাপান-ইইউয়ের ১৫, সেখানে ভারতীয় রপ্তানির ওপর ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প যে যুক্তিই খাড়া করুন না কেন, ভারতের পণ্যে এত বিপুল শুল্ক বসানোর তেমন জোরালো কারণ নেই। রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনে পুতিন সরকারকে ভারত অর্থ পাইয়ে দিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খরচে সহায়তা করছে বলে অভিযোগটিই একমাত্র মার্কিন যুক্তি।

আমেরিকার অভিযোগটি সত্যি বলে ধরে নিলেও বেশ কিছু প্রশ্ন ওঠে। যেমন, (এক) চিন রাশিয়ার কাছ থেকে আরও বেশি পরিমাণ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, তাহলে চিনের ক্ষেত্রে মার্কিন প্রশাসনের মনোভাব নরম কেন? (দুই) রাশিয়ার বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এত বিদ্বেষ, অথচ পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের একেবারে গলায়-গলায় ভাব কেন? যখন পুতিন বলেন, ২০২২ সালে ট্রাম্প থাকলে ইউক্রেন যুদ্ধই হত না, তখন ট্রাম্প আপ্লুত হন। এই দ্বিচারিতা কেন?

এরকম অনেক কেনরই কোনও উত্তর নেই। ট্রাম্প যে ভারতের প্রতি বৈষম্য করেছেন, তা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলও নিশ্চিত। ভারতীয় রপ্তানিকারকরা যেমন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছেন, তেমনি আমেরিকার আমদানিকারীরাও ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে ভালো চোখে দেখছেন না। এরকম পরিস্থিতিতে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যে এই ধাক্কা পুষিয়ে নিতে অন্তত চল্লিশটি দেশের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে নয়াদিল্লি।

চিনের সঙ্গেও মনোমালিন্য মিটিয়ে নিতে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যেসব নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা উঠে গিয়েছে। ভারতে তৈরি পণ্যকে উন্নতমানের করতে এবং বিশ্ববাজারে অন্যান্য দেশের পণ্যের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার দিকে নজর দেওয়ায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামীদিনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সেমিকনডাক্টরের মতো শিল্পে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, ভারত-মার্কিন এই তিক্ততা সাময়িক। অচিরে সব কিছু স্বাভাবিক হবে। ভারত সরকারের অবশ্য দাবি, আলোচনার দরজা এখনও খোলা। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, আপাতত ভারতের লড়াইটা মর্যাদার। পৃথিবীতে বহু দেশ মার্কিন সহায়তা ছাড়া টিকে আছে, ভারতের মতো বড় দেশই বা পারবে না কেন?

অমৃতধারা

ক্রোধাগ্নিতে যদি তুমি দগ্ধ হও তার নির্গত ধোঁয়া তোমার চোখকেই পীড়িত করবে। অসংযত চিন্তা যতই হবে, তোমার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। যেখানে জ্ঞান আছে সেখানে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন নেই। শান্তি পাওয়া কত দুরূহ, কেননা তা তোমার নাকেরডগায় বিদ্যমান। নির্বোধ ব্যক্তি কখনই সন্তুষ্ট হয় না, জ্ঞানীজন সদা সন্তুষ্টচিত্ত হয়ে নিজ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পান। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি মেজাজ হারানোর সঙ্গে আরও অনেক কিছু হারান। যে শান্ত থাকে তাকে বোকা বানানো যায় না। জনগণের মনের সমতান জাগরুক হলে, ঐক্যবদ্ধ ও সুসংবদ্ধ সমাজের ভিতর তার প্রকাশ ঘটে। বস্তু বা পরিস্থিতি দ্বারা যদি তুমি চমকিত হও, তাহলে তুমি সহজেই হতবিহ্বল হবে।

-ব্রহ্মাকুমারী

সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠক্রমে রদবদল

এনসিইআরটি স্কুল পাঠক্রমে দেশভাগের পিছনে কংগ্রেসকে দায়ী করে নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছে। রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়ে প্রশ্ন।

সুমন্ত বাগচী

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'ক্ষমতা' প্রদর্শনের সবচেয়ে সহজ জায়গা যদি হয় অসহায় দরিদ্র রিকশাওয়ালা বা নিরীহ বধূ, তাহলে যে কোনও নতুন সরকারের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি। এই পাঠক্রমকে কত বেশি সরকারের পক্ষে 'প্রচারক' হিসাবে ব্যবহার করা যায়, সেটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল লক্ষ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম তৈরির জন্য বিভিন্ন 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা থাকলেও, বকলমে সরকারের ইচ্ছাই এইসব সংস্থার মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে থাকে। প্রথম ধাপে এইসব সংস্থার নীতি-নির্ধারক পদ থেকে পুরোনো সরকারের ঘনিষ্ঠদের সরিয়ে নতুন সরকারের 'আস্থাভাজনদের' বসানো হয়। এরপর এই নতুন আস্থাভাজনরা সরকারের নির্দেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে পালন করেন। হয়তো একটু সময় লাগে। কিন্তু সরাসরি সরকারকে দোষারোপ করা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রম এই কাজে প্রথম পছন্দ। তারপর নজর পড়ে সাহিত্যের দিকে।

১৯৬১ সালে তৈরি এনসিইআরটি শিক্ষামন্ত্রকের অধীনে এমনই একটি 'স্বয়ংশাসিত' সংস্থা। এদের তৈরি পাঠক্রম সিবিএসই বোর্ডের স্কুলগুলি মেনে চলে। গোটা দেশে সিবিএসই বোর্ড পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সাম্প্রতিককালে এনসিইআরটি একটি 'মডিউল' প্রকাশ করেছে। এতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠক্রমে দেশভাগ সংক্রান্ত নতুন অধ্যায়ের সংযোজনের কথা বলা হয়েছে। এই নতুন অধ্যায়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– দেশভাগ কোনও একজনের কাজ ছিল না। তিনটি শক্তি সম্মিলিতভাবে এই কাজ করেছিল। শক্তি তিনটি হল- মুসলিম লিগের মহম্মদ আলি জিন্না, যিনি দেশভাগের কথা প্রচার করেছিলেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন- তাঁকে দেশভাগ সফলভাবে রূপায়িত করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কংগ্রেস- যারা দেশভাগ মেনে নিয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই বিজেপি এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে। বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার বক্তব্য, 'আমরা তো তথ্য থেকে পালাতে পারব না। দেশভাগের সময় কারা নেতৃত্বে ছিলেন? মুসলিম লিগ আর জওহরলাল নেহরুর কংগ্রেস। দেশভাগের পক্ষে নেহরুর বক্তব্যও রয়েছে।' আর স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। তাদের দাবি, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগের আঁতাতের কারণে দেশভাগ হয়েছিল। আরএসএস দেশের পক্ষে বিপদ। ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভা প্রথমবার দেশভাগের ধারণার কথা প্রচার করেছিল। ১৯৪০ সালে জিন্না সেই কথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন বলে তারা জানিয়েছে।

তবে এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস বইয়ে এই দুই যুগকে ভারতীয় ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' হিসাবে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে এশিয়ান মাইগ্রেশন থিওরিকে' বাদ দেওয়া হয়েছে। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে 'ঠান্ডাযুদ্ধ'র কোনও উল্লেখ নেই। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'-এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষের মতে, দেশভাগ মূলত পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় চেয়েছিল। বর্তমান পাকিস্তান অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় সেভাবে দেশভাগ চায়নি। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগ পূর্ববঙ্গে অনেক বেশি সিটে জয়লাভ করে। সেই তুলনায় বর্তমান পাকিস্তানে মুসলিম লিগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পরবর্তীকালে বিরোধী নেতাদের হত্যার মাধ্যমে মুসলিম লিগ এই অঞ্চলে কর্তৃত্ব কায়েম করে। ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তিনি এত বড় একটি দেশের আবির্ভাব রাজনৈতিক কারণেই চাননি। ভারতের স্বাধীনতার সময় ক্লিমেন্ট এটলি প্রধানমন্ত্রী থাকলেও তিনিও এই ক্ষেত্রে চার্চিলের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আনন্দবাবু মনে করেন, কংগ্রেসের আরও ধৈর্যশীল হওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য অহেতুক তাড়াহুড়ো দেশভাগকে সহজ করেছে। ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে, কংগ্রেস বিভিন্ন মত, জাতি ও স্বার্থকে এক জায়গায় আনতে পারলেও মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে গান্ধি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় যেদিন শর্তসাপেক্ষে মুসলিমদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি মেনে নেন, সেই দিনই কংগ্রেস একটু একটু করে দেশভাগের দিকে এগিয়ে যায়। মালবাজার পরিমল মিত্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি বসু এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও মনে করেন, জিন্নাকে মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি মনে করা কংগ্রেসের একটি বড় ভুল ছিল। তবে কংগ্রেসের সময়ও পাঠক্রম কিন্তু বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। দীর্ঘ কংগ্রেস আমলে বিদ্যালয় স্তরের ইতিহাস বইয়ে বিপ্লবীদের আরও গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল বলে ইতিহাসবিদদের অনেকের মত।

> এনসিইআরটি বহুদিন ধরেই স্কুল স্তরে ইতিহাসের পাঠক্রমে পরিবর্তন আনছে। সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে সুলতান যুগ এবং মোগল যুগের বেশিরভাগ অংশ তারা বাদ দিয়েছে। সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে 'জরুরি অবস্থা', 'নকশাল আন্দোলন'–এর উল্লেখ নেই। বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার নামগন্ধ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমাদের রাজ্যেও পালাবদলের পরপরই বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যসূচি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২০১৫ সাল থেকে বিদ্যালয় স্তরে নতুন পাঠ্যসূচি চালু করা হয়। অষ্টম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে একেবারে শেষে 'সিঙ্গুর আন্দোলন' নামে একটি অধ্যায়কে যুক্ত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সদ্য জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়া প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর নাম আছে। কিন্তু সাতের দশকের সাড়া জাগানো নকশাল আন্দোলন স্থান পায়নি। আর বিভিন্ন শ্রেণির বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচিতে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে।

আনন্দবাবু আক্ষেপ করে বলছিলেন, ইউরোপের কোনও দেশে এরকম হয় না। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের ইতিহাস বইয়ের 'ইতিহাস' বদলে ফেলা হয় না। সেখানে শক্তিশালী 'সিভিল সোসাইটি' আছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, স্বাধীনতার এত বছর পার করার পরেও শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনীতির সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারলাম না। শুধু তাই নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণের শক্তিও বাড়ছে।

দেশভাগের মতো এত বড় ঘটনা যা তিনটি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে সরাসরি আঘাত করেছিল, তার বহুমাত্রিক প্রভাব কতদূর ছড়ানো থাকতে পারে তাই নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, আগামীদিনেও হবে। কিন্তু ইতিহাসকে রাজনীতির নোংরা খেলায় ব্যবহারের এই রীতি স্বাধীন ভারতের নতুন প্রজন্মের যে সমূহ ক্ষতি করছে, এই নিয়ে কোনও সংশয় নেই। আজকের প্রজন্মের সঠিক কোনও ইতিহাস-বোধ তৈরি হচ্ছে না। তাই ভারতের মতো এত বড় এবং বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশের ভবিষ্যৎ একেবারেই উজ্জ্বল নয়। এই ট্র্যাজেডি দেশভাগ-ট্র্যাজেডি থেকে কোনও অংশে ছোট নয়। এভাবে 'ইতিহাস'কে আড়াল করলে তা ছোটদের সামনে দেশকে ভালোভাবে জানার সুযোগ করে দেবে না। আর এভাবে 'আড়াল' করার তো কোনও মানেও হয় না। সত্যিটা আসলে কী তা আজকাল জানার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই নেই। মাউসের এক ক্লিকেই তা মনিটরে হাজির বা আঙুলের ছোঁয়ায় মুঠোফোনের পর্দায়। বরং সত্যিটাকে আড়াল না করে 'সত্য'কে জানার সুযোগ করে দেওয়াটাই মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে যে কোনও সরকারের নিরপেক্ষতা সবার সামনে বজায় থাকে। আর এমন করা হলে সেই সরকারের বিষয়ে সবার শ্রদ্ধাটুকুও সমানভাবে বজায় থাকবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক)

আজ

১৯৭৬
কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯০৫
হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

অসমের মতো সংবেদনশীল রাজ্যে জমি হস্তান্তরের বিষয়টিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত। অসমের কেউ ভিনধর্মের কারও কাছে জমি বিক্রি করতে চাইলে গোটা প্রক্রিয়াটি সরকার খতিয়ে দেখবে। জমি বিক্রির ফলে এলাকার সংহতি থাকছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
- হিমন্ত বিশ্বশর্মা

ভাইরাল/১

প্যারাগ্লাইডিং সঙ্গে মিউজিক পরিবেশন। এক ভারতীয় মহিলা ডিজের অসামান্য কীর্তি ভাইরাল। ভিডিওতে ১০,০০০ ফুট উঁচুতে প্যারাগ্লাইডিং করতে করতে তাঁকে ডিজের লাইভ পারফরমেন্স করতে দেখা গিয়েছে।

ভাইরাল/২

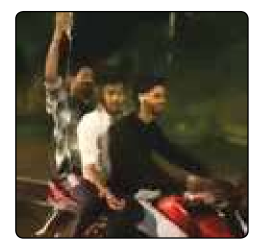

ইয়ে দোস্তি হাম নেহি...। তিন বন্ধুর এক হৃদয়গ্রাহী ভিডিও মন ছুঁয়েছে সবার। এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। সেখানে বেডে শুয়ে বোর হয়ে যাওয়ায় বাইরে বেরোনোর ইচ্ছা জানান বন্ধুদের। বাইকে মাঝে বসিয়ে হাতে স্যালাইনের বোতল নিয়ে বন্ধুরা তাঁকে ঘোরালেন।

জনমন
জনমত

ছড়াক সচেতনতার আলো

২২ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত বাণীব্রত চক্রবর্তীর 'স্কুল পালিয়ে আড্ডায়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে ভীত হয়ে আমার মতামত লিখছি।

আকাশ একটু একটু করে সাদা মেঘদের সঙ্গী করে আশমানি রংয়ে সাজতে শুরু করেছে। এই রকম মোহময়ী প্রকৃতির কোলে অনেকগুলো মন একসঙ্গে স্বাভাবিক আবেগে একত্রিত হয়ে গল্প করার নামই তো আড্ডা, যা আমাদের অন্যতম প্রিয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বড়দের, ছোটদের নির্ভেজাল আড্ডা উধাও। যে আড্ডা পাশাপাশি বসে মনের খোরাক জোগাত, সেই আড্ডায় এখন পাশাপাশি বসলেও শোনা যায় মার মার, ধর ধর রব।

কেননা বর্তমান প্রজন্ম মোবাইলে গেম খেলছে, কে কাকে হারাবে! ভীষণ বেপরোয়া হয়ে উঠছে আগামী প্রজন্ম। বিদ্যা, বিনয়, শ্রদ্ধা, সততা শব্দগুলো ওদের জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হতভম্ব হয়ে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ওদের মুঠোফোনের রঙিন ওয়ালপেপার থেকে চোখ ও মন ফিরিয়ে আনতে আমাদের মতো বড়দের একটা ভূমিকা নিতে হবে।

ওদের অবকাশ যাপন রঞ্জিত করতে হবে সংস্কৃতির পটভূমিতে।

সত্যিই একটা দুঃসময় চলছে। এই কঠিন সময়ে পড়ুয়াদের মূল্যবোধ জাগরণের শিক্ষা দিতে হবে। ওদের অন্তর্নিহিত জীবনচেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির বীজমূলকে আমাদেরই প্রস্ফুটিত করতে হবে, কিছুটা ওদের ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়েই। ওদের জীবনের মানেটা বোঝাতে হবে। তাহলেই আগামীর ভবিষ্যৎ বিপন্ন না হয়ে, ওদের মন হয়ে উঠবে সচেতনতার স্বর্গপুরী - আর আমরা বড়রা ওদের জন্য রেখে যাব ওদের স্বপ্নের উপহার। তাড়াতাড়ি সুস্থ হও আগামী।

শৌমিক চক্রবর্তী, ময়নাগুড়ি।

ডাকঘরের অচলাবস্থায় হয়রানি

আজ প্রায় এক মাস হতে চলল ইসলামপুর শহরের প্রধান ডাকঘরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ। প্রতিদিন ডাকঘরে এসে সন্ধানপ্রার্থী মানুষ বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পার্সেল, স্পিড পোস্ট, পিএলআই সহ সব কাজ বন্ধ। এমনকি সব ধরনের অর্থ লেনদেন বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই ডাকঘরে।

স্থানীয় মহকুমা আদালতের পার্শ্ববর্তী ডাকঘরটিও একই অবস্থার সম্মুখীন। শোনা যাচ্ছে, চেন্নাই থেকে এই বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেশজুড়ে পুরাতন বিদেশি কোম্পানি চালিত সফটওয়্যার পরিবর্তন করে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করার কাজ চলছে। এই অবস্থার পরিবর্তন কবে হবে এবং নতুনভাবে আবার কাজ কবে শুরু হবে সে ব্যাপারে সকলেই অজ্ঞাত। চাকরির নিয়োগপত্র বা মূল্যবান কোনও চিঠি ডাকযোগে পাওয়ার কোনও সুযোগ নেই। পরিবর্তনের নামে এই দুর্ভোগ কতদিন সহ্য করতে হবে তা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় দপ্তরই বলতে পারবে। আমরা শুধু দর্শক মাত্র।

সঞ্জীব বাগচী, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

হাতুড়ে চিকিৎসার ডিজিটাল উত্তরণ!

সোশ্যাল মিডিয়াতে আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। সাড়া দিয়ে অনেকে বিপদে পড়ছেন।

তন্ময় দেব

মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রতিটি রবিবারের সকাল প্রায় একই রকম হয়। সকালে উঠে চা পান করে সোজা মাংসের দোকানে লাইন দেওয়া। তেমনই এক লাইনে দাঁড়িয়েছি, আমার ঠিক পেছনেই দুজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক গল্প করছেন। প্রথমজন বললেন, 'এই তোমার না কোলেস্টেরল, তা-ও পাঁঠা কিনতে এসেছ!', দ্বিতীয়জন গালভরা হাসি হেসে বললেন, 'হেঁহেঁ! পাঁঠা নয়, খাসি! আর চিন্তা কোরো না, এই তো হপ্তাখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখলাম ভোর ৫টায় উঠে খালি পেটে অমুক পাতার রস খেলে নাকি কোলেস্টেরল গায়েব! সেটাই খাচ্ছি এখন, বেশ ফুরফুরে লাগছে, তাই গিন্নি বলল, যাও আজ নাহয় খাসিই নিয়ে এসো!'

প্রথমজন যারপরনাই বিস্মিত আর সামান্য রোমাঞ্চিতও! উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, 'তাই নাকি? এই সুগার কমানোর কিছু রেমেডি আছে? ইনসুলিনের ইনজেকশনের পেছনে গাঁটের কড়ি খরচ করতে করতে দেউলিয়া হয়ে যাবার জোগাড়!' দ্বিতীয়জন নিজেকে ধন্বন্তরির সমকক্ষ মনে করতে করতে বললেন, 'আছে মানে, ভূরিভূরি, কত লাগে তোমার? দাঁড়াও এখনই তোমায় লিংকগুলো শেয়ার করে দিচ্ছি।'

তো এই হচ্ছে বর্তমান জনসমাজে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি দৃশ্যকল্প, যেখানে আমরা সবাই ডাক্তার আমাদেরই রোগের রাজত্বে! আর হবে নাই বা কেন? এত টাকা ভিজিট গুনে যখন দিনের পর দিন রোগ নিরাময়ের কোনও লক্ষণ চোখে পড়ে না, ওষুধের বিল দিতে দিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তখন মানুষও বিকল্প রাস্তা খুঁজে বেড়ায় আর ঠিক এই জায়গাতেই ক্রমাগত বেড়ে চলেছে নিজে নিজে চিকিৎসা করার প্রবণতা যাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া।

এআই।

আগে এবং এখনও, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলোতে বিভিন্ন স্বঘোষিত ডাক্তাররা বসতেন ও বসেন। যাঁদের আমরা হাতুড়ে বলে চিনি। তাঁরা সর্দিকাশি থেকে শুরু করে শল্য চিকিৎসা, সবেতেই নিজেদের বিদ্যা জাহিরে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সঠিক পড়াশোনা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে বিন্দুমাত্র ধ্যানধারণা না থাকায় অধিকাংশ সময়ই বড় ধরনের দুর্ঘটনা, এমনকি রোগীর প্রাণসংশয়ও ঘটত। তবুও মানুষ তাঁদের কাছে আসতেন ও এখনও আসেন, কারণ গাড়ি ভাড়া দিয়ে শহরে গিয়ে চিকিৎসা করানোর মতো সামর্থ্য তাঁদের নেই।

সোশ্যাল মিডিয়াতেও আজকাল এমনই কিছু উদ্ভট চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কিত কালচারের আনাগোনা হয়েছে। মানুষজন পুষ্টিবিদের কাছে না গিয়ে ভিডিও দেখে ডায়েট করছেন, ওজন কমাচ্ছেন, বাড়াচ্ছেন। মানলাম কোনও জিনিস বিনামূল্যে পেলে আমরা প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই মাতামাতি করি কিন্তু তা বলে কি একবারও যাচাই করে নেব না যিনি ভিডিওটিতে এই সমস্ত নির্দেশ দিচ্ছেন তার যোগ্যতা কী? তিনি আদৌ যথাযথ পড়াশোনা করে এসেছেন কি না, নাকি ডিজিটাল জগৎকে কাজে লাগিয়ে, মানুষের অনুভূতিকে ব্যবহার করে দু'পয়সা কামানোর ধান্দায় আছেন।

আগে যেমন সাপে কামড়ালে মানুষ হাসপাতালে না গিয়ে ওঝার কাছে যেত, যার ফল হত ভয়ানক, তেমনি এই সোশ্যাল মিডিয়া মারফত পাওয়া বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসরণ করেও অজস্র দুর্ঘটনা ঘটছে, সুস্থ মানুষ অযথা জীবনে বিপদ ডেকে আনছেন। সুস্থ থাকতে কে না চায়, কিন্তু তা বলে নিজে নিজে ডাক্তারি করে নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিনিয়ত উন্নতি করছে, তার ওপর ভরসা রাখা উচিত এবং কোভিডের মতো অতিমারির পর হওয়া উচিত আরও বেশি সতর্ক।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩০

পাশাপাশি : ১। চলচ্চিত্র সম্পাদনার কৌশল ৩। নীচের দিকে বা ঝুঁকে পড়া ৫। পাড়ার সরু রাস্তা ৬। ছোট জলযান ৮। শিশুর দেহে জন্মদাগ ১০। খবর পাঠানো বা সংবাদ দেওয়া ১২। গেঁজে ওঠা বা উদ্দীপনা ১৪। লতানো গাছের অগ্রভাগ ১৫। মূর্খ অথবা কাঁঠাল ১৬। চুলবুল পাণ্ডেকে নিয়ে বিখ্যাত হিন্দি সিনেমা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট শাহজাহানের বেগম ২। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমার বিখ্যাত গাড়ি ৪। বকাঝকা বা চোটপাট করা ৭। মোবাইল ফোনের প্রাণভোমরা ৯। কেউটে বা গোখরো সাপ ১০। স্তূপাকৃতি জিনিস বা পরিমাণে অনেক ১১। মণ্ডপের আলোকসজ্জা ১৩। বেতন বা সারা মাসের মাইনে।

সমাধান ■ ৪২২৯

পাশাপাশি : ১। বিস্ফার ৩। পর্যাবৃত্তি ৪। সায়রা ৫। শবদেহ ৭। কদু ১০। তাগা ১২। অড়হর ১৪। কুহর ১৫। ধমকানো ১৬। তাড়ন।

উপর-নীচ : ১। বিভীতক ২। রসাম্ল ৩। পরাশর ৬। দেবতা ৮। দুদ্দাড় ৯। ঘরকুনো ১১। গাত্রোত্থান ১৩। সরতা।

বিন্দুবিসর্গ

দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির পথে ভারত : রিপোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ২০৩৮ সালের মধ্যে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হবে ভারত। আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং-এর একটি রিপোর্টে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারতের জিডিপি হল ৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাপানকে টপকে এখন ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে। প্রথম তিনে রয়েছে আমেরিকা, চিন এবং জার্মানি। সম্প্রতি ব্যাংকিং বিনিয়োগ সংস্থা জেফ্রিসের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল ২০২৭-এর মধ্যে ভারত ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পৌঁছে যাবে। তখন জার্মানিকে ছাড়িয়ে তৃতীয় হবে ভারত। তার ১১ বছরের মধ্যেই দেশ দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছোতে পারে বলে ওই রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে না মিজোরামে

আইজল, ২৮ অগাস্ট : ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ হয়ে গেল মিজোরামে। বুধবার বিধানসভায় এই সংক্রান্ত একটি বিল পাশ করিয়েছে লালডুহোমার সরকার। বুধবার রাজ্যের সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী লালরিনপুই ওই বিলটি পেশ করে জানান, নতুন আইনে শুধু ভিক্ষাবৃত্তিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা নয়, ভিক্ষুকদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্তও করার কথা বলা আছে। বিরোধীরা অবশ্য এই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রধান বিরোধী এমএনএফ মনে করে, নিষেধাজ্ঞা জারি করাটা কোনও সমাধান নয়। তবে মুখ্যমন্ত্রী লালডুহোমার বক্তব্য, আমরা গরিবির অপরাধীকরণ করতে চাই না। বরং মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে চাই। আমরা চার্চ এবং এনজিওগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে মিজোরামকে ভিক্ষুকমুক্ত করার পাশাপাশি যাঁদের প্রয়োজন তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেব। একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছিল, আইজলে ৩০ জনেরও বেশি ভিক্ষুক আছেন। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, সাইরাং রেলস্টেশন চালু হয়ে গেলে ভিক্ষুকদের সংখ্যা আরও বাড়বে। তাঁদের অনেকেই বাইরের রাজ্যের বাসিন্দা। পরিস্থিতি সামলাতে তাই নতুন আইন আনল রাজ্য সরকার। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাইরাং-সিহুমুই রেললাইনের সূচনা করবেন।

ধরা দিলেন ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ২৮ অগাস্ট : মাওবাদীদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরানোর লক্ষ্যে তাদের পুনর্বাসন ও উন্নয়নকেই হাতিয়ার করেছে ছত্তিশগড় সরকার। তাতে ফলও মিলেছে। এবার বিজাপুর জেলার বস্তার অঞ্চলে ৩০ মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। বুধবার সরকারি সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে।

হিংসার পথ ছেড়ে মাওবাদীদের সাধারণ জীবনে প্রবেশের বিষয়টি উল্লেখ করে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকার নিশ্চিত করবে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'এখনও পর্যন্ত মাওবাদীদের সবচেয়ে বড় সংখ্যায় আত্মসমর্পণের মধ্যে এটি অন্যতম। ছত্তিশগড় সরকারের পুনর্বাসন নীতি, নিরাপত্তা বাহিনীর সাহসিকতা ও সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের ফলে এটা সম্ভব হল।' গত সপ্তাহে বস্তারেরই দুই মহিলা সহ আট মাওবাদী আত্মসমর্পণ করে। তাদের মাথার মূল্য ছিল ৩০ লক্ষ টাকা।

শেয়ার বাজার নিম্নমুখী

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্পের শুল্কের ধাক্কায় ভারতীয় শেয়ার বাজারে পতন চলছেই। বৃহস্পতিবার বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ৭০৫.৯৭ পয়েন্ট নেমে ৮০০৮০.৫৭ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২১১.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৪৫০০.৯০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একদিনে লগ্নিকারীরা খুইয়েছেন প্রায় ৪ লক্ষ কোটি টাকা।

কিভে রুশ হামলা, মৃত ১৪

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ফের কিভে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে, আহত ৪৮। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি এক্সে লিখেছেন, 'রাশিয়া আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক মিসাইলকেই বেছে নিল। আমি চাই বিশ্বের প্রতিটা দেশ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। শান্তির আহ্বান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অধিকাংশই নীরব রয়েছে।'

অতিবৃষ্টিতে জলবন্দি উজ্জয়িনীর মন্দিরগুলিও। চলছে দুর্গতদের উদ্ধারের কাজ। বৃহস্পতিবার।

ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তে সায় নেই ডেমোক্র্যাটদের

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : 'বাবু' বলার পর গলা মিলিয়ে ভারতকে বার্তা দিতে আওয়াজ দিচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের পারিষদরাও। মার্কিন প্রেসিডেন্টের শীর্ষ অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কেভিন হাসেট সতর্ক করে বলেছেন, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমাতে না পারলে ভারতকে উচ্চ শুল্কের বোঝা বহন করতেই হবে। তিনি জানান, ভারত তার বাজার মার্কিন পণ্যের জন্য না খুললে ট্রাম্প প্রশাসনও নরম হবে না।

বাণিজ্য আলোচনাকে 'জটিল প্রক্রিয়া' বলে উল্লেখ করে হাসেট বলেন, 'মার্কিন শুল্কনীতি কেবল যে ভারতের জন্য তা নয়, এটা রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়ানোর জন্যও বটে। যদি ভারত না নড়ে, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও নড়বেন না। এটা এক ধরনের 'ম্যারাথন দৌড়', যেখানে উত্থান-পতন মেনে নিতে হয়।'

একই দিনে মার্কিন ট্রেজারি সচিব স্কট বেসান্ত বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম মে বা জুনে সমঝোতা হবে। কিন্তু ভারত সহযোগিতায় অনীহা দেখিয়েছে।' যদিও তাঁর আশা, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ও সবচেয়ে বড় অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের নীতির সঙ্গে একমত হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, 'কৃষক ও দেশের স্বার্থের সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।'

অন্যদিকে ট্রাম্পের শুল্কনীতি নিয়ে খুশি নন মার্কিন ডেমোক্র্যাটরা। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লিখিত বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাটদের অভিযোগ, 'প্রেসিডেন্ট কেবল ভারতকে নিশানা করছেন, অথচ রাশিয়া থেকে আরও বেশি তেল আমদানি করা চিন সম্পর্কে তাঁর মুখে রা নেই। চিনকে শাস্তি দিতে ট্রাম্পের হাত কিন্তু উঠছে না। এই দুমুখো নীতির জেরে গত দু'দশকে যে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা নষ্ট হতে বাধ্য।'

মার্কিন কংগ্রেসের বিদেশ বিষয়ক কমিটির সদস্য ডেমোক্র্যাটরা এক বিবৃতিতে বলেন, 'ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত শুধু ভারতকেই নয়, মার্কিন নাগরিকদেরও ক্ষতি করছে। পোশাক, জুতো, আসবাবপত্র, গয়না ইত্যাদি নানাবিধ ভারতীয় পণ্য তাঁদের এখন থেকে বেশি দামে কিনতে হবে।'

আগামী সপ্তাহে জিনপিং, পুতিনের সঙ্গে বৈঠক মোদির

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর শুল্কনীতির জেরে চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার ব্যাপারে নজর দিয়েছে কেন্দ্র। আগামী সপ্তাহে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) বৈঠকে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিয়ানজেনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ওই বৈঠকের ফাঁকে ৩১ অগাস্ট চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। ১ সেপ্টেম্বর রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসবেন মোদি। এই দুটি বৈঠক ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক মহলে। গতবছর রাশিয়ার কাজানে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে জিনপিং এবং পুতিনের সঙ্গে শেষবার দেখা গিয়েছিল মোদিকে। এদিকে এসসিও বৈঠকে যোগদানের আগে জাপানে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২৯-৩০ অগাস্ট দু-দিনের সফরে জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

বুধবার থেকে ভারতের বস্ত্র, ইস্পাত, কৃষিপণ্য সহ একাধিক দ্রব্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। তার জেরে ভারতের ওই শিল্পক্ষেত্রগুলিতে বিপুল লোকসানের আশঙ্কা করা হচ্ছে। অবিলম্বে আমেরিকার বিকল্প বাজার খোঁজার চেষ্টাও চলছে। এই পরিস্থিতিতে জিনপিং ও পুতিনের সঙ্গে মোদির বৈঠক ত্রিদেশীয় সম্পর্ককে কোন খাতে বয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে নজর রাখছে কূটনীতিক মহল। মোদি-জিনপিং বৈঠক নিঃসন্দেহে দুই দেশের টালমাটাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মেরামতের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হতে পারে। গালওয়ান সংঘর্ষের পর থেকে গত পাঁচবছরে দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে নেমে গিয়েছিল। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই দেশের সম্পর্কে অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। মোদি শেষবার চিনে গিয়েছিলেন ২০১৮ সালে।

অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির বিরোধ বাড়লেও নয়াদিল্লি-মস্কো বন্ধুত্বে কোনও চিড় ধরেনি। মূলত রুশ তেল এবং অস্ত্র কেনার কারণেই মোদি সরকারের ওপর গোসা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাই শুধু মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসা নয়, ত্রিদেশীয় বৈঠকের চিন্তাভাবনাও চলছে মস্কো প্রশাসনের অন্দরে।

সংঘ-বিজেপির মধ্যে মনভেদ নেই : ভাগবত

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মোদি সরকারের সঙ্গে আরএসএসের ঝগড়ার কথা মানতে নারাজ সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। তাঁর দাবি, সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে ঠিকই। কিন্তু কোনওপ্রকার ঝগড়া নেই। সংঘের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভাগবত। সেখানে কেন্দ্রের সঙ্গে আরএসএসের সমন্বয়ের ব্যাপারে বলেন, 'কোথাও কোনও ঝগড়া নেই। কিন্তু সব ব্যাপারে একমত হওয়াটাও তো সম্ভব নয়। আমরা সবসময় পরস্পরকে বিশ্বাস করি। আমি ৫০ বছর ধরে শাখা চালাচ্ছি। কেউ যদি কোনও পরামর্শ দেন, তাহলে আমি তা শুনব। কিন্তু দেশ চালাচ্ছে দল। ওরা ওই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমরা নই।' তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের মধ্যে মতভেদ হতে পারে। কিন্তু মনভেদ নেই।' রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও যে সংঘের সুষ্ঠু সমন্বয় আছে, সেকথা জানাতে ভোলেননি ভাগবত।

শুধু মোদি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক নয়, দেশের স্বার্থে তিন সন্তান নীতির কথাও শোনা গিয়েছে মোহন ভাগবতের মুখে। তাঁর সওয়াল, 'প্রতিটি পরিবারে অন্তত তিনটি সন্তান থাকা উচিত।' সম্প্রতি ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'দেশীয় ভাষার পাশাপাশি ইংরেজিও পড়তে হবে, এতে

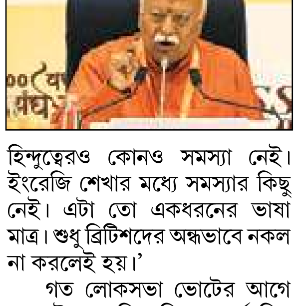

হিন্দুত্বেরও কোনও সমস্যা নেই। ইংরেজি শেখার মধ্যে সমস্যার কিছু নেই। এটা তো একধরনের ভাষা মাত্র। শুধু ব্রিটিশদের অন্ধভাবে নকল না করলেই হয়।'

গত লোকসভা ভোটের আগে থেকেই সংঘ-বিজেপি সম্পর্কে চিড় ধরেছিল। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা সেসময় মন্তব্য করেছিলেন, তাঁরা বড় হয়ে গিয়েছেন। তাই তাঁদের আর আরএসএসকে প্রয়োজন নেই। পরবর্তীতে অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাগপুরে গিয়ে ড্যামেজ কন্ট্রোলের পথে হাঁটেন। যদিও তারপর ৭৫ বছরে অবসর নেওয়ার ভাগবত বার্তার মধ্যেও মোদিকে নিশানা করেছিলেন তিনি। এদিন সেই প্রসঙ্গে ভাগবত বলেন, 'আমি নিজে অবসর নেব বা অন্য কেউ অবসর নেবে এমন কোনও কথা আমি বলিনি। সংঘে এমন কথা বলার অধিকারও আমার নেই। এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংঘ নেবে।' তাঁর সংযোজন, 'এই সভাকক্ষে সরসংঘচালক হওয়ার মতো আরও অন্তত ১০ জন বসে আছেন। তাঁরা খুবই ব্যস্ত। আমি অবসর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবে সংঘ চাইলে আমি আরও কাজ করব।'

বিজেপির নতুন সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উভয় শিবিরের টানাপোড়েন চলছে। তাই এখনও বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি। এই ব্যাপারে ভাগবতের মন্তব্য, 'আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে কি এত দেরি হত? ওরা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিক। আরএসএস শুধু পরামর্শ দেয়। কিন্তু কখনও বিজেপির সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কখনও হস্তক্ষেপ করে না।'

মার্কিন সিদ্ধান্তে সমালোচনা রাজনের

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুধু অর্থনীতি বা বাণিজ্য নয়, এর বাইরেও বৃহত্তর পরিকল্পনার অঙ্গ বলে জানিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজন।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাজন বলেন, ট্রাম্পের মনে হয়েছে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি এবং বাণিজ্য ঘাটতির সমাধান হল শুল্ক বৃদ্ধি। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছেন শুল্ক হার কম থাকায় বিভিন্ন পণ্য কম দামে পাচ্ছিলেন মার্কিন নাগরিকরা। তিনি আরও বলেন, ১৯৮০ থেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন ট্রাম্প। তাঁর মতে, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে সহজে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা। এতে রাজস্ব সাময়িকভাবে বাড়বেও। পরিবর্তে তিনি মার্কিন নাগরিকদের কর ছাড়ের সুবিধা দিয়েছেন।

রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতের ওপর প্রাথমিক ট্যারিফ ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে। বাকি ২৫ শতাংশ চাপানো হয়েছে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য। তুরস্ক, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়া থেকে তেল,গ্যাস কিনলেও তাদের ক্ষেত্রে এই জরিমানা করা হয়নি।

নারী সুরক্ষায় পিছিয়ে কলকাতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : নারী নিরাপত্তায় কলকাতা একেবারেই নিরাপদ নয়। দেশের মধ্যে নিরাপদ নয় এমন শহরগুলির তালিকায় একেবারে শেষে কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, রয়েছে দিল্লিও। পাটনা, জয়পুর, ফরিদাবাদও একই শ্রেণিতে। অন্যদিকে নিরাপদতম শহর হয়েছে কোহিমা, আইজল, গ্যাংটক, ইটানগর, ভুবনেশ্বর, বিশাখাপত্তনম ও মুম্বই। ন্যাশনাল অ্যানুয়াল রিপোর্ট অ্যান্ড ইনডেক্স অন উওম্যানস সেফটির সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে বৃহস্পতিবার।

দেশের উল্লেখযোগ্য ৩১টি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে সমীক্ষা চালানো হয়। ১২,৭৭০ জন মহিলাকে প্রশ্ন করা হয়েছে। নিরাপত্তার মাপকাঠিতে বিষয়টিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। ভাগগুলি

নিরাপদ নয় রাজধানী নয়া দিল্লিও

হল অনেক ওপরে, ওপরে, মোটামুটি নিরাপদ, নিরাপদ নয়, অতি খারাপ। সমীক্ষায় রয়েছে কোহিমা সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি শহর। লিঙ্গসমতা, নাগরিক সচেতনতা, পুলিশি ব্যবস্থা, মহিলাদের আনন্দে থাকার মতো পরিকাঠামো রয়েছে সংশ্লিষ্ট শহরগুলিতে। এককথায় শহরগুলি নারীবান্ধব।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সংস্কৃতির শহর হলেও কলকাতার পরিকাঠামো হতদরিদ্র। সেইসঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক রীতিনীতি, দুর্বল সরকারি ব্যবস্থা, দায়িত্ববোধের অভাবের কথা উঠে এসেছে। শহরের ৪০ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। বিশেষ করে রাতে যাতায়াতের ক্ষেত্রে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮৬ শতাংশ মেয়েরা দিনের বেলায় নিরাপদ বোধ করলেও রাত নিয়ে তাঁদের মনোভাব সম্পূর্ণ উলটো। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের কথা অর্ধেক মহিলাই জানেন না।

রিপোর্টটি প্রকাশ করে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহতকার বলেছেন, মেয়েদের নিরাপত্তা শুধু আইনশৃঙ্খলার বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ। সর্বোপরি ভবিষ্যৎ। তাঁদের স্বাধীনভাবে বিচরণও বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত।

বৈষ্ণোযাত্রায় বিপর্যয় নিয়ে ক্ষোভ ওমরের

শ্রীনগর, ২৮ অগাস্ট : আবহাওয়া খারাপ ছিলই। সতর্কবার্তাও ছিল। তাও কেন পদক্ষেপ করল না প্রশাসন? বৈষ্ণোদেবীর ভূমিধস ও মৃত্যুমিছিল নিয়ে আগের দিনই এই প্রশ্ন তুলেছিলেন এক পুলিশ আধিকারিক। এবার সেই একই প্রশ্ন শোনা গেল জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার মুখেও। তাঁর একটাই বক্তব্য, 'সব কিছু জানা সত্ত্বেও কেন বন্ধ হল না যাত্রা! তাহলে তো এত মানুষের প্রাণহানি হত না।' গত দু'দিনে বৈষ্ণোদেবীর পথে মৃত্যু হয়েছে ৪১ জনের।

গত কয়েক মাসে কাশ্মীরে একাধিক বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম থেকেই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর ছিল ওমরের। কিন্তু বৈষ্ণোদেবীতে বহু তীর্থযাত্রীর মৃত্যু তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। কেন সবকিছু জানা সত্ত্বেও আটকানো যাচ্ছে না দুর্ঘটনা? কেন সচেতন হচ্ছে না প্রশাসন? মুখ্যমন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, 'যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না? এতগুলি অমূল্য প্রাণ চলে গেল। এ নিয়ে প্রশাসনকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।'

বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ওমর জানান, খুব বাঁচোয়া যে, আরও এক-দেড় দিন বৃষ্টি হয়নি। হলে ২০১৪ সালের মতো বড় বিপর্যয় নেমে আসতে পারত। তিনি বলেন, 'এখন জল নামতে শুরু করেছে, তবে আমাদের বুঝতে হবে ২০১৪ সালের পর আমরা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। মাত্র দু'দিনের বৃষ্টিতে যদি এমন হয়, তবে চারদিন হলে অবস্থা কী হত!'

এদিকে সামরোলি এলাকায় রাস্তার দুটি অংশ ভেঙে পড়ায়

> যখন আমরা আগে থেকেই জানতাম ভারী বৃষ্টি আর মেঘভাঙার আশঙ্কা রয়েছে, তখন কি কিছু ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল না?
>
> **ওমর আবদুল্লা**

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক (এনএইচ-৪৪) দ্বিতীয় দিনেও বন্ধ রয়েছে। জহলম নদীর জলস্তর কিছুটা কমলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।

অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটজনের মৃত্যু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাই প্রশাসনকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সব ধরনের সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী জানান, বন্যায় ৯৬টি গবাদি পশু মারা গিয়েছে, প্রায় ৪৯৫টি ঘরবাড়ি, ১৬টি সেতু ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে দু'হাজারেরও বেশি মানুষকে নিরাপদে সরানো হয়েছে।

পঞ্জাবের গুরদাসপুর জেলায় ভয়াবহ বন্যায় আটকে পড়া ২৭ জনকে ভারতীয় সেনা সফলভাবে উদ্ধার করেছে। হিমাচলপ্রদেশে লাগাতার বৃষ্টিতে মানালি যাওয়ার প্রধান সড়ক ভেঙে পড়েছে। চণ্ডীগড়-মানালি জাতীয় সড়কের কুলু অঞ্চলের টোলপ্লাজা তলিয়ে গিয়েছে বিপাশা নদীতে। টানা তৃতীয় দিন আটকে রয়েছে শতাধিক ট্রাক ও গাড়ি। একাধিক জায়গায় ভূমিধস ও সড়ক ভেঙে যাওয়ায় রাস্তা খরস্রোতা নদীর চেহারা নিয়েছে।

ইরাবতী নদীতে হঠাৎ বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কাংরা ও চাম্বা জেলায় বাড়িঘর, স্কুল, পঞ্চায়েত ভবন, দোকানপাট, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সেতু পর্যন্ত ভেসে গিয়েছে। চাম্বায় পৃথক ভূমিধসে চারজনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু'জন গুরুতর জখম। সরকারি হিসাবে, চলতি বছর জুনের পর থেকে ভারী বর্ষণ ও বন্যায় হিমাচলপ্রদেশে অন্তত ১৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, নিখোঁজ ৩৮ জন।

ভূস্বর্গে সর্বনাশ।। *তাওয়াই নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্রায় নিশ্চিহ্ন আশ্রয়ের পাশে গৃহকর্তা। বৃহস্পতিবার জম্মুতে।*

রাহুলের মঞ্চে কুকথা, ক্ষোভ পদ্মে

পাটনা, ২৮ অগাস্ট : ভোট চুরির স্লোগান তুলে বিহার দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর ভোটার অধিকার যাত্রা ইতিমধ্যে সাড়া ফেলেছে বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। কিন্তু রাহুলের জনসভা থেকে যেভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলা হয়েছে, তাতে ভোটার অধিকার যাত্রার সাফল্যে কালির ছিটে লেগেছে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দ্বারভাঙায় রাহুলের জনসভার পর ওই মঞ্চ থেকে মোদি এবং তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কুকথা বলতে শোনা গিয়েছে। সেইসময় অবশ্য রাহুল বা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব কেউই মঞ্চে ছিলেন না। তবে মঞ্চে তাঁদের ছবি ছিল।

কংগ্রেস কর্মীরা যে নেতার নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন, তিনি হলেন স্থানীয় নেতা নৌসাদ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় রাহুলকে নিশানা করেছে বিজেপি। দলের নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, 'রাহুল গান্ধি, তেজস্বী যাদবের মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা সম্পর্কে যে কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়। এটা সারাদেশের কাছেই লজ্জার মুহূর্ত।' বিজেপি মুখপাত্র নীরজ কুমার বলেন, 'এক গরিব বাবার ছেলে, ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, এটা রাহুল গান্ধি সহ্য করতে পারছেন না।'

বিতর্কের জেরে যে নেতার নামে স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, সেই নৌসাদ বলেন, 'আমি দিল্লিতে দু'বার ভোটে লড়েছি। ২০ বছর ধরে আমি দলের কর্মী। আমরা এমনটা করতেই পারি না। তবুও আমি ক্ষমা চাইছি। যেহেতু আমরা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলাম, তাই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।' প্রবীণ কংগ্রেস নেতা রশিদ আলভি অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা এই ধরনের ভাষা কখনও বরদাস্ত করেন না। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে সীতামারিতে এবং বিকালে মোতিহারিতে ভোটার অধিকার যাত্রা করেন রাহুল, তেজস্বীরা। এই কর্মসূচি ঘিরে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল।

চারতলা বাড়ি ধসে মৃত ১৭

মুম্বই, ২৮ অগাস্ট : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার ভিরারে একটি চারতলা বাড়ির পিছনের অংশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ায় অন্ততপক্ষে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার মাঝরাতের ঘটনায় আহতের প্রকৃত সংখ্যা জানা যায়নি। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ন'জনকে। চিকিৎসা চলছে দু'জনের।

পুলিশ বাড়ির নির্মাতা তথা প্রোমোটারকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযোগ, পুরনিগমের অনুমোদন ছাড়াই তিনি জমি ব্যবহার ও বহুতলটি নির্মাণ করেন। মহারাষ্ট্র সরকার মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সময় চারতলা বাড়িটির একটি অংশে এক শিশুর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ঘটনার সময় ৩০ জন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে চলে আসে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল।

মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ এক্স হ্যান্ডেলে আর্থিক সাহায্য ঘোষণার সঙ্গে ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

'পুশব্যাক'-এ কড়া বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ভারতে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আটক করে পদ্মাপারে ফেরত পাঠাতে মরিয়া কেন্দ্র। বিএসএফের দাবি, ভারত তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে চায়, যদিও বিজিবি বারবার তা অস্বীকার করছে। এটি অন্যায় এবং 'পুশব্যাক' প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়া যাবে না।

ঢাকায় বিএসএফ-বিজিবি ডিজি পর্যায়ের বৈঠকে বিএসএফ ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী নিজেই এই দাবি উত্থাপন করেছেন বলে জানা গিয়েছে। ২৫-২৮ অগাস্ট অনুষ্ঠিত চারদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতীয় নাগরিক ও সীমান্তরক্ষী জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এদিকে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন '২৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন।

হামলার নেপথ্যে ডোনাল্ড বিরোধিতা

ওয়াশিংটন, ২৮ অগাস্ট : আমেরিকার মিনেসোটা প্রদেশের মিনিয়াপলিসে একটি ক্যাথলিক স্কুলে বুধবার যে রূপান্তরকামী তরুণ (২৩) হামলা চালিয়েছিল, তার নাম রবিন ওয়েস্টম্যান। ওই হামলায় দুই পড়ুয়া নিহত হয়। পরে নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে ঘিরে ফেললে ওয়েস্টম্যান গুলি চালিয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়। তার হেপাজতে থাকা একটি রাইফেল, একটি শটগান এবং একটি পিস্তল ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

হামলাকারীর অস্ত্রগুলিতে লেখা ছিল, কিল ডোনাল্ড ট্রাম্প, নিউক ইন্ডিয়া, ইজরায়েল মাস্ট ফল ইত্যাদি স্লোগান। 'রবিন ডব্লিউ. বথ' নামে তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে অস্ত্রভাণ্ডার ছাড়াও গুলিভর্তি ম্যাগাজিন এবং একটি চিঠি মিলেছে। চিঠিতে সে পরিবারের কাছে ক্ষমা চেয়েছে।

ভিডিওতে আরও পাওয়া যায় পূর্ববর্তী স্কুল-হামলাকারীদের নাম ও সাইরিলিক ভাষায় লেখা নোটবুক। ভিডিওতে হামলাকারীদের সম্পর্কে

প্রশংসাসূচক মন্তব্যই রয়েছে। যদিও চ্যানেলটি সমাজমাধ্যম কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন। পুলিশ জানিয়েছে, এটা 'অসুস্থ মানসিকতা থেকে করা চরম হিংসা' হলেও বন্দুকবাজ তরুণের কোনও পূর্ব অপরাধের রেকর্ড ছিল না।

রুপোলি জগতের হাতছানি

গৌরব

চলচ্চিত্র পরিচালনা ও চিত্রনাট্য লেখন বিভাগের পড়ুয়া, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া, পুনে (কোচবিহারের বাসিন্দা)

চলচ্চিত্র নিয়ে উৎসাহী? ভবিষ্যতে রুপোলি পর্দার জগতে পা রাখতে ইচ্ছুক? হাতেকলমে কাজ শিখতে চাইছেন? নাম শুনেছেন প্রতিষ্ঠানের, কিন্তু কীভাবে এগোবেন? সেই সমস্ত উত্তর দিতেই আজকের আলোচনা।

১৯৬০ সালে পুনের প্রভাত স্টুডিওকে ঘিরে তৈরি হল ভারতবর্ষের প্রথম ফিল্ম স্কুল, যার বর্তমান নাম ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। যদিও টেলিভিশন বিভাগ যুক্ত হয়েছিল ১৯৭১ সালে, যেখানে দূরদর্শন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। এরপর ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI)। দু'ক্ষেত্রেই লক্ষ্য এক, চলচ্চিত্র নিয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ।

কী কী বিভাগ?

ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া

চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে ইউজিসি'র অধীনে আসায় বদলে গিয়েছে কোর্সের নাম। মূলত দুটো ভাগ রয়েছে, ফিল্ম ও টেলিভিশন। ফিল্ম বিভাগে প্রতিটি কোর্স শেষে MFA in Cinema অর্থাৎ 'মাস্টার্স অফ ফাইন আর্টস ইন সিনেমা' ডিগ্রি দেওয়া হয়।

এই বিভাগে রয়েছে সাতটি স্পেশালাইজেশন কোর্স। এর মধ্যে চিত্রনাট্য ও পরিচালনা (Direction and Screenplay Writing), আলোকচিত্রগ্রহণ (Cinematography), সম্পাদনা (Editing), শিল্প নির্দেশনা ও নির্মাণ পরিকল্পনা (Art Direction & Production Design), শব্দগ্রহণ ও শব্দ পরিকল্পনা (Sound Recording & Sound Design) কোর্সগুলো তিন বছরের। বাকি অভিনয় (Screen Acting) এবং চিত্রনাট্য লেখন (Screenwriting- Film, TV, Web Series) কোর্স দুটো দু'বছরের।

টেলিভিশন বিভাগে কোর্স শেষে দেওয়া হয় One Year Post Graduate Certificate Course ডিগ্রি। এটা সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ (All India Council for Technical Education-AICTE) দ্বারা অনুমোদিত। এখানে পরিচালনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও টেলিভিশন কারিগরিবিদ্যার ওপর কোর্স করানো হয়। টেলিভিশন বিভাগের সমস্ত কোর্স এক বছরের।

সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট

এই প্রতিষ্ঠানে দুটো বিভাগ রয়েছে। সিনেমা ও ইডিএম (ইলেক্ট্রনিক এবং ডিজিটাল মিডিয়া)। সিনেমা বিভাগে অ্যানিমেশন, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা, সম্পাদনা, আলোকচিত্রগ্রহণ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র প্রযোজনা, শব্দগ্রহণ ও পরিকল্পনার ওপর তিন বছরের কোর্স পড়ানো হয়।

ইডিএম বিভাগে আলোকচিত্রগ্রহণ, পরিচালনা ও প্রযোজনা, সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা, শব্দ পরিকল্পনা, লেখনের মতো বিষয়গুলোর ওপর কোর্স রয়েছে। এগুলোও দু'বছরের এবং দুটোক্ষেত্রেই কোর্স শেষে MFA ডিগ্রি দেওয়া হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

আগে দুটো প্রতিষ্ঠান (FTII এবং SRFTI) একসঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত। এবছর থেকে আলাদা আলাদাভাবে পরীক্ষা হচ্ছে। দুটো ক্ষেত্রেই যোগ্যতামান স্নাতক ও সমতুল্য কোর্স। FTII-এর ক্ষেত্রে প্রথম ধাপে দুটো ভাগে পরীক্ষা হয়। এমসিকিউ ধাঁচে সাধারণ জ্ঞান, ভারতীয় শিল্পের ইতিহাস, চলচ্চিত্রের ইতিহাস, সাম্প্রতিক ঘটনাবলি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। পাশাপাশি আপনি যে কোর্সের জন্য পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেই সংক্রান্ত বর্ণনামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়।

উদাহরণ

২০২১ সালে FTII-এর ফিল্ম বিভাগের চিত্রনাট্য ও পরিচালনা কোর্সের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল, 'ক ও খ দুই বন্ধু কোনও এক নদীতীরের ছোট শহরে একসঙ্গে ছেলেবেলা কাটিয়েছে। পড়াশোনার কারণে দুজন আলাদা জায়গায় চলে যাওয়ার আগে আজ সন্ধ্যায় শেষবারের মতো নদীতীরে দেখা করতে এসেছে। এই পরিবেশে একটি দৃশ্য রচনা করো ও তাদের মধ্যে কী কথোপকথন হতে পারে তা লেখো।' আন্দাজ করাই যায়, এখানে মূলত যাচাই করা হয় সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও কল্পনাশক্তি।

SRFTI-এর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম ধাপে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ধাঁচের প্রশ্ন থাকে। এর মধ্যে ৫০ নম্বর সাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও বাকি ৫০ নম্বর নির্দিষ্ট বিভাগ থেকে।

প্রস্তুতি কীভাবে?

ভারতীয় শিল্পকলা নিয়ে উৎসাহ থাকাটা প্রথম শর্ত। চলচ্চিত্র ছাড়াও সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে আগ্রহ থাকলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করা সহজ হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'Swayam-NPTEL'-এর বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যের মধ্যে একটি ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন। ইউটিউবে 'film appreciation Swayam' লিখলেই মিলবে বিনামূল্যের ভিডিওগুলো।

ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কিত ভালোমানের বই পড়লে ধ্রুপদি শিল্প, লোকশিল্পের ইতিহাস ও তার ধরন জানা যাবে।

https://ftii.ac.in/p/exam-paper ওয়েবসাইটটিতে ২০১৫-'১৬ থেকে সমস্ত বিভাগের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রয়েছে। শেষ বছর অবধি যেহেতু দুই প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে পরীক্ষা নিত, তাই পুরোনো প্রশ্নগুলো অভ্যাস করলে প্রস্তুতি ভালো হবে। লেখার পদ্ধতি, দ্রুত চিন্তাশক্তি ও গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা আয়ত্তে আসবে। প্রবেশিকার নোটিফিকেশনের জন্য দুই প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে হবে। প্রতিবছর মার্চ থেকে জুনের মধ্যে বের হয়।

প্রতিদিন আশপাশে কী ঘটে চলেছে- তা দেখা, শোনা এবং নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে লিখতে পারার অভ্যাস যদি তৈরি হয়, তবে সেই আত্মবিশ্বাস আর লেখনক্ষমতা প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাকিদের থেকে আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে। চলচ্চিত্রের জগতে পা দেওয়ার স্বপ্নটা সফল করে ফেলুন এবার।

দুর্গা, অসুরের ভূমিকায় খুদে পড়ুয়ারা

তমালিকা দে

মহিষাসুরমর্দিনীর তাৎপর্য জানা তো দূরের কথা, উচ্চারণ স্পষ্ট নয় অনেকের। দুর্গাপুজোয় নতুন পোশাক পরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া, মেলায় চক্কর কাটার মধ্যেই ওদের আনন্দ ছিল এতদিন। কিন্তু পুজো যত এগিয়ে আসছে, তত ওরা উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। কেননা, ওরাই এবার দুর্গা থেকে অসুরের ভূমিকায়। ওরাই মঞ্চস্থ করবে মহিষাসুরমর্দিনী। যার তালিম এখন চলছে বাগরাকোটের জগদীশ বিদ্যাপীঠে।

'আগমনী'র মধ্যে দিয়ে স্কুলে সংস্কৃতি চর্চার নতুন পরিবেশের আগমন ঘটবে, নিশ্চিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। প্রধান শিক্ষিকা শুক্লা রায় বললেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠান হলে স্কুলের প্রতি আগ্রহ বাড়ে পড়ুয়াদের। তাই আমরা সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি। পুজোর আঙ্গিকে মহিষাসুরমর্দিনীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পড়ুয়াদের স্বরচিত গান, কবিতাও আগমনী অনুষ্ঠানে থাকবে।'

সিংহভাগ পড়ুয়া আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারের। অনেকের বাড়িতে টিভি পর্যন্ত নেই। মহিষাসুরমর্দিনী দেখা হয়ে ওঠেনি তাদের। রেডিওর জমানা অনেক আগে শেষ হয়ে যাওয়ায় শোনাও হয়নি প্রায় কারও। তবে গত কয়েকদিন ধরে অনুশীলন করতে করতে খুদেরা বুঝতে পেরেছে, ওদের পারফর্মের ওপর নির্ভর করছে স্কুলের সুনাম। দেবীর সৃষ্টি থেকে মহিষাসুর বধ, পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার এই কাহিনী তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাই প্রত্যেকে অনুশীলনে মনোযোগী।

পুজো উদ্যোক্তাদের মতোই তাদের এখন চরম ব্যস্ততা। প্রথম শ্রেণির ছাত্রী রাখি বিশ্বাস স্কুলে শেখানো নাচ বাড়িতে গিয়েও অনুশীলন করছে গত কয়েকদিন ধরে। পড়াশোনায় তেমন মন বসতে না চাইলেও চতুর্থ শ্রেণির পুনম সরকার মনযোগ দিয়ে স্কুলকে সাজিয়ে তুলছে। স্কুলের উদ্যোগে শামিল হতে হাতে হাত রেখেছেন অভিভাবকরা। প্রশংসার সুর শিলিগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায়ের গলায়। পুজোর আগেই আগমনীর সুর বাজছে জগদীশ বিদ্যাপীঠে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের।

অর্থবানের 'বেঁচে থাকা'র অনর্থ

সাফল্যের মাপকাঠির গোড়ায় গলদ

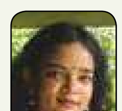

মনিকা পারভীন

স্নাতকোত্তরের পড়ুয়া

'সাকসেস' শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু আদতে বড্ড গোলমেলে। কারণ, সফলতার ফল সবার কাছে সমান মিষ্টি হয় না। আমাদের গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে সাকসেস মানে মোটামুটিভাবে পরীক্ষার খাতায় শতাংশে নয়ের ঘর, দশটা-পাঁচটার সরকারি চাকরি, রোববারের মাংস-ভাত (দোপেয়ে নয় কিন্তু চারপেয়ে) আর বছরে একবার 'দীপুদা'য় হাওয়াবদল। ব্যাস আর তারপর তিন কুড়ির পরবর্তী স্বস্তির অবসর জীবন।

কিন্তু আজকের জেনারেশনকে নিজের পরিচয় দিতে ইংরেজি বর্ণমালা পেরিয়ে গ্রিক আলফা, বিটার সাহায্য নিতে হচ্ছে। তাই সেখানে 'সাকসেস'-এর ধারণা যে আমূল বদলে যাবে, সেটা তো প্রত্যাশিতই।

বছর তেইশের সুস্মিত ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ হতে না হতেই ক্যাম্পাসিংয়ে যখন বেঙ্গালুরুতে দুই অঙ্কের এলপিএ-র চাকরির প্রস্তাব পেল, তখন তার নিজেকে একজন 'সফল' মানুষ মনে হয়েছিল। অথচ অচেনা শহরে রোজ দশ-বারো ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রম শেষেও ঘরে ফিরে অফিস কল আর জুম মিটিংয়ের চর্বিতচর্বন সেরে তার আর নিজের দিকে তাকানোর সময় থাকল না।

ছবি আঁকতে তার এখনও ইচ্ছে করে। কিন্তু ল্যাপটপ স্ক্রিনের ব্লু লাইট থেকে ক্যানভাস বোর্ডের দিকে তাকানো আর হয়ে ওঠে না। বছরে একবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার অবাক লাগে প্রসূনকে দেখে। সরকারি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে সুযোগ না পেয়ে প্রসূন অঙ্কে অনার্স নিয়ে সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

কিন্তু সেকেন্ড ইয়ারে উঠে একপ্রকার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে অঙ্ক ছেড়ে রবীন্দ্রভারতীতে চলে গিয়েছিল গান নিয়ে পড়তে। এখন ওর একটা নিজস্ব গানের দল রয়েছে। ইউটিউবে নিজের লেখা ও সুর দেওয়া কয়েকটি গান তো বেশ ভাইরাল। স্কুলের মাঠে আড্ডা দিতে বসে প্রসূন যখন ওর স্বপ্নের কথা বলে, তখন সেখানে কোথাও 'থ্রি বিএইচকে' ফ্ল্যাট, দশ লাখের গাড়ি, ফরেন ট্রিপ বা এলপিএ-র পাটিগণিত থাকে না। থাকে ওর গানের দলের সারা ভারতবর্ষ ঘুরে পারফর্ম করতে পারার উচ্চাশার কথা। সুস্মিতের মনে তখন খটকা লাগে, আসলে 'সফল' কে?

২০২৫ সালে এসেও 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' শব্দগুলো আমাদের কাছে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু'র অ্যাং-এর 'মিলিপ্পিপ্পিং খুক'-এর নামান্তর মাত্র। নারায়ণমূর্তির মতো বড় দাদারা আমাদের সপ্তাহে সত্তর ঘণ্টা কাজ করার নিদান দেন। ছুটি আমাদের তাই বিলাসিতা। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই, বন্ধু থাকতে নেই, প্রেম থাকতে নেই, পিসতুতো বোনের বৌভাতে যেতে নেই, ছেলেমেয়েকে অঙ্ক করাতে বসতে নেই। 'কোথা যাও নাচি নাচি'র উত্তরে 'দাঁড়াবার সময় তো নাই' বলার সময়টুকুও থাকতে নেই।

থাকার মধ্যে আছে সামনে বিলাসিতার ঘুঘু আর পেছনে ইএমআই-এর ফাঁদ। তাই তো আমাদের সক্কাল সক্কাল উঠে হালকা হওয়ার আগে ই-মেল বক্স চেক করতে হবে। 'রাশ আওয়ার'-এর গুঁতো সামলে ঠিক সময়ে অফিসে পৌঁছে 'ইয়েস প্রেজেন্ট' বলতে হবে। বসের মুখঝামটা নীরবে সয়ে যেতে হবে। ডেডলাইনের পর ডেডলাইন সিলিং ছুঁতে চাইলে উইকএন্ডে বসেও জুম মিটিং করতে হবে। তাতে বন্ধুদের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে যাওয়া, প্রেমিকার মন খারাপের খবর রাখা বা ধুলো জমে যাওয়া গিটারের তারগুলোকে ছুঁয়ে দেখা হল কি না- সেই খবর নারায়ণমূর্তির রাখার দরকার কী!

আমরা তো কর্পোরেট হাউসগুলোর কাছে ৬৯৬ বা ৪৭ফ ছাড়া আর কিছু নই। যেমন রক্তকরবীতে ছিল। আমাদের 'ওয়ার্ক-লাইফ ব্যালেন্স' তাই সোনার পাথরবাটি। বড় দাদারা কড়া ভাষায় বলতে পারেন, বাঙালি জাতটা আজন্ম আলসে। অর্থ উপার্জনকে বড্ড বেশি বাঁকা চোখে দেখে, আসলে হিংসে করে। জাতটা তো হিংসুটেও। আরে বাবা, টাকা রোজগার করতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হবে না? একটু পার্সোনাল লাইফ স্যাক্রিফাইস করতে হবে না?

সবিনয়ে বলি, অর্থ উপার্জনে আমাদের বিরাগ নেই। যশ-খ্যাতির উচ্চাশাকে লোভও বলি না। কিন্তু, দিনশেষে প্রভূত 'অর্থবান' মানুষটি যদি অর্থের তাড়নায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তবে সেই 'বেঁচে থাকা' অনর্থ ছাড়া তো আর কিছু নয়। উইলিয়াম হেনরি ডেভিসের 'leisure' কবিতার ভাষায় বলা যাক, 'What is this life, if full of care / we have no time to stand and stare...'

নতুনের ভাবনায়

স্কুল, কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া তুমি? এই প্রজন্মের আগ্রহ, চিন্তাভাবনা, সমস্যা, পছন্দ-অপছন্দ থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে নিজের আর নিজবয়সিদের মনের কথা তুলে ধরতে চাও? যে কোনও ইস্যু নিয়ে লিখতে পারো ক্যাম্পাস বিভাগে। সহজ-সরল বাংলায় নির্ভরযোগ্য তথ্যসমৃদ্ধ নিজের লেখাটি পাঠাতে পারো এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. শব্দসংখ্যা ৪৫০-৫৫০। এমএস ওয়ার্ড কিংবা মেসেজ আকারে। বাছাই করা লেখা প্রকাশিত হবে 'ক্যাম্পাস' পাতায়।

রাখি উৎসব শেষে ভূরিভোজ

শতাব্দী সাহা

রাখিপূর্ণিমা খানিকটা অন্যরকমভাবে কেটেছে ১৩৫ মাঝিরবাড়ির পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুল এবং পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। আবার সেদিনই ছিল বাইশে শ্রাবণ। কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাখিভর্তি হাত নিয়ে মিড-ডে মিল খেতে বসে বড় সারপ্রাইজ পেয়েছে খুদের দল। মেনুতে ছিল চমক। চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতে স্কুল দুটো একই চত্বরে অবস্থিত। তাই বহু অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় একসঙ্গে। রাখিবন্ধন এবং বিশ্বকবির প্রয়াণ দিবস পালনেও সেই ছবি ধরা পড়ল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রবি ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপর পড়ুয়ারা রাখিবন্ধন উৎসবে মেতে ওঠে। সহপাঠীদের সঙ্গে দাদা-বোন-ভাইদের রাখি পরিয়ে উচ্ছ্বসিত অমৃত, জেসমিনরা। বাদ যাননি শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া অর্কজিৎ রায়ের কথায়, 'স্কুলে সবাইকে রাখি পরিয়েছি। আমার দুই হাত তো রাখিতে ভরিয়ে দিয়েছিল বন্ধুরা।' পানিশালা এসসি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেলোয়ার হোসেন পড়ুয়াদের রবি ঠাকুরের ছেলেবেলার গল্প শোনান।

সেদিন মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, পাঁপড় ভাজা, মুরগির মাংস এবং শেষ পাতে লাড্ডু। এলাহি আয়োজন দেখে রোহিত, হিমাদিতাদের হাসিমুখগুলো ছিল দেখার মতো। পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সোনাই বণিক বললেন, 'আমাদের গ্রামে ছোট্ট স্কুল। আয়োজনের প্রাচুর্য দেখাতে পারি না। তবে আন্তরিকতায় খামতি নেই। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর।' তারপরেও বিভিন্ন উৎসব নিজেদের মতো ছোট্ট করে উদযাপন করার চেষ্টা করেন। খুদেরা তাতেই খুশি হয়ে যায়।

পানিশালা জুনিয়ার হাইস্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা লাবণি পালের কথায়, 'আমাদের জীবনের প্রতিমুহূর্তে জড়িয়ে রয়েছেন রবি ঠাকুর। আর রাখিবন্ধন তো তাঁর সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বঙ্গভঙ্গের সময় রবি ঠাকুরের রাখিবন্ধন আমাদের একতা, দেশাত্মবোধের রূপ দেখিয়েছিল। সেটা গল্পের আকারে পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেছি।'

নারীকথা ও ভারত দর্শনে

জমজমাট 'পল্লবিত ২৫'

রজত জয়ন্তীতে মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়

আগেরদিন রাত থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল অবিরাম। অনুষ্ঠানস্থলে জলকাদা জমে একাকার। উৎসাহে ভাটা পড়েনি একটুও। নির্দিষ্ট সময়ের আগে থেকেই ভিড় গাঢ় হতে শুরু করে। এসেছে বিভিন্ন শ্রেণির পড়ুয়া। এসেছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা। এসেছেন প্রাক্তনী আর অভিভাবকরা। বৃষ্টির কারণেই অনুষ্ঠান শুরু করতে দেরি হয়েছে খানিকটা। প্রথমেই অতিথিদের টিপ দিয়ে খাদা পরিয়ে বরণ করে নেয় পড়ুয়ারা। তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্মারক। মঙ্গলদীপ জ্বেলে হয় আনুষ্ঠানিক সূচনা।

স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। একে একে বক্তব্য রাখেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়, শিক্ষানুরাগী ব্রজকান্ত বর্মন প্রমুখ। সমবেতভাবে উদ্বোধনী গান শোনান শিক্ষিকা লিপিকা গিরি ও পড়ুয়ারা। 'মুক্তাঙ্গন' পত্রিকার আবরণ উন্মোচিত হয় অতিথিদের হাত ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষমূর্তিরও উন্মোচন করা হয়েছে সেদিন।

প্রায় ২৭ বছর আগে মাটিগাড়ার অরবিন্দ বিশ্বাস, শ্যামলকান্তি রায় সহ কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর উদ্যোগে পথ চলা শুরু হয়েছিল প্রতিষ্ঠানের। সে বছর ছাত্রীসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৭। নিজস্ব ভবন না থাকায় ক্লাস চলত মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলে। ২০০০ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পায় বিদ্যালয়টি। ২০০১ সালে প্রথম শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন সুপালী শিকদার। তার আগে স্থানীয় টিনা চক্রবর্তী, রিতা দত্ত প্রমুখ বিনা পারিশ্রমিকে পড়াতেন।

সেসময় পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন শ্যামলকান্তি রায়। ধীরে ধীরে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০০৪ সালের ২৭ নভেম্বর স্থায়ী ভবনে ৪টি শ্রেণিকক্ষের উদ্বোধন করেন তৎকালীন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। বর্তমানে শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও অস্থায়ী কর্মী মিলিয়ে রয়েছেন ৩৬ জন। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে তিনতলা ভবন। সেখানে শ্রেণিকক্ষ সংখ্যা ৩০টি। তৈরি হয়েছে ভূগোলের প্র্যাকটিকাল ও আইসিটি রুম, লাইব্রেরি।

স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সূচনা হয়েছিল ২০২৪ সালের ৩১ জানুয়ারি। আনুষ্ঠানিক নাম 'পল্লবিত ২৫'। তিনটি পর্যায় ছিল তার। শোভাযাত্রা দিয়ে শুরু, তারপর ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণী দিয়ে শেষ হয় প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল হস্তশিল্প প্রদর্শনী। মাটির তৈরি সামগ্রী, কাপড়ের ওপর সুতোর কাজ, অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে ঘর সাজানোর সামগ্রী তৈরি করেছিল পড়ুয়ারা। প্রদর্শিত হয়েছিল খুদেদের আঁকা। খাদ্যমেলায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীরা বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিল পিঠে-পুলি, ফুচকা, মোমো, চা ও কফি।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান অর্থাৎ তৃতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান হল এ বছরের ১৩ অগাস্ট। আবৃত্তি, গান ও সামাজিক

বার্তার মাধ্যমে পড়ুয়ারা পরিবেশন করে 'একটি নারীর আত্মকথা'। 'ভারত দর্শন'-এ দেশের বিভিন্ন প্রাদেশিক নাচ পরিবেশিত হয়। পড়ুয়া পারমিতা পাল, অনুরাধা পাল, সুপ্রিয়া রায় ও রিশিকা রায়দের নৃত্য কুড়িয়ে নিয়েছে দর্শকদের প্রশংসা। শ্রেয়া সিংহ, পাপড়ি বিশ্বাস ও শ্রেয়সী পালের গানে মুগ্ধ হন অতিথিরা।

২০১৭ সালে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হলেও শুধুমাত্র কলাবিভাগ চালু রয়েছে স্কুলে। পড়ুয়া সংখ্যা ১৭৫২। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে বসানো হয়েছে ৭০টি সিসিটিভি ক্যামেরা। নজরদারি চালাতে মনিটরে চোখ রাখেন প্রধান শিক্ষিকা। একটি ডিজিটাল ক্লাসরুম রয়েছে। বর্তমানে প্রধান শিক্ষিকা দেবযানী বর্ধন। তিনি কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা জানালেন, স্কুলে সিঁড়ির ওপর ছাউনি ও বিদ্যুতের কাজ বাকি। পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে আরও কল বসাতে হবে। উন্নতমানের হলরুম প্রয়োজন। দরকার আরও বেঞ্চ এবং কম্পিউটার। কারিগরি শিক্ষার চাহিদা রয়েছে, চালুর দাবি জানাচ্ছেন অভিভাবকদের একাংশ।

বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি সদাব্যস্ত। স্কুল শুরু ও শেষের সময় পড়ুয়াদের নিয়ে চিন্তায় থাকে স্কুল কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরাও। তাঁদের আর্জি, যানজট নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। প্রয়োজনে মোতায়েন করা যেতে পারে ট্রাফিক পুলিশকর্মী। অভিযোগ, কেউ বা কারা স্কুলের সামনেই ময়লা ফেলছেন। এতে দূষণ ও দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। প্রশাসনের কাছে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষিকা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে এগিয়ে আসার অনুরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দা ও জনপ্রতিনিধিদের একাংশ।

'পল্লবিত ২৫'-এ উপস্থিত ছিলেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায়, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপালী ঘোষ, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির পদাধিকারী এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ছোট্ট তারা

কোচবিহারের সেন্ট মেরিজ স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র অরিন সাহা। আবৃত্তি, ছবি আঁকা এবং গণিত অলিম্পিয়াডে তার পুরস্কার রয়েছে।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ১

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ১১
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১২
বি নেগেটিভ	- ১
এবি পজিটিভ	- ১
এবি নেগেটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ৪৭
ও নেগেটিভ	- ০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	- ২
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১০
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ২৫
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ৩২
ও নেগেটিভ	- ৪

রেজিস্ট্রারকে স্মারকলিপি

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : নানা দাবিতে বৃহস্পতিবার কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)-এর কাছে স্মারকলিপি দিল ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তারা বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের সম্পাদক প্রাঞ্জল মিত্র বলেন, 'অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন, হস্টেল ফি কমানো, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সহ একাধিক দাবিও এদিন জানানো হয়েছে।'

অপরদিকে, স্কুল পড়ুয়াদের সুরক্ষার্থে ব্যস্ততম কোচবিহার নিউটাউন গার্লস স্কুল এবং বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের সামনে ব্যারিকেড বসানো এবং সিভিক ভলান্টিয়ার মোতায়েনের দাবি জানিয়ে সদর মহকুমা শাসকের কাছেও তারা স্মারকলিপি দেয়।

শিক্ষক স্মরণ

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : শিক্ষক শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তীর প্রয়াণ দিবস পালন করল জেনকিন্স স্কুল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা প্রয়াত শিক্ষকের মূর্তিতে মাল্যদান করেন শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং প্রয়াত শিক্ষকের পরিবারের সদস্যরা। ১৯৭৪ সালের ২৭ অগাস্ট শিক্ষক শংকরপ্রসাদ চক্রবর্তী গুলিতে গুরুতর জখম হন এবং ২৮ অগাস্ট সকালে মারা যান।

মক ড্রিল

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার দুপুরে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হল সংলগ্ন মাঠে সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মক ড্রিল হল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক পবিত্রা লামা সহ সিভিল ডিফেন্স কর্মী এবং আধিকারিকরা।

চারাগাছ বিলি

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : গণেশপুজো উপলক্ষ্যে প্রায় পাঁচশো চারাগাছ বিতরণ করল মন'দার মোড় আমরা ক'জন গণেশপুজো কমিটি। সবুজায়নের লক্ষ্যেই তাঁদের এই কর্মসূচি বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

দত্তবাড়ির পুজোয় কাঁধেই বিসর্জন

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : চোখধাঁধানো প্রচারের চাপে সর্বজনীন পুজোর কাছে বনেদি বাড়ির পুজোগুলো কোথাও যেন হারিয়ে যায়। সর্বজনীন পুজোর মতো বনেদি বাড়ির পুজোগুলোয় থাকে না তেমন আড়ম্বর, বিরাট আয়োজন, দামি ঝাড়বাতি কিংবা কর্পোরেট পুঁজির বিনিয়োগ। শুধু, কর্মসূত্রে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সদস্যরা বছরভর মুখিয়ে থাকেন উৎসবের এই ৪টি দিন একত্রিত হবেন বলে। সর্বজনীন পুজোর পাশাপাশি, বনেদি বাড়ির পুজোগুলোও একই তালে বাঙালির পুজোর ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। মেখলিগঞ্জ পূর্বপাড়ার দত্তবাড়ির পুজো যেমন।

ছোট্ট এই শহরের একদিকে যেমন রয়েছে ঐতিহ্যবাহী মদনমোহনবাড়ির দুর্গাপুজো তেমনি রয়েছে কিছু বনেদি বাড়ির পুজো। শহরের বনেদি বাড়ির পুজোগুলোর মধ্যে মেখলিগঞ্জ পূর্বপাড়ার দত্তবাড়ির পুজো অন্যতম। তাঁদের পুজো এবছর ১১৩-তে পা রাখতে চলেছে। দত্তবাড়ির দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয় বাড়ির স্থায়ী দুর্গামণ্ডপেই। প্রায় ৫১ বছর ধরে সেই মণ্ডপে বসেই প্রতিমা তৈরি করে আসছিলেন মেখলিগঞ্জের মৃৎশিল্পী ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু এবছর তিনি অসুস্থ থাকায় প্রতিমা তৈরি করবেন ব্লকের বাগডোকরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মৃৎশিল্পী সনৎ অধিকারী।

দত্তবাড়ির দুর্গাপুজো শুরু হয় মোহিনীমোহন দত্তের হাত ধরে। তারপর বংশানুক্রমে রোহিণীমোহন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রমোহন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও বর্তমানে মৃণালকান্তি দত্তের তত্ত্বাবধানে এবং সুবল দত্ত, সৌমেন দত্ত, উজ্জ্বল দত্ত, উত্তম দত্ত, মলয় দত্ত, দুলাল দত্ত ও চিন্ময় দত্তর সহযোগিতায় এই পুজো পরিচালিত হয়ে আসছে। এবার পুজোর মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন টুলু রায়। আলোকসজ্জার দায়িত্ব পরিবারের সদস্যরাই নিয়ে থাকেন। মৃণালকান্তি দত্ত বলেন, 'দত্তবাড়ির দুর্গাপুজোর কিছু বিশেষত্ব আছে। এখানে বৈষ্ণব মতে দেবী মহামায়া পূজিত হন। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত বাড়িতে নিরামিষ আহার চলে। তারপর মৎস্যমুখী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমিষ খাওয়া শুরু হয়।'

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁদের পুজোর ইতিহাস। একসময় দত্তবাড়ির পুজো করতেন জীবনকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বাড়ির লোকেরা। এরপর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর তত্ত্বাবধানে যখন পুজো শুরু হয়, তখন তিনি স্বপ্নাদেশ পান যে জনৈক শংকর চক্রবর্তীর দ্বারাই দত্তবাড়িতে পূজিত হতে চান দেবী মহামায়া। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা শংকর চক্রবর্তীকে জানাতেই তিনিও পুজো করতে এক কথায় রাজি হয়ে যান। সেই থেকে তিনিই এই বাড়ির দুর্গাপুজো করে আসছেন। এমনকি বিজয়া দশমীর দিন মায়ের বিসর্জনের ক্ষেত্রেও দত্তবাড়িতে ব্যবহার করা হয় না কোনও যানবাহন। বাড়ির সদস্যরা ঘাড়ে করে প্রতিমা বিসর্জন দিতে যান। সারা বছর পরিবারের সদস্যরা কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকলেও দুর্গাপুজোর চারটে দিন কাটান একসঙ্গেই। পাশাপাশি, এবছর তাঁদের পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বৃক্ষরোপণের বার্তা। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, কোভিডের সময় অক্সিজেনের সংকট বৃক্ষরোপণের বিষয়ে তাঁদের গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। তাই এবছর পুজোর মধ্যে দিয়ে তাঁরা মানুষের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিতে চান।

মেখলিগঞ্জের পূর্বপাড়ায় দত্তবাড়ির স্থায়ী মণ্ডপে জোরকদমে কাজ চলছে।

বনেদি বাড়ির পুজো

মেখলিগঞ্জ শহরের বনেদি বাড়ির পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ দত্তবাড়ির পুজো।

ঐতিহ্যবাহী এই পুজো এবছর ১১৩-তে পা রাখতে চলেছে

এখানে বৈষ্ণব মতে দেবী মহামায়া পূজিত হন

বিসর্জনের সময় কাঁধে করে প্রতিমা নিয়ে যাওয়া হয়

দিনহাটা বোর্ডিংপাড়া দুর্গাপুজো কমিটির নির্মীয়মাণ মণ্ডপ।

নজর কাড়বে বোর্ডিংপাড়া

এল এল পুজো এল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ অগাস্ট : মাটির সঙ্গে মানুষের আত্মিকতার সম্পর্ক। নিজের ভিটের মাটি হোক কিংবা প্রথম বৃষ্টির পর মাটির সোঁদা গন্ধ মানুষকে বরাবর আকর্ষণ করে। বিশ্বায়নের দাপটে এবং নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসনে মাটির সঙ্গে মানুষের টান ক্রমশ আলগা হচ্ছে। মাটির এই অমোঘ টানকে মাথায় রেখেই দিনহাটা শহরের বোর্ডিংপাড়ার এই বছরের দুর্গাপুজোর থিম 'মাটির টানে স্বজন প্রাণে'।

এই পুজোর এবছর ৬১তম বর্ষ। এই পুজো কমিটি প্রতি বছর পরিবেশ নিয়ে বার্তা দেয়। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না। এই বছর মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন কলকাতার শিল্পী অমল পাঁজা। তিনি বলেন, 'কৃষকরা আমাদের মুখে আহার তুলে দেন। তাঁদের কর্মকাণ্ডের উৎস কিন্তু মাটি। অথচ সারা ভারতবর্ষে কৃষিজমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। কৃষিজীবীরা সমস্যায় পড়ছেন।' তিনি যোগ করেন, 'আমাদের থিমে কৃষিকাজে ব্যবহার হওয়া বিভিন্ন সরঞ্জাম থাকবে। মণ্ডপের মূল অংশে মাটি ভেদ করে কীভাবে সবুজ বেড়ে ওঠে তা দেখানো হবে। দেখানো হবে কৃষকভাইদের উচ্ছ্বাসও।'

বোর্ডিংপাড়ার এই বছরের পুজোর বাজেট ৩০ লক্ষ টাকা। পুজো নিয়ে কমিটির সভাপতি পরেশচন্দ্র রায় বলেন, "প্রতি বছরই আলাদা কিছু করার একটা প্রয়াস থাকে। এক বছর আগে থেকেই শুরু হয় পুজোর পরিকল্পনা। অবশেষে দর্শকরা যখন প্রাণভরে আমাদের পুজো উপভোগ করেন তখন মনে হয় ভাবনা এবং প্রয়াস সার্থক হয়েছে। এই বছর 'মাটির টানে স্বজন প্রাণে' থিমের মধ্য দিয়ে আমরা সেই চেষ্টাই করছি।

তিনি যোগ করেন, 'শুধু থিমের বিশেষত্ব নয়, পুজোর ক'দিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠানও আমাদের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ। পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত রোজ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন থাকছে। স্থানীয় এবং জেলার শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।' এর পাশাপাশি পুজোতে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা থাকবে বলেও পরেশ জানিয়েছেন।

এই পুজো নিয়ে কলেজ পড়ুয়া সৌম্যদীপ সাহা বলেন, 'পুজোর কয়েকটা দিন প্যান্ডেলের মাঠে জমিয়ে আড্ডা হয়। এর সঙ্গে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার গানের সুর মিশে একটা অদ্ভুত সুন্দর ভাইব তৈরি হয়।'

বসবে ৯৮ কিমি পাইপলাইন

পুজোর আগেও মিটল না জলের সমস্যা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ অগাস্ট : চেষ্টা সত্ত্বেও দিনহাটা শহরে পানীয় জলের সমস্যা কিছুতেই মিটছে না।

দিনহাটা পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দী ও ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী গত জুলাই মাসে কোচবিহার জেলা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে (পিএইচই) শহরের পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। এরপর পিএইচই ও মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট (এমইডি)-এর তরফে দিনহাটা শহরের জলসমস্যার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। তা সত্ত্বেও শহরে পানীয় জলের সমস্যা এখনও মেটেনি।

শহরের বাসিন্দারা জানান, দু'বেলা দু'ঘণ্টা করে মোট চার ঘণ্টা জল পাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। তবে এখন দিনে তাঁরা মোট দু'ঘণ্টা পানীয় জল পাচ্ছেন। অনেকেই জল ভরতে এসে আশাহত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বর্ষাকালের নলকূপের জল খাওয়াও স্বাস্থ্যকর নয়। তাই পুরসভার পানীয় জলই শহরবাসীর একমাত্র ভরসা। কিন্তু অনিয়মিত পানীয় জলে ভোগান্তি বাড়ছেই। মূলত পুরসভার ২-৫, ৮ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে জলকষ্টে ধুঁকছে। অনেক এলাকায় বাড়িতে জল আসছে না। কোথাও টাইমকলে জল এলেও তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। শহরের বাসিন্দা শিবানী সাহা বলেন, 'সময়ের আগেই জল চলে যাচ্ছে। খাওয়ার জলটুকুও ভরে রাখতে পারছি না।' আরেক বাসিন্দা অভীক সরকারের কথায়, 'নতুন প্রকল্প হওয়ার সমস্যা মিটবে ভেবেছিলাম। কিন্তু যে গতিতে কাজ চলছে, তাতে কতদিনে সমস্যা মিটবে জানি না।'

শহরে মোট সাড়ে চার হাজার বাড়িতে এই মুহূর্তে পানীয় জলের সংযোগ রয়েছে। আট কিলোমিটার পাইপলাইন পুরোনো হয়ে যাওয়ায় শহরের অধিকাংশ ওয়ার্ডেই পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না। তবে পরিকল্পনা মতো ৯৮ কিলোমিটারের নতুন পাইপলাইন বসলে সমস্যা মিটবে বলে দিনহাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরীর দাবি। তিনি বলেন, 'শহরজুড়ে প্রায় ৯৮ কিলোমিটার পাইপলাইন বসবে। হাতে খুঁড়ে এই কাজ শেষ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া বৃষ্টির জন্য কাজে দেরি হচ্ছে। বর্ষার পর দ্রুত কাজ হবে।'

> শহরজুড়ে প্রায় ৯৮ কিলোমিটার পাইপলাইন বসবে। হাতে খুঁড়ে এই কাজ শেষ করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া বৃষ্টির জন্য কাজে দেরি হচ্ছে। বর্ষার পর দ্রুত কাজ হবে।
>
> **সাবির সাহা চৌধুরী**
> *ভাইস চেয়ারম্যান*

রাস্তার ধারে ভেঙে রয়েছে জলের স্ট্যান্ডপোস্ট। দিনহাটায়।

নজরদারির অভাবে অসামাজিক কাজকর্ম

স্টেডিয়াম যেন পার্কিং জোন

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ অগাস্ট : কোচবিহার স্টেডিয়াম যেন অলিখিত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে রাখা হচ্ছে প্রাইভেট গাড়ি থেকে শুরু করে অটো, টোটো এমনকি বাইকও। দিনের পর দিন খেলার মাঠে যানবাহন রাখায় ক্ষুব্ধ ক্রীড়াপ্রেমীরা। আবার অন্যদিকে স্টেডিয়ামের সামনে মাঠজুড়ে শুকোতে দেওয়া হচ্ছে ডেকোরেটার্সের কাপড়। নজরদারির অভাবে রাতে সেখানে অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছে বলে অভিযোগও উঠেছে। এ বিষয়ে কেন কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে খতিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন আমিনা আহমেদ। তাঁর কথায়, 'কোচবিহার স্টেডিয়ামের আলাদা মর্যাদা রয়েছে। মাঠটির এই পরিস্থিতি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি দেখা হচ্ছে।'

কোচবিহার স্টেডিয়াম চত্বরে গাড়ি রাখা হয়েছে। ছবি : জয়দেব দাস

শহরের কাছারি মোড় সংলগ্ন স্টেডিয়াম চত্বরে দীর্ঘদিন এমন পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ সেখানে গিয়ে দেখা গেল, স্টেডিয়ামের এক পাশে গাড়ির লাইন। সামনের দিকে মাঠজুড়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে ডেকোরেটার্সের জিনিসপত্র। পড়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি নষ্ট টিউবলাইট সহ আবর্জনা। একপাশে রাখা পুরসভার ট্যাংক। মাঠের অধিকাংশ জায়গায় গজিয়ে উঠেছে জঙ্গল। রক্ষণাবেক্ষণ এবং নজরদারির অভাবে সেখানে দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে অভিযোগ ক্রীড়াপ্রেমীদের একাংশের।

শহরের রাজবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে স্টেডিয়ামটি। ১৫ একর জমিতে তৈরি ওই স্টেডিয়াম বিসিসিআই-য়ের অন্যতম ভেন্যুও বটে। একসময় সেখানে কোচবিহারের মহারাজারা খেলতেন। বর্তমানে প্রতিদিন স্টেডিয়ামে অনুশীলন করতে আসে বহু ছেলেমেয়ে। স্টেডিয়াম চত্বরের এমন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্যরাও। ওই স্টেডিয়ামেই রয়েছে জেলা ক্রীড়া সংস্থার অফিস, যুব আবাস, সুইমিং পুল। কিন্তু গেট সারাদিন খোলা থাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। শহরের বাসিন্দা দীপ দাস বলছেন, 'নজরদারির অভাবে স্টেডিয়াম আজ অভিভাবকহীন। বিষয়টি দেখার কেউ নেই।'

মাসকয়েক আগে ক্রীড়া সংস্থার অফিস থেকে একটি টিভি চুরি গিয়েছে বলে সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তর বক্তব্য, 'নজরদারির অভাবে কোচবিহার স্টেডিয়ামে সারাদিনই গাড়ি রাখা হচ্ছে। দীর্ঘদিন এই পরিস্থিতি। এজন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। যেহেতু গেট সারাদিন খোলা থাকে, সেই সুযোগে মানুষের অবাধ যাতায়াত। রাতের দিকে স্টেডিয়ামের ভেতরে অসামাজিক কাজকর্মও হচ্ছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।' সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি রিসিভ না করায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

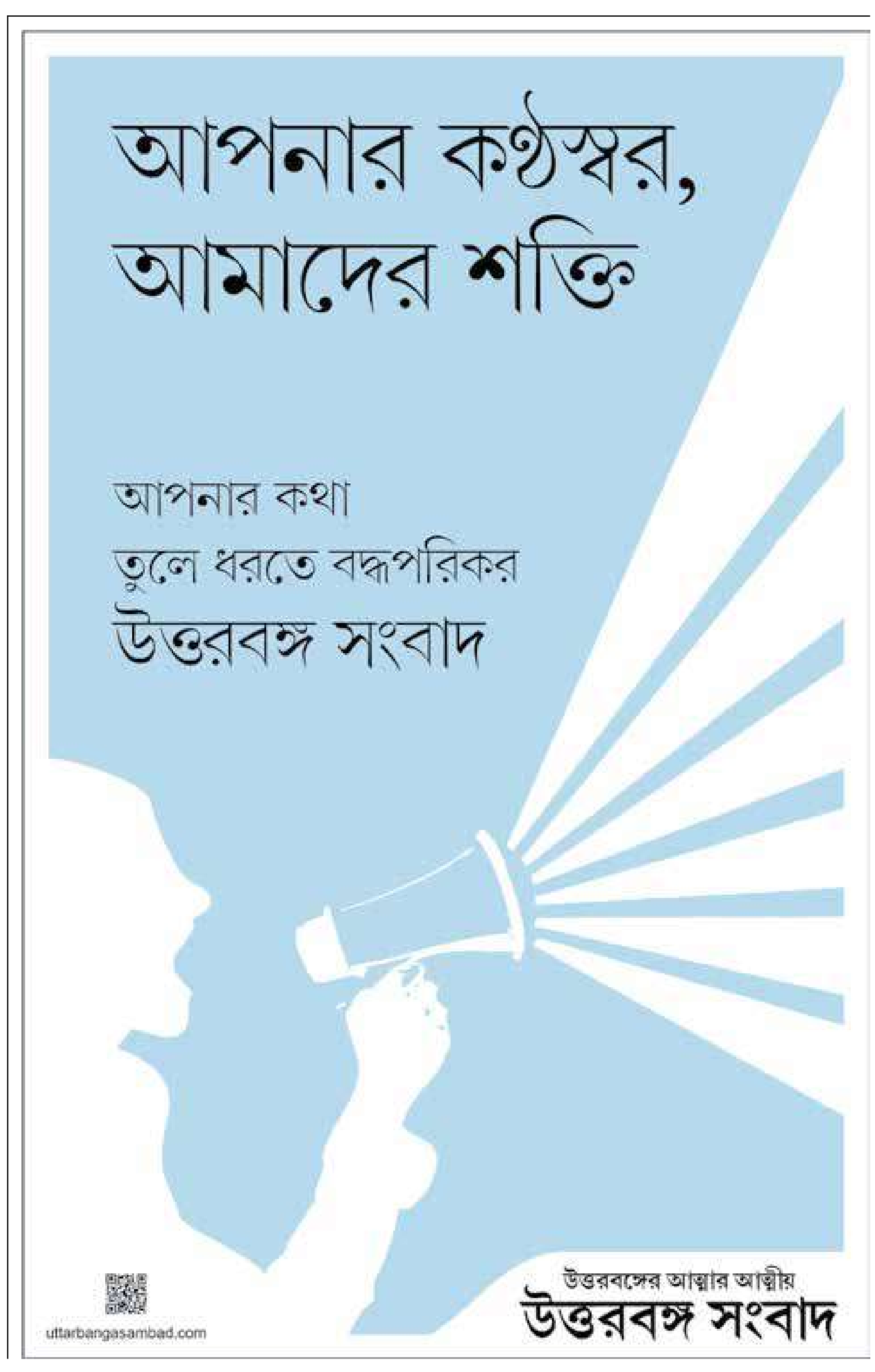

শ্মশানের চুল্লির চিমনি সারাইয়ের দাবি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৮ অগাস্ট : রাঙ্গাপানি মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনি সারাইয়ের দাবিতে হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাসের দ্বারস্থ হলেন ভুক্তভোগী গ্রামবাসী। বৃহস্পতিবার তাঁরা চেয়ারম্যানের কাছে এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানান। চেয়ারম্যানের তরফে আগামী চারদিনের মধ্যে চুল্লির চিমনি সারাইয়ের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চিমনি সারাই করা না হলে চুল্লির গেটে তালা লাগিয়ে দেওয়া হবে বলে গ্রামবাসীর তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

হলদিবাড়ি ব্লকের দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাপানি মহাশ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লির চিমনি থেকে বেরোনো দুর্গন্ধে সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের এলাকায় টেকা দায় হয়েছে।

দীর্ঘ দুই বছর ধরে এমন সমস্যায় কার্যত অতিষ্ঠ রাঙ্গাপানি কলোনি ও বারুইপাড়া গ্রামের প্রায় ৫০০ পরিবার। দুর্গন্ধের জেরে সংলগ্ন রাঙ্গাপানি পঞ্চম যোজনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল খেতে চায় না।

হলদিবাড়ি

সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বুধবার শবদাহের সময় চুল্লির সামনে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসী।

রাঙ্গাপানি মহাশ্মশানের ইলেক্ট্রিক চুল্লিটি মহকুমার মধ্যে একমাত্র। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তহবিল থেকে ৪ কোটি ৫৯ লক্ষ ৫১ হাজার ১২৪ টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক বিদ্যুৎচালিত চুল্লিটি তৈরি করা হয়।

২০২০-র জুলাইয়ে চুল্লির পরিষেবা চালু করেন তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বর্তমানে মেখলিগঞ্জ মহকুমা ছাড়াও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খারিজা বেরুবাড়ি-১, দক্ষিণ বেরুবাড়ি, খারিজা বেরুবাড়ি-২ ও বোয়ালমারি নন্দনপুর এলাকার মানুষ শবদাহের জন্য এই চুল্লির উপর নির্ভরশীল।

পুরসভার চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, চুল্লির পরিষেবা চালু রাখার জন্য পুরসভাকে বছরে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা ভরতুকি দিতে হয়। চুল্লির মেশিন ও চিমনিতে সমস্যা হচ্ছে। অভিযোগ পেয়ে কলকাতার সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে জানানো হয়েছে। তারা চারদিনের মধ্যে সারাই করার আশ্বাস দিয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

দুর্মূল্য কফি

পানামার এক বিশেষ প্রজাতির কফি, 'পানামানিয়ান গেইশা কফি', নিলামে প্রতি কেজিতে রেকর্ড ৩০,২০৪ ডলার মূল্যে বিক্রি হয়েছে। এর আগে কোনও কফি এত উচ্চদামে বিক্রি হয়নি। এই অসাধারণ দাম কফি জগতে এক নতুন ইতিহাস তৈরি করেছে। কফিটি একটি জাপানি কোম্পানি কিনেছে, যা এটিকে বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

ক্যানসারের নির্ভুল চিকিৎসা

২০৩০ সাল নাগাদ ক্যানসার চিকিৎসার চেহারাটা পুরো বদলে যাবে। চিরন্তন অপেক্ষা আর যন্ত্রণাদায়ক অনুমানের দিন এবার শেষ! কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স (এজিআই)-এর হাত ধরে শুরু হচ্ছে নির্ভুল চিকিৎসার এক নতুন যুগ।

ভবিষ্যতের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তাররা মাত্র একটি টিস্যু নমুনা থেকে টিউমারের সম্পূর্ণ জেনেটিক কোড জানতে পারবেন। কোয়ান্টাম প্রসেসরগুলো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে লাখ লাখ আণবিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করে ক্যানসার কোষের আচরণ সম্পর্কে ধারণা দেবে। একইসঙ্গে এজিআই রোগীর পুরো স্বাস্থ্যের ডেটা বিশ্লেষণ করে তার শরীরের জন্য নির্দিষ্ট একটি ওষুধ তৈরি করবে। এই 'ডিজিটাল টুইন' প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডাক্তাররা রোগীর শরীরে প্রয়োগের আগেই চিকিৎসার কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নিতে পারবেন। এতে সময় ও ঝুঁকি কমবে আর ফলাফল হবে অনেক বেশি কার্যকর।

চশমাকে 'টা-টা'!

যাদের রিডিং গ্লাস আছে, তাদের এবার চশমা সঙ্গে নিয়ে ঘোরার দিন শেষ হতে চলেছে! সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (FDA) একটি বিশেষ আই ড্রপের অনুমোদন দিয়েছে, যার নাম VIZZ। এই ড্রপটি প্রেসবিওপিয়া বা বয়স্কদের দৃষ্টিশক্তিজনিত সমস্যার দারুণ সমাধান।

এই ম্যাজিক ড্রপটি চোখের আইরিসকে সংকুচিত করে এক ধরনের 'পিনহোল এফেক্ট' তৈরি করে। এতে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে কাছের জিনিস দেখতে সুবিধা হয়। আর একবার ব্যবহার করলে এর প্রভাব থাকে প্রায় ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত! সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার হল, এতে দূরের দৃষ্টিশক্তির কোনও ক্ষতি হয় না। এটি এখনও পর্যন্ত প্রেসবিওপিয়ার জন্য প্রথম কোনও নন-সার্জিক্যাল চিকিৎসা।

কাঠ হবে ল্যাবে

গাছ কাটার দিন হয়তো এবার সত্যিই ফুরিয়ে এল! বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে কাঠ তৈরি করার দারুণ এক উপায় বের করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (MIT)-র গবেষকরা এমন এক কৌশল তৈরি করেছেন, যা দিয়ে তাঁরা ল্যাবেই আসল কাঠের মতো দেখতে উপাদান বানাতে পারেন। এর সবচেয়ে মজার দিক হল, এই কাঠের ঘনত্ব আর দৃঢ়তা ইচ্ছেমতো বাড়ানো-কমানো যায়! এই নতুন পদ্ধতিতে গাছের কোষ ব্যবহার করে এমন 'বায়োপ্রিন্টিং' করা হয়, যা দেখতে একেবারে আসল কাঠের মতোই।

বালি-পাথর উত্তোলনে নিষেধাজ্ঞা

জলপাইগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : রাজ্যজুড়ে নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি-পাথর তোলার উপর রাজ্য সেচ দপ্তর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। সরকারি অনুমতি ছাড়া যাঁরা নদী থেকে বালি-পাথর তুলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে সেচ দপ্তরের সচিব সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের নির্দেশনামা পাঠিয়েছেন। বেআইনিভাবে বালি তোলায় নদীখাতের উপর প্রভাব পড়ছে বলে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেচমন্ত্রী এদিন ফোনে বলেন, 'রাজ্যজুড়ে বেআইনিভাবে নদী থেকে বালি, পাথর ও নুড়ি উত্তোলনে দপ্তরের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। জেলা শাসকদের নির্দেশ পাঠিয়ে বেআইনি উত্তোলন বন্ধ করতে আইন অনুসারে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমি রাজস্ব দপ্তরকেও অবৈধভাবে নদী থেকে

গভীরতা কমায় বিপদ

বিভিন্ন নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। দ্রুত এই বিষয়টি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে।'

জেলায় জেলায় নদীখাত উঁচু হয়ে যাওয়ায় একাধিক নদীর গভীরতা কমেছে। সম্প্রতি রাজ্য সেচ দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন ও জেলার সেচ বিভাগকে নদীগুলির ড্রেজিং করার অনুমতি দিয়েছে। কোনও খরচ ছাড়া বিভিন্ন এজেন্সিকে ও রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমকে সেচ দপ্তর ড্রেজিংয়ের বরাত দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্যের ঘরে যেমন রাজস্ব আসবে তেমনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনে নদীর উপর কোনও প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রাজ্যের একাধিক জেলায় বর্ষার মরশুমে নদী থেকে সরকারি পারমিট দিয়েও বালি উত্তোলনের কাজ বন্ধ। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক শামা পারভিনের কথায়, 'জেলায় এখন পুরো বর্ষাকাল। সরকারি নির্দেশে নদী থেকে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলন বন্ধ রাখা হয়েছে। যাঁরা বেআইনিভাবে উত্তোলনের চেষ্টা করছেন তাঁদের ধরপাকড় করা হচ্ছে।'

রাজ্য খনিজ উন্নয়ন নিগমের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার একে সিংয়ের বক্তব্য, 'তিস্তা, লিস, ঘিস, চেল, জলঢাকা ও করলা সহ একাধিক নদীর ড্রেজিংয়ের বরাত আমরা পেয়েছি। কিন্তু বড় নদীতে জল থাকায় এখন ড্রেজিং শুরু করা যায়নি।' জলপাইগুড়ি জেলার ভূমি দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় নদীগুলিতে জল কম রয়েছে। এই সুযোগে বেআইনিভাবে নির্মাণসামগ্রী উত্তোলনে অনেকে যুক্ত হয়েছেন।

কাঁটাতারের জন্য জমি অধিগ্রহণ

ক্ষতিপূরণ দাবি স্থানীয়দের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : অপেক্ষার অবসান। অবশেষে মেখলিগঞ্জ ব্লকে দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজে হাত দিল রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে সরকারি আমিন জমি মাপজোখ শুরু করে দিলেন। সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে। জিরো পয়েন্টে কাঁটাতার বসানো হবে। আর ওই ৫০ ফুটের মধ্যে বিএসএফের জন্য রাস্তা তৈরি করবে কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর। মেখলিগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুজন রায় বলেন, 'মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।'

জমি অধিগ্রহণে আপত্তি না থাকলেও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সোচ্চার স্থানীয়রা। স্থানীয়দের মধ্যে মানু সিংহ সরকার বলেন, 'আমাদের কিছু জমি রেকর্ডে কৃষিজমি হলেও বাস্তবে আমরা সুপারি, চা বা ফলের বাগান করেছি। তাই জমির দাম ছাড়াও গাছপালার ক্ষতিপূরণ যেন সরকার দেয়।' আরেক বাসিন্দা বিনোদ সিংহ সরকারের কথায়, 'আমরা চাই দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া হোক। জমি দিতে আপত্তি নেই। তবে যাদের জমি বহু পুরোনো রেকর্ডে রয়েছে, তাঁদের ওয়ারিশরা যেন সহজে ক্ষতিপূরণের টাকা পান।' স্থানীয়দের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সুজন আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জমির পাশাপাশি যদি বাড়ি বা বাগান থাকে, তারও ক্ষতিপূরণ মালিককে দেওয়া হবে।'

সরকারপাড়া সীমান্তে গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছেন সরকারি আমিন।

> মোট ৮৯ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৮০ একর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। বাকিটা খাসজমি।
>
> **সুজন রায়**
> ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক, মেখলিগঞ্জ

দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সীমান্তে প্রায় ২০ কিমি এলাকা এখনও উন্মুক্ত। অর্থাৎ, কাঁটাতারের বেড়া নেই। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা বাংলাদেশের একমাত্র ছিটমহল যা ভারতের তিনবিঘা করিডর দিয়ে সংযুক্ত। দহগ্রাম-আঙ্গারপোঁতা সংলগ্ন ভারতের নিজতরফ, বাগডোগরা-ফুলকাডাবরি ও কুচলিবাড়ি এই তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত খোলা সীমান্তের আওতায়। দীর্ঘদিন ধরেই ওই সীমান্তটি অনুপ্রবেশ ও চোরাচালানের করিডর হয়ে উঠেছিল বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি ছিল, তিনবিঘা চুক্তি অনুযায়ী সীমান্তের জিরো পয়েন্টে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। এতদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক উদ্যোগ নিলেও রাজ্য জমি অধিগ্রহণে অনীহা দেখাচ্ছিল। তবে এবার রাজ্য সরকার সেই প্রক্রিয়া শুরু করল। জমি অধিগ্রহণ শুরু হওয়ায় সীমান্তে স্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পথ কিছুটা হলেও সুগম হল। এদিন সরকারি আমিন উত্তম দাস জমির মালিকানা চিহ্নিত করার কাজে নিজতরফ ও আশপাশের মৌজায় জমির দাগ নম্বর ধরে মালিক কারা, তাদের কাগজপত্র ঠিক আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখেন। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাও বলেন। অনেক ক্ষেত্রে জমি তিন-চার পুরুষের নামে থাকায় ওয়ারিশ নির্ধারণ করা হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, জমির প্রকৃত মালিকরাই যেন ক্ষতিপূরণের টাকা পান। সেই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে চায় প্রশাসন।

শাসনের ভয়ে চম্পট ৫ ছাত্রী

গাজোল, ২৮ অগাস্ট : গাজোলের এক হাইস্কুলের পাঁচ আদিবাসী নাবালিকার পালিয়ে যাওয়া নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার স্কুলের টিফিন পিরিয়ডের সময় তারা স্কুল থেকে চম্পট দেয়। যদিও শেষ রক্ষা হয়নি। গাজোল থানার পুলিশ বুধবার রাত আড়াইটে নাগাদ বংশীহারী থানার দেওগাঁ এলাকা থেকে ওই পাঁচজনকে উদ্ধার করে।

কিন্তু কেন এভাবে স্কুল থেকে পালাল তারা? এই বিষয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাত্রীদের মধ্যে একজন বলে, 'বাবা-মা আমাকে মাঝেমধ্যেই পড়াশোনা করা নিয়ে বকাঝকা করতেন। এটা আমার ভালো লাগত না। তাছাড়া বুধবার স্কুলে একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই ভয়েই আমরা স্কুল থেকে পালিয়ে ছিলাম।' কিন্তু কী এমন ঘটেছিল যে এভাবে তাদের পালাতে হল? এর উত্তরে আরেক ছাত্রী বলে, 'বুধবার টিফিন পিরিয়ডে আমরা নাচ প্র্যাকটিস করছিলাম। ওই সময় ক্লাসের মনিটর আমাদের ব্যাগ নিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দিয়েছিল। এই ভয়েই আমরা পালিয়েছিলাম।' এখানেই না থেমে ওই ছাত্রী রীতিমতো ফিল্মি কায়দায় তাদের পালানোর গল্প বলে চলে, 'স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা প্রথমে স্কুলের কাছে একটা বাসস্ট্যান্ডে যাই। সেখান থেকে গাড়ি ধরে গাজোল বাসস্ট্যান্ড। গাজোলে পৌঁছে আমরা একটা অটো ধরে আমাদের এক বান্ধবীর মামাবাড়িতে পৌঁছোই।'

হতভম্ব এক ছাত্রীর মা বলেন, 'পড়াশোনা নিয়ে একটু বকেছিলাম ঠিকই। তার জন্য যে পালিয়ে যাবে ভাবিনি। অনেক রাত অবধি মেয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজাখুঁজি শুরু করি। তারপর ওদের মধ্যে একজনের ফোনে ফোন করে জানতে পারি যে ওরা পালিয়েছে। এর আগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমাদের ফোন করে জানিয়েছিলেন যে ওরা জমা থাকা ব্যাগ নিয়ে যেতে আসেনি।'

পুলিশ জানিয়েছে, রাত পৌনে ১২টা নাগাদ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পুলিশে অভিযোগ করেন। তদন্তে নেমে এক ছাত্রীর মোবাইল টাওয়ারের লোকেশন দেখে ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাদের জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে প্রস্তুতি বৈঠক, নিরাপত্তায় জোর

এসএসসি পরীক্ষা উত্তরের ২১৩ কেন্দ্রে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৮ অগাস্ট : নয় বছর পর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সফল পরীক্ষা আয়োজনে খামতি রাখতে চাইছে না নিয়োগ দুর্নীতিতে জর্জরিত এসএসসি। শিলিগুড়িতে পরীক্ষার প্রস্তুতি বৈঠক হল বৃহস্পতিবার। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নর্দার্ন রিজিওনের চেয়ারম্যান পিয়াল বসু রায়, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক অওধ সিংহল, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিক সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজের প্রতিনিধিরা। এদিন দুটো বৈঠক হয়েছে। প্রথমটি হয় ভেনু ইনচার্জদের নিয়ে। দ্বিতীয় বৈঠকে ছিলেন অবজার্ভাররা। নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক পদের জন্য পরীক্ষা হবে ৭ সেপ্টেম্বর। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর। ৭ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গের ২১৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। ১৪ তারিখে সেই কেন্দ্রগুলোর মধ্য থেকে ১৫১টিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে। নর্দার্ন রিজিওনে

> প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।
>
> **পিয়াল বসু রায়**
> *চেয়ারম্যান, নর্দার্ন রিজিওন এসএসসি*

এক লক্ষেরও বেশি চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষায় বসবেন। শিলিগুড়িতে মোট পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে ১৬টি। পিয়াল বলছিলেন, 'প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা থাকছে প্রতিটি কেন্দ্রে। থাকবে মেডিকেল টিম, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। চাকরিপ্রার্থীদের যাতায়াতে যেন কোনও সমস্যা না হয়, সেজন্য ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দফায় দফায় বৈঠক করছেন। সেখানে আমরাও থাকছি।'

যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে, সেখানেই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এরমধ্যে কোথাও আরও ক্যামেরা লাগানো প্রয়োজন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরীক্ষার দিন পুলিশি নজরদারি থাকবে সর্বত্র। প্রতিটি পরীক্ষার্থীকে কেন্দ্রে ঢোকানোর আগে স্ক্যান করা হবে। এদিন যখন শিলিগুড়িতে বৈঠক চলছিল, তখন সুপ্রিম কোর্ট নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'টেন্টেড'দের তালিকা প্রকাশের জন্য সাতদিনের সময়সীমা বেঁধে দেয়। এরপরই সংশয় তৈরি হয়, পরীক্ষা আদৌ সঠিক সময়ে হবে কি না।

তবে পিয়ালের যুক্তি, 'বিষয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে দেখা হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, পরীক্ষা হবে।'

বাঙালির সম্মান

কিভ, ২৮ অগাস্ট : ইউক্রেনে বাঙালির সম্মান। সেদেশের 'অর্ডার অফ মেরিট' সম্মান দেওয়া হল কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তনী মৃদুলা ঘোষকে। তিনি ইউক্রেনের রাজধানী কিভের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের অধ্যাপক। মানবাধিকার কর্মী, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে। ইউক্রেনের ৩৪তম স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার ওই সম্মান মৃদুলার হাতে তুলে দেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। ইউক্রেনের মহাকবি তারাস শেভচেঙ্কোর কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃদুলা। এই সংকলনটি সম্প্রতি প্রকাশ করেছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি প্রেস। মৃদুলা ইস্ট ইউরোপীয়ান ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটেরও চেয়ারপার্সন।

টাকা নেই

প্রথম পাতার পর

১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও সব মিলিয়ে ৫০-৬০ কোটি টাকা পায়।

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিবছর জুলাই মাসের মধ্যেই ফিফটিন্থ ফিন্যান্সের টাকা ঢুকে যায়। টাকা ঢোকার পর কাজ শুরু করতে যাতে দেরি না হয় সে জন্য জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বিভিন্ন কাজের টেন্ডার প্রসেসিং আগের থেকেই করে রাখে। এবছরও একইভাবে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই বিভিন্ন কাজের টেন্ডার প্রসেসিং করা রয়েছে। কিন্তু টাকা না ঢোকায় সেগুলির ওয়ার্ক অর্ডার জারি করা যাচ্ছে না। এতে স্বাভাবিকভাবেই জেলায় উন্নয়ন অনেকটা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে।

গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ মল্লিক বলেন, 'ফিফটিন্থ ফিন্যান্সে আমরা ৩০ লক্ষ টাকার মতো পাই। কিন্তু এবছর এখনও টাকা পাইনি। আমাদের ১৪টি কাজের টেন্ডার হয়ে রয়েছে। কিন্তু সেগুলির ওয়ার্ক অর্ডার জারি করতে পারছি না।'

জেলা পরিষদের এক আধিকারিক বলেন, ফিফটিন্থ ফিন্যান্সের টাকা না আসায় আমাদেরও প্রসেসিং হয়ে থাকা ৫০-৬০টি টেন্ডারের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যাচ্ছে না।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'ফিফটিন্থ ফিন্যান্সে আমরা প্রতি বছর প্রায় দেড় কোটি টাকা পাই। কিন্তু এ বছর এখনও আমরা টাকা পাইনি। ফলে আমাদের ৬৮ লক্ষ টাকার টেন্ডার প্রসেসিং হয়ে রয়েছে। কিন্তু টাকার অভাবে সেগুলোর ওয়ার্ক অর্ডার জারি করতে পারছি না।'

প্রকাশে ৭ দিন সময়

প্রথম পাতার পর

'ওরা জানে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে, তাদের নাম বেরিয়ে গেলে বিপদ।'

এসএসসি'র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বৃহস্পতিবার আদালতে প্রথমে বলেছিলেন, অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে গিয়েছে। পরে অবশ্য ওই তথ্য দেওয়ার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন। কিন্তু বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মা বলেন, 'অবস্থান বদল করলেন। ভুল স্বীকার করলেন। আমরা কিন্তু আপনাদের বিশ্বাস করেছিলাম।'

এরপর অবশ্য সাতদিন সময় পেলে অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করা যাবে বলে কল্যাণ মন্তব্য করেন। আদালত সেই মন্তব্যকে নথিভুক্ত করে নির্দেশ দেয়। যদিও নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে জটিলতার আশঙ্কা থেকে যাওয়ায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য, 'রাজ্য সরকার ভাতায় বিশ্বাসী, চাকরিতে নয়।' বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'সরকার বিষয়টিকে দেরি করাচ্ছে। যে আধিকারিকরা যুক্ত রয়েছেন তাঁদের না ধরলে দুর্নীতি চলতেই থাকবে।'

যোগ্য বলে চিহ্নিত আন্দোলনকারী শিক্ষকদের অন্যতম মুখ মেহবুব মণ্ডল বলেন, 'আমরা বারবার সিবিআই রিপোর্ট মেনে অযোগ্যদের তালিকা দেওয়ার দাবি করছি। আজ আদালত সেটা মেনে নিল। কিন্তু আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিচ্ছে না।'

সতর্কতা মমতার

প্রথম পাতার পর

তা আবারও স্পষ্ট করেছেন ওই ছাত্র সমাবেশে।

মমতার ভাষায়, 'আমি বেঁচে থাকতে একজন বাঙালির নামও ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে দেব না।' পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করে একই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়োজনে নয়াদিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, 'আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটাররা সরকার নির্বাচন করতেন। এখন বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার ভোটারদের বেছে নিচ্ছে। এভাবে পিছন দরজা দিয়ে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'আসলে এসআইআর-কে ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। অশনিসংকেত দেখছেন। কারণ, উনি জানেন এই কমিশন আগের কমিশনের মতো নয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইন্ডোর থেকে একই ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আগে উনি ভয় দেখিয়ে, ধমকে, চমকে এসব হাসিল করতেন। এবার কালীগঞ্জের নির্বাচনের ফল থেকে শুরু করে সম্প্রতি চারজন সরকারি আধিকারিককে কমিশন সাসপেন্ড করায় উনি ভীত, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত।'

বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরু হওয়ার সময় থেকে তৃণমূল নেত্রী ক্ষুব্ধ। বাংলাতেও কমিশনকে দিয়ে বিজেপি ভোটার তালিকা সংশোধন করাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। তাঁর বক্তব্য, এভাবে বাংলায় ক্ষমতা দখলের ছক কষছে বিজেপি। কিন্তু বৃহস্পতিবার তিনি বোঝালেন, সে গুড়ে বালি। মমতার কথায়, 'বাংলার মানুষ জানেন তৃণমূল মানুষের আশীর্বাদে তৈরি। আমরা কখনও লড়াই ছেড়ে দিইনি, দিতে পারবও না। বাংলার মানুষ যা পারে, অন্যরা পারে না। তাই আগামী নির্বাচনে আসন আরও বাড়বে।'

'ভোটের ময়দানে চক্রান্ত নয়, মানুষের সমর্থনই শেষ কথা' বলে কার্যত বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, 'গায়ের জোরে সব হয় না। আমাদেরও ভাণ্ডারা আছে। যেমন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, তেমনই আপনাদের দুর্নীতির ভাণ্ডারা আছে।' 'সব খুলে দেব, ফাঁস করে দেব' বলে কার্যত আস্ফালন করতে শোনা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে। বাংলার মানুষকে বুথে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম আছে কি না, যাচাই করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, 'আধার কার্ড করে রাখবেন। কারণ, ওরা ফন্দিফিকির করে নাম কেটে দিতে পারে।' বিজেপির উদ্দেশে মমতার বক্তব্য, 'ললিপপ দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে রাখছেন। ললিপপ সরকারের ললিপপবাবু আইএএস, আইপিএসদের চালাচ্ছেন। আপনাদের জোরজুলুম কেউ মানছেন না, মানবেনও না। বিনা যুদ্ধে তৃণমূল এক ইঞ্চি জমি ছাড়েনি, ছাড়বেও না।'

শূন্যতা ভিড় করে কতদিন

প্রথম পাতার পর

কলকাতায় যেমন জনাদুয়েক মন্ত্রীভ্রাতা বা মন্ত্রীপুত্র বেনজির ক্ষমতা ভোগ করেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ ছাড়াই, উত্তরবঙ্গে এরকম ভাইগিরি পাবেন অনেক মন্ত্রীর বাড়িতে। ভাইরা যেখানে দাদাকেও মানে না। জমির মাফিয়া অনেকে। অনেকে দাদাগিরি ও দুর্নীতির খনি।

উত্তরবঙ্গে বিজেপিরও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। আগের নিশীথ প্রামাণিক এবং জন বারলার মতো সুকান্ত মজুমদারও এমন কিছু করলেন না, যার জন্য তাঁকে মনে রাখতে হবে। নম্বর বাড়াতে হবে। সুকান্ত অনুরাগীরা বালুরঘাটের জন্য দুটো বরাদ্দ ট্রেন ও স্টেশন সংস্কারের কথা বলবেন। অথচ খেয়াল করে দেখুন, দুটোর একটাও বাড়তি ট্রেন নয়। এবং স্টেশন সংস্কার এখন সব জায়গাতেই অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

গৌড় লিংক এক্সপ্রেস আর ফরাক্কা এক্সপ্রেস, মালদা থেকেই চলত আগে। দ্বিতীয়টিকে জোর করে অন্য নামে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বালুরঘাটে এবং স্বাভাবিক কারণেই মালদার লোকেরা ক্ষুব্ধ। গৌড় লিংকও বন্ধ। এটা উন্নয়ন নয়, দাদাগিরির উদাহরণ। এখানে মাছের তেলে মাছ ভাজার চমৎকারিত্ব দেখিয়েছেন সুকান্ত।

বরং জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়কে কৃতিত্ব দিতে হবে একেবারে মাঝের স্টেশন জলপাইগুড়ি রোড থেকে কলকাতা যাওয়ার আলাদা ব্যবস্থা করায়। যা সাধারণত হয়ই না। প্রশ্ন অবশ্য এখানেও আছে। রোড স্টেশনে রেক রাখার ব্যবস্থা না হওয়ায় ট্রেন প্রতিবার নিয়ে যেতে হয় নিউ কোচবিহার। এক ঘণ্টা দূরে। তাহলে তো ট্রেনটা সেখান থেকেই ছাড়তে পারত! সাংসদের ইগো সন্তুষ্ট করতেই একটা ট্রেন? অথচ কথায় কথায় মাঝের স্টেশনে স্টপ বন্ধ করতে খরচ বাড়ার হিসেব দেয় রেল!

তাছাড়া শুধু ট্রেন বাড়ালেই কি কাজ শেষ? কেন্দ্রের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের শিক্ষায় কি নতুন মাত্রা দিতে পারলেন? কিছুই নয়, কিছুই নয়! রাজ্যের মন্ত্রীরাও ততটাই ব্যর্থ। সংসদে বা বিধানসভায় মনে রাখার মতো বক্তৃতা নেই উত্তরের সাংসদ-বিধায়কদের।

মালদার তজমুল-সাবিনার মতো দুই দিনাজপুরের দুই মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র-সত্যজিৎ বর্মন কাজকর্মে ডাহা ফেল। এঁরা জেলার কথাও ভাবেননি, উত্তরবঙ্গেরও নয়। নিজস্ব ভাবনাও নেই যে মাথা খাটিয়ে ভাববেন, রাস্তা এবং রেলের বাইরে কী নতুন ভাবা যায়! গ্রামে স্থানীয় পথঘাট এবং বিদ্যুৎ-- এই দুটো কাজে মমতা সরকার অনেকটা সফল অবশ্য। বাম জমানায় দুটো দিকে এত নজর ছিল না।

বিজেপির দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও মনোজ টিগ্গা বিধানসভায় দলের বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। তাঁদের পারফরমেন্স? কেন্দ্রে দরবারের বদলে এঁরা নজর কেড়েছেন গোষ্ঠী রাজনীতি ও আত্মপ্রচারে। তৃণমূলের বিধায়কদের মতোই শংকর-মনোজের কেন্দ্রের ভোটাররা প্রশ্ন তুলতে পারেন, আপনি আমাদের জন্য করলেন কী? মাস ছয় আগেও এঁদের যা পারফরমেন্স ছিল, আজও তাই। উত্তরবঙ্গে একজন সাংসদ বা বিধায়ককে দেখিনি, যাঁদের কাজ নিয়ে ধন্য ধন্য করতে হবে।

ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজেপি যে নগেন রায়কে সাংসদ করল, তাঁর কাজটা কী কেউ জানল না। শুধু ভালো দিক হল, মহারাজ পদবিটা নগেনের গা থেকে খসে পড়েছে। জনতা বুঝেছে, নগেনও সুযোগসন্ধানী রক্তমাংসের নেতা। মহারাজ টহারাজ কিছুই নয়।

তাহলে এই যে ভোট আসছে, এবার বড় দুই পার্টির নেতারা কী দেখাবেন? বাংলায় সিপিএম-কংগ্রেস এখন নেতাদের দৌলতে ছোট পার্টি। কলকাতা ময়দানের এরিয়ান বা খিদিরপুর ক্লাবের মতো। তাদের ভেবে লাভ নেই।

উত্তরবঙ্গের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়কদের কাজকর্ম দেখে দুটো তিনটে প্রশ্ন জাগে মনে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভোট পাওয়ার জন্য তাঁরা বলবেন কী? বলার কী আছে? এক, বিজেপির বিধায়করা অবশ্যই বিচ্ছিন্নতার তাস খেলবেন আবার! আবার জাবর কাটার মতো বলবেন, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত! পদ্ম প্রার্থীরা তাকিয়ে থাকবেন আরএসএস-এর সংগঠন এবং গোপন কাজকর্মের দিকে! তাদের সাংগঠনিক কাজ যদি উতরে দেয় আবার! তাকিয়ে থাকবেন নরেন্দ্র মোদির সভার দিকে। যদি হিন্দুত্ব উসকে দিয়ে আবার কিছু ভোট মেলে! সঙ্গে সুযোগসন্ধানী বাম সমর্থকদের টানা যায়।

তৃণমূলের প্রার্থীরা যথারীতি তাকিয়ে থাকবেন আদি এবং অকৃত্রিম দিদির দিকে। পারলে দিদিই বাঁচাবেন। গত ১৫ বছর ধরে যা নিয়ম। সেই ঘুরেফিরে আসবে বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের ওপর নির্যাতনের ছবি, বাংলা ভাষার অপমান।

একটা ব্যাপার স্পষ্ট, উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক কোনও ইস্যু তৈরি করতে পারেনি পদ্ম এবং ঘাসফুলের নেতারা। এঁরা সত্যিই ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া নেতা। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোথাও সোচ্চারও হতে পারেননি সেভাবে।

তপন সিংহের বিখ্যাত 'আপনজন' ছবিতে দুই পার্টির নেতার ভূমিকায় ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবি ঘোষ। দুজনেই মস্তান অনুগামী স্বরূপ দত্ত-শমিত ভঞ্জকে বলতেন, হিংসার কোনও আশ্রয় নিও না! বাস্তবে হত উলটো। সেই ছবিতে নেতা ভানু-রবির সংলাপগুলো এতদিন পরেও খেটে যায় দিব্যি। বাংলাতে, ভারতেও। সেখানে নেতা রবি ঘোষের একটা সংলাপ ছিল, 'জনসাধারণ আবার ভাববে কী? এত ভাবতে শেখাল কে? ডোন্ট অ্যালাও দেম টু থিংক। তাদের হয়ে আমরাই ভাবব। সবাই যদি ভাবতে শুরু করে, তা হলে তো বড় ভাবনার কথা।'

১৯৬৮ সালের সিনেমা। কত যুগ হয়ে গেল, ৫৭ বছর!

হায়, এই সংলাপগুলো আজ, এতদিন পরেও প্রাসঙ্গিক, অমর। বঙ্গে, ভারতেও। সত্যিই তো, জনসাধারণ আবার ভাববে কী?

পদ্ম বিধায়কের শংসাপত্র

প্রথম পাতার পর

আধার ও ভোটার কার্ড বানিয়ে সংসার পেতেছেন তাঁরা। তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশে পূজার্চনায় বাধা, যখন তখন হাঙ্গামা লেগে থাকে। ভারত সরকার নাগরিকত্ব দিতে চেয়েছে হিন্দুদের। তাই ভারতে থাকতে চাই।'

বিষয়টি নিয়ে গ্রাম ও রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়লেও অজ্ঞাত কারণে চুপ করে আছে শীতলকুচি থানার পুলিশ। বুধবার ভিলেজ পুলিশ এলাকায় গেলেও বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেরকম কোনও পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি পুলিশকে। এবিষয়ে মাথাভাঙ্গা অ্যাডিশনাল এসপিকে ফোন করলে ও হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠালেও সাড়া পাওয়া যায়নি।

এদিন শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'ওই বুথের ভোটের লিস্টে তিন ভাইয়ের মধ্যে বাদল বর্মনের নাম পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

তিন জইশ জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

জঙ্গিরা অগাস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে নেপালের কাঠমান্ডুতে পৌঁছোয়। তারপর সড়কপথেই তারা বিহারে ঢুকেছে। পহলগ্রাম হামলার প্রতিশোধ নিতে বহওয়ালপুরে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের ঘাঁটিতে পরপর হামলা চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। জইশের সদর দপ্তর 'জামিয়া মসজিদ শুভান আল্লাহ' ক্যাম্পাসেও হামলা চালানো হয়। অপারেশন সিঁদুরের সেই আঘাতের পর জইশের সংগঠন দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যে বহওয়ালপুরের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় সেনা সেখান থেকেই জঙ্গিরা বড় কোনও নাশকতার উদ্দেশ্যেই চিকেন নেক লাগোয়া এলাকায় ঢুকেছে বলেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কর্তাদের কেউ কেউ মনে করছেন। ইতিমধ্যেই তিন জঙ্গির ছবি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করেছে কেন্দ্র। জঙ্গিদের তথ্য দিতে পারলে নগদ পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে কিশনগঞ্জে নেপাল সীমান্তের টেরাগছ, দীঘলব্যাংক, গর্বনডাঙ্গা ও ঠাকুরগঞ্জ এলাকায় পুলিশ ও এসএসবির বিশেষ টহলদারি শুরু হয়েছে। বিহার থেকে জঙ্গিরা কিশনগঞ্জ হয়ে উত্তর দিনাজপুরের দেবীগঞ্জ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে পারে বলেও গোয়েন্দাদের কাছে খবর পৌঁছেছে। সেইমতো কড়া পদক্ষেপ করেছে বিএসএফও। বিএসএফের একটি বিশেষ প্রশিক্ষিত দল ইতিমধ্যেই দেবীগঞ্জে মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যে জঙ্গি হামলার সতর্কবার্তা জারির পর, বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধির বিহারে ভোটার অধিকার যাত্রার সুরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়েছে। বেশকিছু জায়গায় তাঁর কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে গোয়েন্দাদের তিনটি বিশেষ দল বিহারে পৌঁছেছে। সেই গোয়েন্দাদের সূত্রের খবর, স্লিপার সেলের সঙ্গে নাশকতার পরিকল্পনা করতে তিন জঙ্গিকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন জঙ্গি নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে কয়েকটি বৈঠক করার ছক করেছে। বাংলাদেশ ও নেপালের গোপন ঘাঁটি থেকেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাইছে তারা।

কম কলেজে

প্রথম পাতার পর

ডাকা হলেও তার মধ্যে ১১৮৬ জন ভর্তি হয়েছে এবং এদিন বিকেল পর্যন্ত ১১৭৪ জন ফিজিকাল ভেরিফিকেশন করেছে। কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী এবিএন শীল কলেজে ১১০৫ জন পড়ুয়াকে প্রথম দফায় ভর্তির জন্য ডাকা হলেও তার মধ্যে ৬৩০ জন ভর্তি হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত ৬০৬ জন পড়ুয়া ফিজিকাল ভেরিফিকেশন করেছে। প্রথম পর্যায়ে ভর্তির ডাক পাওয়া পড়ুয়াদের তুলনায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়ার সংখ্যা কম হওয়ায় চিন্তিত কোচবিহার কলেজে অধ্যক্ষ পঙ্কজ দেবনাথও। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে গ্রামীণ কলেজগুলিতে যেভাবে পড়ুয়া সংখ্যা কমছে, তাতে দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে তাদের সমস্যায় পড়তে হবে। তবে আমাদের কলেজের ক্ষেত্রে ভর্তির যা হার, তাতে আমরা আশাবাদী আমাদের পড়ুয়ার সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে।'

মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ মিঠু দেব বলেন, 'দিন-দিন ডিগ্রি কোর্সের প্রতি পড়ুয়ারা আগ্রহ হারাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরাও চাকুরিমুখী কোর্স চালুর কথা ভাবছি।'

প্রত্যাবর্তনে হতাশ করলেন সামি

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ওজন কমিয়েছেন। শরীর আগের তুলনায় ছিপছিপে হয়েছে। বেশ কয়েক মাস পর মাঠে বল হাতে বাইশ গজের দিকে 'নয়া' দৌড় শুরু করা মহম্মদ সামিকে নিয়ে ছিল ভারতীয় ক্রিকেটমহলের কড়া নজর।

আজই শুরু হওয়া দলীপ ট্রফির প্রথম দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে হতাশ করেছেন সামি। সারাদিনে ১৭ ওভার বল করে ৫৫ রান দিয়ে নিয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। এক উইকেট পাওয়ার চেয়েও সামির জন্য দুশ্চিন্তা হিসেবে সামনে এসেছে, ছন্দহীন, এলোমেলো বোলিং। সামির বলে তেমন সুইংয়েরও দেখা মেলেনি। সারাদিনে বেশ কয়েকটি স্পেল করেছেন তিনি। কিন্তু অতীতের সামিকে বেঙ্গালুরুর মেঘলা আকাশের নীচে খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যাবর্তনকারী সামিকে নিয়ে সর্বভারতীয় ক্রিকেটে আগ্রহের মাঝেই পূর্বাঞ্চলের হয়ে বল হাতে বাংলার মুকেশ কুমারও হতাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বোলিংয়ের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। দুই দফায় মোট ১১.৫ ওভারের পর মুকেশকে বল হাতে আর দেখা যায়নি।

উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে দলীপ অভিযান শুরুর সকালেই ধাক্কা খেয়েছিল পূর্বাঞ্চল। গতরাত থেকে ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ খেলতে পারেননি। তাঁর বদলে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রিয়ান পরাগ। সামি-মুকেশদের ব্যর্থতার সুবাদে দলীপে প্রথম দিনের শেষে টসে হেরে ব্যাট করতে নামা উত্তরাঞ্চলের সংগ্রহ ৩০৮/৬। শুভমান গিলের পরিবর্তে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন অঙ্কিত কুমার। উত্তরাঞ্চলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করেছেন আয়ুষ বাদোনি (৬৩)। দলীপের অন্য ম্যাচে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিরুদ্ধে দারুণ শুরু করল মধ্যাঞ্চল।

দলীপ ট্রফিতে ফিরলেন মহম্মদ সামি। ৫৫ রান খরচ করে পেলেন ১ উইকেট।

মধ্যাঞ্চলকে টানলেন রজত পাতিদার ও দানিশ মালেওয়াল।

প্রথমে ব্যাটিং করে অধিনায়ক রজত পাতিদার (১২৫) ও দানিশ মালেওয়ালের (অপরাজিত ১৯৮) শতরানের সুবাদে প্রথম দিনের শেষে মধ্যাঞ্চলের সংগ্রহ ৪৩২/২।

শতরান রজত-দানিশের
হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন মুকেশ

এদিকে, বেশ কয়েক মাস পর বল হাতে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফেরার দিন সামি জানিয়েছেন তাঁর আগামীর লক্ষ্যের কথা। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে পৌঁছানোর পরও ট্রফি জেতা হয়নি ভারতের। সামি এখনও স্বপ্ন দেখেন একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের। আগামীদিনে সেই স্বপ্নপূরণ করতে চান তিনি।

ক্রুনোদের হারাল চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব

২৬টি স্পট কিকে হল ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ

লিংকনশায়ার, ২৮ অগাস্ট : উত্তর ইংল্যান্ডের ছোট্ট বন্দর শহর গ্রিমসবি। জনসংখ্যা মাত্র ৮৬,০০০। সেখানেই জন্ম নিল ফুটবলীয় রূপকথার এক অমর কাহিনী। শহরের ক্লাব গ্রিমসবি টাউন সাডেন ডেথে ১২-১১ গোলে হারাল ইংলিশ ফুটবলের জায়েন্ট ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে। তারপর মাঠেই শুরু হয়ে যায় উৎসব। গ্যালারি ছেড়ে মাঠে ঢুকে পড়া সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন কোচ-ফুটবলারদের সঙ্গে। প্রথমার্ধে চার্লস ভারনাম ও টাইরেল ওয়ারেনের গোলে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় গ্রিমসবি। ৭৫ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ব্রায়ান এমবিউমো ব্যবধান কমান। ৮৯ মিনিটে সমতা ফেরান হ্যারি ম্যাগুয়ের।

> হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।
>
> **রুবেন অ্যামোরিম**

এরপর টাইব্রেকার ও সাডেন ডেথ মিলিয়ে দুই দল মারে ১৩টি করে স্পট কিক। ১৩তম কিক ক্রসবারে মারেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের এমবিউমো।

চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাবের বিরুদ্ধে হারের পর প্রশ্ন উঠছে ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের ট্যাকটিক্স নিয়েও। প্রথম একাদশে ৫ ডিফেন্ডার খেলানোর সিদ্ধান্তের সমালোচনা করছেন বিশেষজ্ঞরা। ম্যাচের পর হতাশ অ্যামোরিমের মন্তব্য, 'হারের মধ্যেও কিছু ইতিবাচক দিক থাকে। তবে আজ কিছু বলার নেই। সমর্থকদের জন্য সত্যিই খারাপ লাগছে। সমর্থকদের এটা প্রাপ্য নয়।'

অন্যদিকে গ্রিমসবির অন্যতম কর্ণধার জেসন স্টকউড ক্লাবের ইতিহাস তৈরির রাতকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আজ প্রিমিয়ার লিগের অভিজাতদের দিকে নয়, আমাদের ছোট্ট বন্দর শহরের দিকে তাক করা। অন্তত একদিন আমাদের নামে হেডলাইন হবে।'

হয়তো ইউনাইটেড একদিন খারাপ সময় কাটিয়ে উঠবে। তবে এই রাত অমর হয়ে থাকবে গ্রিমসবি শহরের ইতিহাসে। হেডলাইন, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের বাইরেও এই জয় ফুটবলের।

হারের পর হতাশ রুবেন অ্যামোরিম। (নীচে) স্পট কিক মিস করে মুখ ঢাকলেন ব্রায়ান এমবিউমো।

দাদা ও তাঁর ছেলের সঙ্গে গণেশ চতুর্থী উৎসবে রোহিত শর্মা।

'৪ জুনের ঘটনা সবকিছু বদলে দিয়েছে'

নীরবতা ভেঙে পোস্ট আরসিবি-র

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : ১৮ বছর প্রতীক্ষার পর আইপিএল জয়।

যদিও সেই বিজয় উৎসব মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনায় বদলে গিয়েছিল শোকে। ১১ জন সমর্থক প্রাণ হারায় ৪ জুনের ঘটনায়। ভিড়ের চাপে পদপিষ্টের ঘটনা নড়িয়ে দিয়েছিল গোটা দেশকে। তারপর থেকে বন্ধ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট।

অবশেষে নীরবতা ভেঙে প্রত্যাবর্তন। মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে সমর্থকদের উদ্দেশ্যে সমাজমাধ্যমে প্রতিক্রিয়া দিল বিরাট কোহলির আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি। জানাল, ৪ জুন (দুর্ঘটনার দিন) সবকিছু বদলে দিয়েছে। সমর্থকদের প্রতি শোক জানাতে দীর্ঘ তিন মাস নীরব থাকা।

সমর্থকদের দলের 'দ্বাদশ আর্মি' আখ্যা দিয়ে আরসিবি-র তরফে পোস্টে লেখা হয়েছে, 'বরাবর এই অ্যাকাউন্ট থেকে সমর্থকদের সঙ্গে আনন্দ, সুখস্মৃতি ভাগ করে নেওয়া হয়। সকলে আমরা উপভোগ করি। ৪ জুন যদিও সবকিছু বদলে দিয়েছে। আমাদের হৃদয় ভেঙে দিয়েছে ওই দিনটা। তিন মাস নীরব ছিল এই অ্যাকাউন্ট। এই নীরবতা অনুপস্থিতির জন্য নয়, শোকের জন্য। সেই শোক, ধাক্কা সামলে নেওয়ার জন্য।'

৩ জুন পাঞ্জাব কিংসকে হারিয়ে প্রথমবার আইপিএল জয়ের স্বাদ পায় আরসিবি। পরের দিনই বেঙ্গালুরুতে দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত। বিরাটদের সংবর্ধনা জানাতে উপচে পড়া ভিড় সামলাতে পারেনি স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার জেরে চিন্নাস্বামীতে বড় কোনও ইভেন্ট আয়োজনে নিষেধাজ্ঞাও জারি। সরানো হয়েছে মহিলা বিশ্বকাপের সমস্ত ম্যাচ।

এহেন পরিস্থিতিতে আরসিবি এদিন তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ফের সক্রিয় করে আরও লিখেছে, 'দীর্ঘ এই নীরবতার মাধ্যমে আমরা শোকপালন করেছি। ধীরে ধীরে এমন কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, যা শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, আমরা বিশ্বাসও করি। জীবন পেয়েছে 'আরসিবি কেয়ার্স'। যে মঞ্চ থাকবে শুধু সমর্থকদের জন্য। আজ আমাদের আবার প্রত্যাবর্তন ঘটল। উচ্ছ্বাস নয়, যত্নই যেখানে অগ্রাধিকার পাবে। লক্ষ্য আপনাদের পাশে দাঁড়ানো, একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।'

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন

৪ বছর পর কোয়ার্টারে সিন্ধু

প্যারিস, ২৮ অগাস্ট : বিশেষজ্ঞরা তাঁকে আর ফেভারিট ধরেন না। চলতি বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি এসেছেন আন্ডারডগ হিসেবে। কিন্তু এখনও তিনি ফুরিয়ে যাননি সেটা বুধবার প্যারিসে আরও একবার প্রমাণ করলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পাঁচটি পদকের মালিক সিন্ধু এদিন বিশ্বের ২ নম্বর ওয়াং ঝিয়ি-কে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছালেন। ২০২১ সালের পর প্রথমবার শেষ আটে ওঠার পথে সিন্ধুর পক্ষে স্কোরলাইন ২১-১৭, ২১-১৫। সেমিফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার পুত্রি কুসুমা ওয়ারদানি।

২০১৯ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন সিন্ধু। এবারের আসরে সেই চেনা আগ্রাসন দেখাচ্ছেন তিনি। এদিনও আক্রমণাত্মক ব্যাডমিন্টনে চিনের ওয়াংয়ের চ্যালেঞ্জ সামলালেন সিন্ধু।

অন্যদিকে, মিক্সড ডাবলসে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত ধ্রুব কপিলা-তানিশা ক্রাস্টোর। তাঁরা ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ পয়েন্টে পঞ্চম বাছাই হংকংয়ের তাং চুন মান-সে ইং সুয়েটকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর পিভি সিন্ধু।

'বিরাটের মতো কেউ যখন বলে, গর্ব হয়'

অবসরের কারণ জানালেন পূজারা

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ইচ্ছে ছিল ভারতীয় টেস্ট দলে ফেরার।

যদিও সাধ পূরণ না হওয়ার অতৃপ্তি নিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন। প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেট নিয়ে যে বড় পদক্ষেপের নেপথ্য কারণটা এদিন প্রকাশ্যে আনলেন চেতেশ্বর পূজারা।

পূজারা বলেছেন, 'ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।'

কমেন্ট্রি বক্সেও ধারাভাষ্যকারের নতুন ইনিংসেও নজর কাড়েন পূজারা। ক্রিকেটের সঙ্গে যা চালিয়ে যাওয়া কঠিনও হত। সেটাও ভাবিয়েছে। পূজারার কথায়, সৌরাষ্ট্রের হয়ে পুরো মরশুম খেলতে পারবেন কি না, নিশ্চিত ছিলেন না। তাই অযথা সৌরাষ্ট্র দলে একটা জায়গা আটকে রাখার বদলে নতুন প্রজন্মের হাতে ব্যাটন তুলে দেওয়াকে সঠিক মনে করেন। সেই ভাবনার ফসল সব ধরনের ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানো।

বিদায়বেলায় বিরাট কোহলির শুভেচ্ছাবার্তা নিয়েও আবেগতাড়িত পূজারা। কোহলি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, 'চার নম্বরে আমার কাজ সহজ করে দেওয়ার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ পুজি (পূজারার ডাকনাম)।' যে প্রসঙ্গে চেতেশ্বর পূজারা বলেছেন, 'বিরাটের থেকে এমন প্রশংসা বড় প্রাপ্তি। ও গ্রেট ক্রিকেটার। আর যখন বিরাটের মতো কেউ বলে, আমি তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছি, আমার জন্য তা গর্বের। আসলে টপ অর্ডার ব্যাটার হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল পরবর্তী ব্যাটারদের জন্য মঞ্চও তৈরি করে দেওয়া, যাতে ওদের কাজ সহজ হয়। সেটাই করে গিয়েছি।'

> ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় আমি কমেন্ট্রির দায়িত্ব নিয়ে ওখানেই ছিলাম। তখনও আসন্ন মরশুমে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে ছিলাম। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ভাবনায় বদল। রনজি ট্রফির প্রস্তুতির আগে পরিবার, বন্ধু, সতীর্থদের সঙ্গে কথা বলি। মন বলছিল, আরও এক বছর খেলা মানে দলে একটা জায়গা আটকে রাখা। যা চাইছিলাম না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

গত ২ বছর জাতীয় দলে ডাক পাননি পূজারা। যদিও বাস্তব হল, এই সময়ে তিন নম্বর পজিশনে পূজারার যোগ্য উত্তরসূরি পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকজনকে ব্যবহার করেও সুফল মেলেনি। পূজারা যদিও আত্মবিশ্বাসী নতুনদের নিয়ে। বলেছেন, 'দলে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা রয়েছে। সাই বি সাই সুদর্শন ভালো শুরু করেছে। ওর ব্যাটিংয়ে রসদ রয়েছে। করুণ নায়ারও হাফ সেঞ্চুরি করেছে তিন নম্বরে নেমে। দুজনকে নিয়েই আশা দেখা যায়।'

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক বীরু-পুত্রের

বুমরাহ সহ তিন গেমচেঞ্জার বাছলেন শেহবাগ

নয়াদিল্লি, ২৮ অগাস্ট : ৯ সেপ্টেম্বর শুরু এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে ফেভারিট ধরেছেন। আত্মবিশ্বাসী, পাকিস্তান সহ বাকি দলগুলির পক্ষে সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়াকে আটকানো মুশকিল। এদিন ভারতীয় দলের লক্ষ্যপূরণে তিন গেমচেঞ্জারও বেছে নিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ।

অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব নয়, জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শেহবাগের তালিকায় রয়েছেন তরুণ বিস্ফোরক ব্যাটার অভিষেক শর্মা ও রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। এক প্রশ্নের জবাবে শেহবাগ বলেছেন, 'আমার ধারণা অভিষেক শর্মা গেমচেঞ্জার হবে। বুমরাহ তো সবসময় গেমচেঞ্জার। এছাড়া রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর কথা বলব। গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রভাবিত করেছিল। টি২০ ফর্ম্যাটেও বরুণ অত্যন্ত সফল।'

শেহবাগের মতে, একক দক্ষতায় বুমরাহ, অভিষেক, বরুণরা ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখে। বিশ্বাস, এশীয় যুদ্ধে এই ত্রয়ী ভারতীয় দলের গেমচেঞ্জার হয়ে উঠবে। বুমরাহ এখনও পর্যন্ত ৭০টি টি২০ ম্যাচ খেলে ৮৯টি উইকেট নিয়েছেন। বোলিং গড় ১৮-র কম। অভিষেকের সংগ্রহ ১৭ ম্যাচে ৫৩৫ রান। রয়েছে দুটো শতরানও। সবকিছু ছাপিয়ে ১৯৩ প্লাস স্ট্রাইক রেট। বরুণের পকেটে ১৫টি টি২০ ম্যাচে ৩৩ শিকার।

এদিকে, দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে (ডিপিএল) আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শেহবাগের সতেরো বছর বয়সি পুত্র আর্যবীর। প্রিমিয়ার লিগে অভিষেকেই নজর কেড়েছেন বাবার মতো আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে। সেন্ট্রাল দিল্লি কিংসের হয়ে খেলতে নামেন যশ ধুলের (দলীপ ট্রফির উত্তরাঞ্চল দলে রয়েছেন) পরিবর্তে। প্রথম ঝলকেই ব্লকব্লাস্টার ব্যাটিং। ইস্ট দিল্লি রাইডার্সের বিরুদ্ধে ১৬ বলে ২২ রানের ছোট্ট ক্যামিও উসকে দেন ব্যাটার বীরেন্দ্র শেহবাগের স্মৃতি। শেষপর্যন্ত ম্যাচও জেতে আর্যবীরের দল।

ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আর্যবীর বলেছেন, 'গত ম্যাচের পরই জানতাম, এই ম্যাচে খেলব। জন্টি (সিধু) ভাই আমাকে বলে দিয়েছিল। শুরুর কয়েকটা বাউন্ডারি আমাকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। তবে ইনিংসটা আরও লম্বা করতে পারলে ভালো লাগত। পরেরবার সেটাই চেষ্টা করব।' বছর সতেরোর আর্যবীর আরও জানান, বাবার পরামর্শও শুনবেন এবং তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক ম্যাচে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের ছেলে আর্যবীর।

মেসির গোলে ফাইনালে মায়ামি

লডারডেল, ২৮ অগাস্ট : তিনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। তিনি সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলার লিওনেল মেসি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে খেলতে পারেননি শেষ দুই ম্যাচ। তবে বুধবার রাতে মাঠে ফিরেই দেখালেন মেসি-ম্যাজিক। জোড়া গোল করে দলকে লিগস কাপের ফাইনালে তুললেন।

লিগস কাপের সেমিফাইনালে মায়ামি ৩-১ গোলে হারাল অরল্যান্ডো সিটিকে। মায়ামির অন্য গোলটি টেলাসকো সেগোভিয়ার। তবে প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে মার্কো পাসালিচের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল অরল্যান্ডো।

জয়ের পর মেসির প্রশংসা করে কোচ জেভিয়ের মাসচেরানোর মন্তব্য, 'মাত্র দুই-তিন দিনের প্রস্তুতির পর ৯০ মিনিট খেলে দিল। সঙ্গে জোড়া গোল। আমাদের জন্য, সমর্থকদের জন্য মেসিকে পাওয়া সৌভাগ্যের।'

জিতেও বিদায় বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : জয় এল। কিন্তু লক্ষ্যপূরণ হল না। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতেও আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হল বাংলা দলকে। বল হাতে বিশাল ভাট্টি দুর্দান্ত বোলিং করে ছয় উইকেট নিলেন। আমির গনি নিলেন তিন উইকেট। তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে গতকালের ১০৭-৩ থেকে শুরু করে ২১৩ রানে অলআউট হয়ে যায় তামিলনাড়ু। জবাবে ১৭৮ রান তাড়া করতে নেমে সুদীপকুমার ঘরামির অপরাজিত ৭০ ও অধিনায়ক অভিষেক পোড়েলের হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে অনায়াসে ছয় উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা দল। যদিও ম্যাচ জিতেও লাভ হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বুচিবাবু প্রতিযোগিতার সেমিফাইনালে যেতে না পারার হতাশার মধ্যেও বিশাল-আমির-সুদীপ-অভিষেকদের পারফরমেন্সের মধ্যে আগামীর পজিটিভ দিক পেতে চাইছেন। উল্লেখ্য, বাংলা জিতলেও হরিয়ানার কাছে মুম্বই হেরে যাওয়ার ফলে বুচিবাবু থেকে বিদায় নিল বাংলা।

বুচিবাবু

কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা : দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২৮ অগাস্ট : উচ্চতা কম। ব্যাট হাতে সাফল্য বেশি।

ক্রিকেট ইতিহাসে সেই তালিকাটা দীর্ঘ। স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, সুনীল গাভাসকার, শচীন তেন্ডুলকার, রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারা- তালিকায় এক সে বাড়কর এক নাম। এমন তালিকায় আরও একজনকে রাখতে চান রাহুল দ্রাবিড়। তাঁর নাম বিরাট কোহলি। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ নিশ্চিত যে, কোহলি তাঁর এমন মনোভাবের কথা জানতে পারলে রাগ করবেন।

ব্যাট হাতে বাইশ গজে দ্রাবিড়ের দক্ষতা ও স্কিলের কথা সবারই জানা। কিন্তু অনেকেই জানেন না, কম কথার মানুষ রাহুলের রসবোধও দুর্দান্ত। তাঁর রসবোধ ঠিক কেমন, আজ এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন দ্রাবিড়। মজার ছলে তিনি জানিয়েছেন, কম উচ্চতার ব্যাটাররাই সেরা। রাহুলের কথায়, 'সানিভাইয়ের শরীরের ভারসাম্য ছিল দুর্দান্ত। ওর ব্যাটিং দেখে মনেই হত না আউট হতে পারেন। আমি সানিভাইয়ের চেয়ে সামান্য লম্বা। আমি চেষ্টা করেও ওঁর মতো শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারতাম না। শচীনও ছিল সানিভাইয়ের মতোই। আসলে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির কারণেই কম উচ্চতার ব্যাটারদের শরীরের ভারসাম্য রাখতে সুবিধা হয়। তাই ঐতিহাসিকভাবে ক্রিকেট ইতিহাসে কম উচ্চতার ব্যাটারদের সাফল্য বেশি।'

'রাগ করতে পারে বিরাট'

শুরুতে নাম না নিলেও পরে দ্রাবিড় নিজেই কোহলিকেও কম উচ্চতার ব্যাটারদের তালিকায় এনেছেন। সঙ্গে জানিয়েছেন, দ্রাবিড়ের এমন কথা শুনলে রেগে যাবেন বিরাট। রাহুলের কথায়, 'বিশ্বের সর্বকালের সেরা ব্যাটারদের তালিকায় যাঁরা থাকবেন, তাঁদের বেশিরভাগেরই উচ্চতা কম। স্যর ডন, সানিভাই, লারা, শচীন- তালিকাটা বেশ বড়। বিরাটকেও এই তালিকায় রাখতে হবে। তবে আমার এমন কথা শুনলে ও রেগে যাবে নিশ্চিতভাবেই।' তাৎপর্যপূর্ণভাবে দ্রাবিড় যেসব ক্রিকেটারের নাম করেছেন, তাঁরা কেউই উচ্চতার দিক থেকে ছয় ফুট নন। কিন্তু ব্যাট হাতে দুর্দান্ত রকমের সফল। কম উচ্চতা হলেই ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়, এমন কথা দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার শোনানোর পাশে নিজের বর্ণময় ক্রিকেট জীবন নিয়েও মুখ খুলেছেন রাহুল। জ্যামি নামেই ভারতীয় ক্রিকেটমহল তাঁকে জানে। রাহুলের কথায়, জ্যামি ছাড়াও ওয়াল ও মিস্টার ব্লুম নামও রয়েছে তাঁর। কিন্তু জ্যামিই পছন্দের তালিকায় সেরা। কীভাবে জ্যামি নামটা হল? জবাবে রাহুল বলেছেন, 'আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম। খুব সম্ভবত জাভাগল শ্রীনাথ প্রথম আমায় এই জ্যামি নামে ডেকেছিল।'

> আমার বাবা কর্ণাটকের জ্যাম, জেলি তৈরির একটি সংস্থায় কাজ করতেন। সেই সুবাদেই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুর দিকে অনেক সতীর্থই মজা করে জ্যামি বলে ডাকত। হয়তো ব্যাট হাতে একটু মন্থর ছিলাম বলেও এমন নাম।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

সংবিধান নিয়ে শুনানি ১ সেপ্টেম্বর

সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ, আইএসএল ডিসেম্বরে

সরল এফএসডিএল, নয়া অংশীদারের বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : 'তারিখ পে তারিখ, তারিখ পে তারিখ।'

ভারতীয় ফুটবল এখন দাঁড়িয়ে আদালতের একের পর এক শুনানির দিনের উপরে। সংবিধান নিয়ে শুনানি এদিনও হল না। ফিফা-নির্বাসনের হুমকি চিঠির পরও এই শুনানির দিন ধার্য হল ১ সেপ্টেম্বর। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও স্পোর্টস ফুটবল ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের গাঁটছড়া ভেঙে যাওয়া এদিনই মোটামুটিভাবে নিশ্চিত হয়ে গেল। ফলে অক্টোবরে শুরু হচ্ছে না ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ এবং ডিসেম্বর থেকে আইএসএল শুরু হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার চেয়ে বিজ্ঞাপন দেবে ফেডারেশন। সেই টেন্ডার প্রকাশ্যে আসার পর চাইলে এফএসডিএল ফের আবেদন করে নতুন করে বাণিজ্যিক অংশীদার হলে ডিসেম্বরে আইএসএল শুরু করার অধিকার পেতে পারে।

২০১৭ সাল থেকে এআইএফএফের সংবিধান-বিষয়টি আদালতের বিচারাধীন। সেসময়ই আদালত থেকে নতুন সংবিধান তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। যা ২০২৩ সালে কার্যকর করার কথা বলেন সেসময় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। সেই থেকে বিষয়টি আদালতেই পড়ে আছে, সিদ্ধান্ত হিসাবে আর প্রকাশ্যে আসেনি। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর কথা থাকলেও এদিন আদালত মূলত এআইএফএফ ও এফএসডিএলের যৌথ প্রস্তাব শোনায় মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্টের বিষয়ে। যে বিষয়ে গত ২২ অগাস্ট আলোচনা করার নির্দেশ দুই পক্ষকে দেওয়া হয়েছিল। এদিন যৌথ প্রস্তাব বিচারপতিদের সামনে পড়ে শোনানো হয়। যেখানে লেখা, 'লম্বা আলোচনার পর কিছু বিষয়ে একমত হওয়া গেছে। ২০২৫-'২৬ ক্যালেন্ডার ও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল পরিবেশ ঠিক রাখার সুপার কাপ অথবা অন্য কোনও ঘরোয়া প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রস্তুতির সময় দিয়ে মরশুম শুরু করা হবে যা এআইএফএফের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।' আগেই ফেডারেশন জানিয়েছিল, সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ দিয়েই তারা মরশুম শুরু করতে চায়। যা মেনে নিয়েছে এফএসডিএল। দ্বিতীয়ত, ফেডারেশন ১৫ অক্টোবরের মধ্যে, নতুন বাণিজ্যিক অংশীদার নেওয়ার বিষয়ে খোলা, প্রতিযোগিতামূলক ও স্বচ্ছ টেন্ডার নোটিশ দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছে। এদিন নাম প্রকাশ্যে না এনে একটি সুত্র এক লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বর হওয়া এমআরএ-র যাবতীয় স্বত্ব, ভারতীয় ফুটবলের স্বার্থে ছেড়ে দিচ্ছে এফএসডিএল। শুধু তাই নয়, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যা বকেয়া সেই ১২.৫ কোটি টাকাও তারা দিয়ে দেবে ফেডারেশনকে। সঙ্গে এআইএফএফ-কে নতুন করে টেন্ডার ডাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'নো অবজেকশন'ও দিয়ে দেবে তারা। এছাড়াও শেষপর্যায়ের ১২.৫ কোটিও অগ্রিম হিসাবে দেওয়া হবে যদি ফেডারেশনের প্রয়োজন মনে করে। তবু সেপ্টেম্বরে সুপার কাপ হলেও ক্লাবগুলি অংশ নেবে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই গেল। কারণ আগেই তারা জানিয়েছিল, আইএসএল নিয়ে স্বচ্ছ ধারণা ও প্রয়োজনীয় প্রাক মরশুম প্রস্তুতির সময় না পেলে সুপার কাপে অংশ নেবে না কোনও ক্লাব।

এসবের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, এএফসি-র একটি চিঠিকে কেন্দ্র করে। ১৭ অগাস্ট এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন দ্রুত আইএসএল নিয়ে ধোঁয়াশার নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয় এআইএফএফ-কে। যেখানে পরিষ্কার লেখা হয়েছে, আইএসএল জট না কাটাতে পারলে এএফসি-র কোনও টুর্নামেন্টে ভারতকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই চিঠি দশদিনের বেশি হাতে পেয়েও গত ২২ অগাস্টের শুনানিতে বিষয়টি চেপে যান ফেডারেশন কর্তারা। এমনকি ফিফার তরফে যে নির্বাসনের চিঠি এসেছে, সেটাকেও ফেডারেশন ঘুরিয়ে 'হুমকি' হিসাবেই দেখছে। ফলে দুই পক্ষের ঐকমত্যে পৌঁছানো বিবৃতির পরেও ভারতীয় ফুটবলের সেই অনিশ্চয়তা থেকেই গেল।

আজ পরীক্ষা শুরু কোচ খালিদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ফুটবলের ডামাডোলের মধ্যেই আন্তর্জাতিক আঙ্গিনায় দেশের হয়ে পরীক্ষা দিতে নামছেন সন্দেশ ঝিংগান-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা।

শুধু ফুটবলারদের বললেও ভুল হবে, শুক্রবার তাজিকিস্তানের বিপক্ষে পরীক্ষা সদ্য নিযুক্ত কোচ খালিদ জামিলেরও। এর আগে ভারত পাঁচবার মুখোমুখি হয়েছে মধ্যে এশিয়ার এই দেশের সঙ্গে। যার মধ্যে একমাত্র ২০০৮ সালের এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনালে ৪-১ গোলে জয় ছাড়া বাকি তিনবারই হারতে হয় ভারতকে। গত ১৭ বছরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে এবং ভারতীয় ফুটবলও এই মুহূর্তে বেসামাল অবস্থায়। ফলে শুক্রবার হিসোর সেন্ট্রাল স্টেডিয়ামে যে ভারতের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাজিকিস্তান অপেক্ষা করে আছে তা নিয়ে দ্বিমত নেই খালিদেরও। তিনি বলেছেন, 'হ্যাঁ, ওদের সম্পর্কে ধারণা নিয়েই এসেছি। অত্যন্ত শক্তিশালী দল এবং সম্প্রতি খুব ভালো খেলছে। তবে আমরা নিজেদের খেলার দিকেই মন দিচ্ছি। এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত। এখন আমাদের একজোট হয়ে লড়তে হবে ও প্রতি ম্যাচে উন্নতি করতে হবে। সেটা একদিনে না হলেও ধীরে ধীরে হবে।' প্রায় দিন দশেক প্রস্তুতিতেই খুশি হেডকোচ বলেছেন, 'কাফা নেশনস কাপের জন্য বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রস্তুতিতে আমি খুশি। প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে দলে ঢোকার জন্য। এরকম একটা টুর্নামেন্টে খেলতে পারছি, এটা সত্যিই আনন্দের।'

কাফা নেশনস কাপে আজ
তাজিকিস্তান বনাম ভারত
ম্যাচ শুরু : রাত ৯টা
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সাংবাদিক সম্মেলনে তাজিকিস্তানের কোচ ও অধিনায়কের সঙ্গে ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল ও গোলকিপার হৃতিক তিওয়ারি। বৃহস্পতিবার।

প্রায় ৩৬ ঘণ্টার লম্বা সফরের পর তাজিকিস্তান পৌঁছে বুধবার বিকেলেই অনুশীলনে নেমে পড়ে ভারতীয় দল। ফলে ওখানেও দুটো ট্রেনিং সেশনে খানিকটা হলেও আবহাওয়ার সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার সময় পেয়েছেন ফুটবলাররা। খালিদ বলেছেন, 'আমরা সদর্থক ভাবনা ও মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। জানি একটা ভালো দলের বিপক্ষে ওদেরই মাঠে খেলতে হবে। কিন্তু ভালো ফল পেতে গেলে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতিও থাকে। ফুটবলারদের দায়িত্ব নিতে হবে। আমার মনে হচ্ছে গোটা দলই এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।' এই টুর্নামেন্টে অবশ্য পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছেন না খালিদ। কারণ তাদের সাত ফুটবলারকে ছাড়েনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তেমনি খালিদ নিজেই শিবিরে ডাকেননি ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডিজকে। ফলে এই ম্যাচে তিনি একজন প্লে-মেকারের অভাব অনুভব করতে পারেন। এখন দেখার এই দল নিয়েই কতটা ভালো করতে পারেন প্রায় ১৩ বছর পর জাতীয় দলের প্রথমবার আসা কোনও ভারতীয় কোচ।

টানা তিন ৫০ সঞ্জুর

কোচি, ২৮ অগাস্ট : ঘরোয়া ক্রিকেটে স্বপ্নের ফর্ম অব্যাহত সঞ্জু স্যামসনের। কেরালা ক্রিকেট লিগে বৃহস্পতিবার তিনি ৩৭ বলে ৬২ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন। যার সুবাদে প্রথমে ব্যাট করে কোচি ব্লু টাইগার্স ১৯১/৫ স্কোর তোলে। জবাবে আদানি ত্রিবান্দ্রাম রয়্যালস আটকে যায় ১৮২/৬ স্কোরে।

গত রবিবার শতরান করেছিলেন সঞ্জু। তারপর মঙ্গলবার খেলেছিলেন ৪২ বলে ৮৯ রানের ইনিংস। বৃহস্পতিবার ফের কথা বলল সঞ্জুর ব্যাট। কোচি ক্রিকেট লিগের প্রথম দিকে সঞ্জু মিডল অর্ডারে নামছিলেন। পরে ওপেন করতে নেমে লাগাতার রান করে যাচ্ছেন ৩০ বছরের উইকেটকিপার-ব্যাটার। এশিয়া কাপের আগে সঞ্জুর দুরন্ত ফর্ম ভরসা জোগাবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

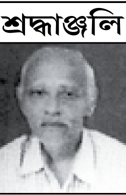

স্বর্গীয় সুহৃদ কুমার ভৌমিক
জন্ম: 02.06.1943 : প্রয়াণ: 19.08.25
(বাংলা : ২রা ভাদ্র, ১৪৩২)
তোমার আকস্মিক প্রয়াণে আমরা শোকস্তব্ধ। যেখানে থাকো ভালো থেকো সুখে থেকো। তোমার আত্মার শান্তি কামনা করি।
শ্রদ্ধাবনত ঃ
ভাগ্যহীনা স্ত্রী- পুষ্প ভৌমিক, কন্যা- সুতপা ভৌমিক, জ্যেষ্ঠপুত্র- গৌরাঙ্গ ভৌমিক, কনিষ্ঠপুত্র- সুদীপ্ত ভাস্কর ভৌমিক, পুত্রবধূ- অনুপমা ভৌমিক, নাতি- সায়নদীপ ভৌমিক।
দেবীবাড়ি, নতুনপাড়া, কোচবিহার।

অপ্রাপ্তি পূরণই লক্ষ্য ব্রাইটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : ব্রাইট এনোবাখারে, নামটা এখনও ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখেমুখে ঘোরে।

২০২০-'২১ মরশুমের মাঝপথে কঠিন সময় লাল-হলুদে সই করেও নজর কেড়েছিলেন। বিশেষত এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে তাঁর করা গোল এখনও সমর্থকদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল। যদিও নানান জটিলতায় ইস্টবেঙ্গলে তাঁর যাত্রা দীর্ঘায়িত হয়নি। ইংল্যান্ড, ইজরায়েল, ইউক্রেন, কাতারের ক্লাব হয়ে ফের ভারতে ফিরেছেন ব্রাইট। এবার আইএসএল নয়, আই লিগে।

এই মরশুমে ডায়মন্ড হারবার এফসির হয়ে খেলবেন নাইজিরিয়ান তারকা। জানা গেল, অন্য ক্লাবের প্রস্তাবও ছিল তাঁর কাছে। তবুও কেন ডায়মন্ডকে বেছে নিলেন? ব্রাইটের স্পষ্ট উত্তর, 'এই ক্লাবের উদ্দেশ্য আমার মানসিকতার সঙ্গে মিলে গিয়েছে। তাছাড়াও অতীতে খেলার সুবাদে ভারতের পরিবেশ আমার চেনা। ইস্টবেঙ্গলে খুব ভালো কিছু করতে পারিনি। এবার ডায়মন্ড হারবার জার্সিতে সেই অপ্রাপ্তি পূরণ করতে চাই।' আসলে তাঁর পারফরমেন্স নজর কাড়লেও সাফল্য ছুঁয়ে দেখতে পারেননি। সম্ভবত সেই অপ্রাপ্তিটাই পূরণ করার কথা বললেন। ব্রাইট আরও বলেছেন, 'আইএসএলে খেলেছি। এবার আই লিগে খেলব। এই ক্লাবও যে শীর্ষ লিগে খেলার যোগ্য তা প্রমাণ করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য খুব পরিষ্কার, ডায়মন্ডকে আইএসএলে উন্নীত করা।'

ইস্টবেঙ্গল প্রসঙ্গ উঠতেই চওড়া হাসি ব্রাইটের মুখে। বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গলে সময়টা খুব স্পেশাল ছিল। সমর্থকরা এখনও সেই গোলের কথা মনে করিয়ে দেন। ওঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তবে সেটা অতীত। এবার নতুন লক্ষ্য নিয়ে ডায়মন্ডে সই করেছি। সেদিকেই মনোনিবেশ করতে চাই।' তবে জানিয়ে রাখলেন, সুযোগ পেলে গ্যালারিতে বসে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ দেখার ইচ্ছাও আছে। একই সঙ্গে লাল-হলুদ সমর্থকদেরও আই লিগে ডায়মন্ডকে সমর্থন করার আহ্বান জানালেন ব্রাইট।

তৃতীয় রাউন্ডে উঠে ভায়োলিন সেলিব্রেশন নোভাক জকোভিচের।

নিজের খেলায় খুশি নন জকোভিচ

সহজ জয়ে তৃতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

নিউ ইয়র্ক, ২৮ অগাস্ট : আরও একটা সহজ জয়। অনায়াসেই ইউএস ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন কার্লোস আলকারাজ। ৬-১, ৬-০, ৬-৩ গেমে তিনি হারালেন ইতালির মাত্তিয়া বেলুচ্চিকে।

গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হেরে ইউএস ওপেন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন আলকারাজ। তবে এবার একেবারে অন্য মেজাজে দেখা যাচ্ছে স্প্যানিশ তারকাকে। প্রথম রাউন্ডে তাঁর সার্ভিস ভাঙতে পারেননি রেইলি ওপেলকা। সেদিক থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডেও অপ্রতিরোধ্য আলকারাজ। ম্যাচ শেষে আলকারাজ বলেছেন, 'একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। শেষ শট পর্যন্ত সেই লক্ষ্যে অবিচল থেকেছি।' তৃতীয় রাউন্ডে আমেরিকার এলিয়ট স্পিজিরির বিরুদ্ধে খেলবেন আলকারাজ।

এদিকে, জাকারি ভাজদাকে হারিয়ে ইউএস ওপেন তৃতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র পেলেও নিজের খেলায় সন্তুষ্ট নন নোভাক জকোভিচ। জাকারির কাছে প্রথম সেট খোয়ালেও পরের তিন সেট জিতে ম্যাচ পকেটে পুরে নেন তিনি। ম্যাচের শেষে সার্বিয়ান তারকা বলেছেন, 'নিজের খেলায় একেবারেই খুশি নই। এমন হতেই পারে। সেরাটা না খেলেও জিতেছি। একথাও ঠিক সবসময় একইভাবে ভালো খেলে যাওয়া সম্ভব নয়।'

সুপার সিক্সের লক্ষ্যে নামছে ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : গত ম্যাচে জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে জয়ের পর কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার কালীঘাট মিলন সংঘকে হারিয়ে জায়গা পাকা করার লক্ষ্যে মাঠে নামছে লাল-হলুদ।

মাঝে মাত্র দুইদিনের ব্যবধানে ঘরোয়া লিগে খেলবে ইস্টবেঙ্গল। আলাদা করে রিকভারির সময়ও পাননি পিভি বিষ্ণু, সৌভিক চক্রবর্তীরা। ফলে ফুটবলারদের ক্লান্তি নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। তবুও প্রথম একাদশে হয়তো খুব বেশি পরিবর্তনের পথে হাঁটবেন না লাল-হলুদ কোচ বিনো জর্জ। কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধেও সিনিয়ার ফুটবলাররাই তাঁর ভরসা। তবে শুধুমাত্র দলের শক্তি বাড়াতেই যে দেবজিৎ মজুমদার, এডমুন্ড লালরিনডিকাদের সিএফএলে ব্যবহার করা তা মানছেন না বিনো। বরং তাঁর যুক্তি, 'খেলার জন্যই ফুটবলারদের দলে নেওয়া। ডুরান্ড শেষ। আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। ফুটবলারদের বসিয়ে রাখা অর্থহীন। সেখানে আমাদের কাছে কলকাতা লিগের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ডেভেলপমেন্টের জন্য আরও অনেক টুর্নামেন্ট রয়েছে।' একথা ঠিক বিনোর হাতে অপশনও কম। বিশেষত জর্জ ম্যাচে রক্ষণ সাজাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল তাঁকে। এই ম্যাচেও পরিস্থিতি খুব বেশি বদলায়নি। শুধু তাই নয়, জর্জের বিরুদ্ধে ৪-০ গোলে জয়ের পরও সুযোগ নষ্টের বহর বেশ চিন্তায় ফেলেছে বিনোকে। যে কারণে বৃহস্পতিবার সকালে কালীঘাট এমএস ম্যাচের চূড়ান্ত মহড়ায় আক্রমণভাগে বাড়তি নজর দিতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিকে, এদিন এরিয়ানকে ১-০ গোলে হারিয়ে কলকাতা লিগে পয়েন্ট টেবিলে একধাপ উঠে এল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ৬৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেন সজল বাগ। এই জয়ের সুবাদে দুশ্চিন্তা কমলেও অবনমনের আশঙ্কা থেকে এখনও পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি সাদা-কালো। তার জন্য গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও জিততে হবে মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর দলকে। তবে কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন।

সৌরভকেই সমর্থন, ঘোষণা ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা নীতুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অগাস্ট : সময় এগিয়ে আসছে। বাড়ছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরে বার্ষিক সাধারণ সভা নিয়ে উত্তাপ।

প্রশ্ন এখন একটাই, ২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে নির্বাচন কি হবে? সূত্রের খবর, সম্ভাবনা বেশ কম। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, তিনি সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন। সৌরভ সভাপতি পদে দাঁড়ানো মানে তাঁর বিরুদ্ধে যাবেন না কেউই। ফলে প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিএবি সভাপতির চেয়ারে বসে পড়া এখন সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে। এমন অবস্থায় আজ বিকেলে চমকপ্রদভাবে মহারাজের সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত (নীতু) সরকার। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, সিএবি সভাপতির পদে তিনি সৌরভকেই চাইছেন।

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি এজিএম

নীতুর কথায়, 'সৌরভই এই মুহূর্তে সিএবি সভাপতি পদে বসার যোগ্য ব্যক্তি। নির্বাচনে সৌরভ সভাপতি পদে লড়াই করবে বলে আমাদের জানিয়েছে। আমরা সরাসরি সৌরভকেই সভাপতি পদে সমর্থন করছি। দেশে তো বটেই গোটা দুনিয়ার কাছে সৌরভ পরিচিত ও জনপ্রিয়। প্রশাসক হিসেবে নিজেকে আগেই প্রমাণ করেছে ও।'

আচমকা সৌরভকে নিয়ে কেন আসরে নামতে হল ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তাকে? কলকাতা ময়দানের গুঞ্জন, দিন কয়েক আগে প্রাক্তন সিএবি সভাপতি অভিষেক ডালমিয়া লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। সেই আলোচনার সূত্র ধরেই গুজব ছড়িয়েছিল, সিএবি এজিএমে ডালমিয়ার দিকে সমর্থন রয়েছে নীতুর। আজ সেই জল্পনার অবসান হল। যদিও সৌরভ নিজে ইস্টবেঙ্গলের এমন সমর্থনের বিষয়কে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন, এমন খবরও নেই। জানা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা সুবীর (বাবলু) গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে সিএবি-তে দেখতে চাইছেন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তারা। যা নিয়ে সৌরভ ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে চাপানউতোর চলছে বলে খবর। সম্ভবত সেই কারণেই আচমকা সাংবাদিক সম্মেলন লাল-হলুদের শীর্ষ কর্তার।

যুবশ্রীর জয়

তুফানগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলের সুপার লিগে বৃহস্পতিবার যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ২-০ গোলে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে রসিকবিলের রাকেশ বর্মন ও ম্যাচের সেরা মনদীপ ওরাওঁ গোল করেন। শনিবার খেলবে কামাতফুলবাড়ি যুব সংঘ ও রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ।

চ্যাম্পিয়ন উত্তর চণ্ডীপুর

মানিকচক, ২৮ অগাস্ট : মানিকচক চক্রের প্রাথমিক শিক্ষক ফুটবল প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ভূতনি উত্তর চণ্ডীপুর। ফাইনালে তারা ২-১ গোলে দক্ষিণ চণ্ডীপুরকে হারিয়েছে।

উত্তরের খেলা

সরলা মহিলা ফুটবল শুরু

কুশমন্ডি, ২৮ অগাস্ট : সরলা মহিলা ফুটবল উৎসব বুধবার শুরু হল। সরলা ভূপেন্দ্রনাথ সরকার হাইস্কুল মাঠে সেমিফাইনালে উঠেছে সরলা বিএনএস এন্টারপ্রাইজ। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে নদিয়া মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। উদ্বোধনী ম্যাচে নদিয়া ৭-০ গোলে কোচবিহার মহিলা একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। বিএনএস ৬-০ গোলে বর্ধমানের শ্রীজা ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে খেলবে রানিগঞ্জের রানি সরকার এফসি-ঝাড়খণ্ডের তেজাস এফসি ও আসানসোলের এমআরবিসি-শ্রীজা ইন্ডিয়া।

চ্যাম্পিয়ন লগান

কুমারগঞ্জ, ২৮ অগাস্ট : গোপালগঞ্জ ব্রিজ সংলগ্ন মাঠে ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল বালুরঘাট লগান একাদশ। ফাইনালে তারা বালুরঘাট নাইন স্টার দলকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ২৬০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২১০০ টাকা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিনয় হালদার - কে 11.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 67373 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করার ফলে আমার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এখন সত্যিই বিশ্বাস করি যে আমার স্বপ্নগুলিকে আমি বাস্তবে পরিণত করতে পারবো। অবশেষে আমি আমার পরিবারকে তাদের প্রাপ্য সম্মান দিতে এবং আমার ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত করতে পারবো। এই সমস্ত কিছুর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

অনূর্ধ্ব-১৪ (উপরে) ও অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উল্লাস দিওর পানাউল্লা হাইস্কুলের। ছবি : অনুপ মণ্ডল

জোড়া খেতাব পানাউল্লার

বুনিয়াদপুর, ২৮ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের জেলা স্তরের মেয়েদের খো খো-তে জোড়া খেতাব জিতল দিওর পানাউল্লা হাইস্কুল। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে ফাইনালে পানাউল্লা ৭ পয়েন্টে সুকদেবপুর এনসি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে পানাউল্লা ২ পয়েন্টে সুকদেবপুরের বিরুদ্ধে জয় পায়।

সবুজের ফুটবল শুরু আজ

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৮ অগাস্ট : বাবুরডাঙ্গা সবুজ সংঘের ব্রজেন দাস ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে এসএসএসি খারিজা কাকরিবাড়ি ও ফালাকাটা চুয়াখোলা মডার্ন ক্লাব।

ফাইনালে চ্যাংরাবান্ধা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অগাস্ট : দেবী কলোনি কালীপুজো কমিটির এমএলএ কাপ নৈশ ফুটবলের ফাইনালে উঠল চ্যাংরাবান্ধা নাইন স্টার্স। বৃহস্পতিবার রাতে প্রথম সেমিফাইনালে তারা ১-০ গোলে ধাপড়া আর্মি বয়েজের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। ম্যাচের সেরা চ্যাংরাবান্ধার ফিরোজ ইসলাম। শুক্রবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে তেলিপাড়া সেভেন স্টার্স ও মহামায়া ডুয়ার্স এফসি।

ম্যাচের সেরা হয়ে ফিরোজ ইসলাম। ছবি : শতাব্দী সাহা

B Tex Ointment Mfg. Co.
C/16-17, Udyog Nagar,
Navsari-396445, Gujarat, INDIA.